স্বর্ণখনি-২

প্রথম প্রকাশ: ২০০৩

এক

দুনিয়ার যেখানে যত ক্রুজ লাইনার আছে, এমারেল্ড মার্লিনের সঙ্গে সেগুলোর চেহারা এতটুকু মিলবে না। এটায় কোন প্রম্যানাড ডেক নেই, স্টেট রুম ব্যালকনি নেই, নেই কোন স্মোক বা ইগজস্ট ফানেল। সুন্দরী জলকন্যার গোলাকৃতি সুপারস্ট্রাকচারে গিজ গিজ করছে সারিবদ্ধ বৃত্তাকার ভিউইং পোর্ট। বো-র ওপর চোখে পড়ার মত একমাত্র কাঠামো বলতে গম্বুজসদৃশ একটা আকৃতি, যার ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে ব্রিজ আর কন্ট্রোল রুম। পিছন দিকে, স্টার্নে, উঁচু ফিন বিলাসবহুল একটা লাউঞ্জ আর ক্যাসিনোর অবস্থান; সব কিছুকে নিয়ে স্থির ভিউইং পোর্টগুলোকে ঘিরে ফিনটা সারাক্ষণ অলসভঙ্গিতে ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরছে।

লম্বায় চারশো ফুট, প্রস্থে চল্লিশ; লাকশারি ক্রুজ লাইনার হিসেবে এমারেল্ড মার্লিনকে ছোটই বলতে হবে। আজ পর্যন্ত পানির তলা দিয়ে ট্যুরিস্টদের বেড়িয়ে আনাবার জন্যে যে-সব সাবমেরিন ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর দৌড় আর গভীরে ডুব দেয়ার ক্ষমতা খুব কম। ওগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে এমারেল্ড মার্লিন ক্রুজিং-এর ইতিহাস বদলে দিতে যাচ্ছে। ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের ডিজাইন করা স্বয়ংচালিত এঞ্জিন থাকায় এই মৎস্যকন্যা গোটা ক্যারিবিয়ান সাগর পাড়ি দিতে পারবে, খাবারদাবার ও সাপ্লাইয়ের জন্যে কোন বন্দরে ভেড়ার আগে এক হাজার ফুট গভীরতায় কাটাতে পারবে একটানা চোদ্দদিন।

অবসর সময়টা বিনোদনে গা ভাসাবার উদগ্র কামনা, সেই সঙ্গে সারা দুনিয়া জুড়ে বিত্তবান লোকের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক ট্র্যাভেল ও ট্যুরিজমের বাজার দাঁড়িয়েছে তিন ট্রিলিয়ন ডলারে। এই অঙ্কের একটা মোটা অংশে ভাগ বসাতে যাচ্ছে ওশান ক্রুজিং ব্যবসা। সাবমেরিন ক্রুজ লাইনার বাজারে চলে আসায় ধনিক শ্রেণীর ঢল নামবে এদিকে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'সত্যি অসম্ভব, অসম্ভব সুন্দর!' তৃষা ইসলাম অভিভূত, সকালের শুরুতে ডকে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ তুলে দেখছে তুলনাহীন ভেসেলটাকে।

'জেল্লা-জলুস একটু বেশি,' বিড়বিড় করল ববি মুরল্যান্ড, সদ্য ওঠা সূর্যের আলো সুপারস্ট্রাকচারে প্রতিফলিত হয়ে চোখে লাগায় সানগ্লাস অ্যাডজাস্ট করল।

কথা বলছে না, মাসুদ রানা তাকিয়ে আছে টাইটানিয়াম খোলের জোড়াবিহীন আকৃতির দিকে। সাধারণ শিপে যেমন দেখা যায়, এমারেল্ড মার্লিনের গায়ে সেরকম কোনও প্লেট বা রিভিট নেই। এই ট্যুরিস্ট সাবমেরিন মেরিনটেকনোলজির একটা বিস্ময়। ডিজাইনের শৈল্পিক উৎকর্ষ দেখে মুগ্ধ রানাও। এই সময় গ্যাঙওয়ে ধরে জাহাজের একজন অফিসারকে এগিয়ে আসতে দেখল ও।

'মাফ করবেন, আপনারাই কি নুমার লোকজন?'

'মাফ করবেন, আমরাই,' বলল মুরল্যান্ড।

'আমি জ্যাসন জনসন, বোটের ফার্স্ট অফিসার। মিস্টার ডেভিড লেলাং ক্যাপটেন জিম অগাস্টাসকে জানিয়েছেন প্রথম যাত্রায় আপনারা আমাদের অতিথি হিসেবে যোগ দিচ্ছেন। আপনাদের সঙ্গে কোন লাগেজ আছে কি?'

'শুধু সঙ্গে যা দেখছেন,' জানাল তৃষা, সামনের দিকে তাকিয়ে বোটের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। অনেকদিন পর আজ সালোয়ার-কামিজ পড়েছে সে, ওড়নাটা গলায় পেঁচানো।

'আপনি একটা স্টেট রুম পাবেন, মিস তৃষা,' সবিনয়ে বলল ফার্স্ট অফিসার জনসন। 'মিস্টার রানা আর মিস্টার মুরল্যান্ডকে ক্রুদের কোয়ার্টারে একটা কেবিন শেয়ার করতে হবে।'

'থিয়েটারে পারফর্ম করে, সেই সুন্দরী শোগার্লের পাশের কেবিনটা তো?' চেহারায় নিরীহ ও নিভাঁজ একটা ভাব ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'দুঃখিত, ভাগ্য বোধহয় অতটা সদয় নয়।' হেসে উঠল জনসন। 'প্লীজ, আমার পিছু নিন।'

'আমি এক মিনিট পরে আসছি,' বলল রানা। ঘুরে ডক ধরে একটা মইয়ের দিকে এগোচ্ছে, মইটা নেমে গেছে পানিতে। ওয়েটসুট পরা একটা লোক ও একটা মেয়ে নিজেদের ডাইভ গিয়ার চেক করছে ডকের কিনারায় দাঁড়িয়ে। বোঝা যাচ্ছে, এখুনি পানিতে নামবে।

'খোলের তলায় তল্লাশী চালাবে একটা টীম, তোমরাই কি?' ওদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল রানা।

একহারা গড়ন, বয়সে তরুণ, বলল, 'হ্যাঁ, আমরাই।'

'মাসুদ রানা। আমিই তোমাদের সার্ভিস চেয়েছি।'

'উইলিয়াম হফার।'

'আর তুমি?' মেয়েটার দিকে তাকাল রানা।

'আমি ওর বউ, মিলিন্ডা।' স্বামীর দিকে তাকাল মিলিন্ডা। 'ডার্লিং, উনি নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। কাজটা দেয়ার জন্যে ওঁকে আমাদের ধন্যবাদ জানানো উচিত।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা।' মিটি মিটি হাসছে হফার।

মিলিন্ডা হাত বাড়াতে তার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল রানা, মুঠোর শক্তি অনুভব করে বিস্মিত হলো। 'আমি ধরেই নিচ্ছি ডাইভার হিসেবে তোমরা এক্সপার্ট।'

'দশ বছর ধরে এই পেশায় আছি আমরা।'

'মিলিন্ডা ডাইভিং-এ যে-কোন পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে।' স্ত্রীকে নিয়ে হফারকে গর্বিত মনে হলো।

'আপনি ঠিক করে বলতে পারেন আসলে কি খুঁজব আমরা?' জিজ্ঞেস করল মিলিন্ডা।

'গোপন রাখতে চাওয়াটা বোকামি,' বলল রানা। 'তোমরা দেখবে বোটের খোলে কিছু আটকে রাখা হয়েছে কিনা, বিশেষ করে কোন এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস।'

হফারের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। 'যদি পাই?'

'একটা পেলে, আরও পাবে। তবে ছোঁবে না। ওগুলো সরাবার জন্যে আমরা

একটা আন্ডারওয়াটার ডিমলিশন টীমের ব্যবস্থা করব।'
'আমরা রিপোর্ট করব কাকে?'
'জাহাজের ক্যাপটেনকে। ওই পর্যায়ে দায়িত্বটা তাঁর।'
'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা খুশি, মিস্টার রানা।'
'আমিও।' সোনালি চুল ঝাঁকিয়ে হাসল মিলিন্ডা।
'গুডলাক,' রানা আন্তরিক সুরে বলল। 'তোমরা কিছু না পেলে সবাই আমরা খুশি হব।' ও গ্যাঙওয়ের কাছে ফেরার আগেই স্ত্রীকে নিয়ে পানিতে নেমে গেছে হফার, ডুব সাঁতার দিয়ে এমারেল্ড মার্লিনের খোলের তলায় পৌঁছাবে।
বোটের ফার্স্ট অফিসার জনসন তৃষাকে পথ দেখিয়ে বিলাসবহুল একটা সোলেয়ারিয়াম-এর ভেতর দিয়ে নিয়ে এসে কাঁচ মোড়া এলিভেটরে তুলল, তারপর মান্টা ডেক সংলগ্ন আরামদায়ক স্টেট রুমে পৌঁছে দিল। এরপর রানা ও মুরল্যান্ডকে নিয়ে প্যাসেঞ্জার ডেকের নিচে ক্রুদের কোয়ার্টারে নেমে এসে ছোট একটা কেবিন দেখাল।
'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যাপটেন অগাস্টাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি,' তাকে বলল রানা।
'ক্যাপটেন এখন থেকে ঠিক আধ ঘণ্টা পর আপনাদের জন্যে অফিসার্স ডাইনিং রুমে অপেক্ষা করবেন, আপনাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করার জন্যে।' হাসল ফার্স্ট অফিসার জনসন। 'ব্রেকফাস্টে বোটের সব অফিসার উপস্থিত থাকবেন, আরও থাকবে বোটবিল্ডারদের তরফ থেকে ইন্সপেকশনের জন্যে পাঠানো একটা টীম। ওঁরা কাল রাতে পৌঁছেছেন।'
'মিস তৃষাকে ডাকা হলে আমি খুশি হব,' বলল রানা, গলার সুরে ইচ্ছে করে একটু গাম্ভীর্য ফোটাল।
জনসন অস্বস্তিতে পড়ে গেল, তবে দ্রুত সামলে নিল নিজেকে। 'ক্যাপটেন অগাস্টাসকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখছি মীটিঙে উনি ভদ্রমহিলাকে আমন্ত্রণ জানাতে চান কিনা।'
'ওঁর বাবার ডিজাইন ছাড়া আপনাদের এই বোটের অস্তিত্বই যেখানে সম্ভব ছিল না,' মাঝখান থেকে একটু তীক্ষ্ণ সুরে বলল মুরল্যান্ড, 'সেখানে ব্রেকফাস্টে ওকে আমন্ত্রণ না করাটা কেমন দেখায় আপনিই বলুন?'
'আমি জানি, ক্যাপটেন সম্মতি দেবেন,' দ্রুত বলল জনসন, কেবিন থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল।
অপরিসর ক্লজিটসদৃশ কেবিনটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে মুখ বাঁকাল মুরল্যান্ড। 'যেন মনে হচ্ছে আমরা আসায় ওরা খুশি হতে পারেনি।'
'খুশি হোক বা না হোক,' রানা জবাব দিল, 'এসেই যখন পড়েছি, বোট আর প্যাসেঞ্জারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে আমাদের।' নিজের ডাফল ব্যাগ থেকে হাত বের করে বন্ধুর দিকে একটা পোর্টেবল রেডিও বাড়িয়ে দিল। 'তুমি কিছু পেলে আমাকে জানাবে। আমিও তাই করব।'
'কোত্থেকে শুরু করব আমরা?'
'সমস্ত ক্রু আর প্যাসেঞ্জার সহ এই ভেসেলকে তুমি যদি পানির তলায় ডুবিয়ে

দিতে চাও, তোমার পদ্ধতিটা কি হবে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।
কয়েক মুহূর্ত চিন্তিত দেখাল মুরল্যান্ডকে। 'আমি যদি ওয়াটার লিলিতে আগুন লাগিয়ে ধরা না পড়তাম তাহলে হয়তো আবার ওই আগুনটাকেই অস্ত্র হিসেবে বেছে নিতাম। কিন্তু যদি ঝামেলা ও বিশৃংখলা এড়িয়ে এটাকে সাগর তলে পৌঁছে দিতে চাই, তাহলে হয় খোল নয়তো ব্যালাস্ট ট্যাংক উড়িয়ে দেব।'
'ঠিক আমি যা ভাবছি। তাহলে ওই সিনারিয়ো ধরে কাজ শুরু করে দাও, খুঁজে দেখো বোটের কোথাও বিস্ফোরক পাও কিনা।'
'আর তুমি? তুমি কি খুঁজবে?'
রানা হাসল, তবে তাতে হাস্যরসের ছিটেফোঁটাও নেই। 'আমি সেই লোকটাকে খুঁজতে যাব, যে ফিউজে আগুন ধরিয়ে ওই বিস্ফোরক ফাটাবে।'

রানা যদি ভেবে থাকে এমারেল্ড মার্লিনের ক্যাপটেন স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন, তাহলে ভুল করবে। ক্যাপটেন জিম অগাস্টাস এমন একজন মানুষ যিনি সোজা পথে হাঁটেন, এবং কখনোই নিজের পথ ছেড়ে সরে যান না। কড়া নিয়ম-শৃংখলার ভেতর জাহাজ চালান ভদ্রলোক, চান না বহিরাগত কেউ এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত রুটিনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করুক।
যখন যে শিপে থাকেন তখন সেটাই অকৃতদার জিম অগাস্টাসের বাড়ি। তাঁর মুখ গম্ভীর ও লাল একটা মুখোশ, কখনোই সেখানে হাসি ফোটে না। ভারী পাতার ভাঁজে বাদামী চোখ জোড়া সত্যি একটা দুঃসংবাদ–কোন ক্রুটি, অসামঞ্জস্য, বিশৃংখলা যত সামান্যই হোক ঠিক ধরা পড়ে যাবে। শুধু বাহারি একরাশ সোনালি কেশর ভদ্রলোকের চেহারায় আভিজাত্য ও কর্তৃত্বের ভাব ধরে রাখতে পেরেছে। কাঁধ দুটো প্রায় মুরল্যান্ডের সমানই চওড়া, তবে তার তুলনায় কোমর ইঞ্চি দশেক বেশি ভারী। এই মুহূর্তে অফিসার্স ডাইনিং রুমে বসে আঙুল দিয়ে টেবিলে ড্রাম বাজাচ্ছেন তিনি, রানার দিকে তাকিয়ে থাকা চোখে পলক পড়ছে না।
পলক রানার চোখেও পড়ছে না, কারণ এরকম দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেই ও অভ্যস্ত।
'আপনি বলছেন আমার এই জাহাজ বিপদের মধ্যে রয়েছে?'
'বলছি,' রানার জবাব।
'ননসেন্স।' মুখের ওপর স্পষ্ট বলে দিলেন, চেয়ারের হাতল ধরা হাতের গিঁট সাদা হয়ে গেছে। 'আমাদের একটা লাইনার ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে, এ আমি মানি না। আমার এই বোট ততটাই নিরাপদ, যতটা হওয়া সম্ভব। আমি নিজে এটার প্রতিটি ইঞ্চি দেখেছি। আরে, এটার জন্মই হয়েছে আমার চোখের সামনে। তৈরি করার সময় আমি ছিলাম সুপারভাইজারদের একজন।' টেবিলের চারধারে বসা রানা, মুরল্যান্ড ও কাল রাতে কোম্পানির শিপবিল্ডিং সেকশন থেকে আসা ইন্সপেকশন-টীমের চারজন লোকের দিকে একবার করে তাকালেন। 'আপনাদের যা করার আপনারা তা করুন। কিন্তু আমি সংশ্লিষ্ট সবাইকে সাবধান করে দিয়ে বলছি, বোট চলার সময় আমাদের অপারেশনে আপনারা কেউ নাক গলাতে আসবেন না। সেক্ষেত্রে

পরবর্তী পোর্টে আপনাদেরকে আমি নামিয়ে দিতে বাধ্য হব। সেজন্যে ম্যানেজমেন্ট আমাকে যতই তিরস্কার করুক, আমি কিছু মনে করব না।'

পল কেমপ্রেসো, ইন্সপেকশন টীমের প্রধান, অন্তত হাবভাব ও চেহারায় ক্যাপটেন অগাস্টাসের মতই আরেকটা বাঘ, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক হাসি ঝুলিয়ে বলল, 'অন্তত আমাদের তরফ থেকে আপনাকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি—নাক গলানো হবে না। তবে আমরা আশা করব সেফটি সিস্টেমে কোন সমস্যা দেখা দিলে সেটা ঠিক করবার জন্যে আপনি সহযোগিতা করবেন।'

'যেখানে খুশি তল্লাশী চালান,' বিড়বিড় করলেন অগাস্টাস। 'আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি এই বোটকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে পারে এমন কিছু আপনারা পাবেন না। আমি বোট ছাড়ার নির্দেশ দিচ্ছি।'

এবার রানার পালা। 'একটু অপেক্ষা করতে হবে, মিস্টার অগাস্টাস। দু'জন ডাইভার বোটের লোয়ার হাল পরীক্ষা করতে গেছে। ওরা ফিরে আসুক, তারপর বোট ছাড়বেন।'

'আমি অপেক্ষা করার কোন কারণ দেখছি না!' প্রায় খেঁকিয়ে উঠলেন অগাস্টাস।

রানা যেন তাঁর মেজাজ সম্পর্কে সচেতন নয়, আগের সেই শান্ত ও ভারী গলায় বলল, 'খোলের সঙ্গে ফরেন অবজেক্ট সেঁটে থাকার সম্ভাবনা আছে।'

'এটা বাস্তব জীবন, মিস্টার রানা,' নির্লিপ্ত সুরে বললেন ক্যাপটেন। 'কোন ফ্যানটাসি ফিল্ম নয়।'

এরপর সম্ভবত প্রায় আধ মিনিট কেউ কোন কথা বলল না। ডাইনিং রূমে নিস্তব্ধতা ঠাণ্ডা বরফের মত জমাট বেঁধে থাকল। তারপর দেখা গেল চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। দুই হাত সামনে বাড়াল ও, টেবিলের ওপর ভর দিয়ে ক্যাপটেনের দিকে ঝুঁকল, ঠোঁটের কোণে মেরুপ্রদেশের হিম হাসির আভাস, চোখের দৃষ্টি জিম অগাস্টাসের মণি ভেদ করছে।

এ সংকেতগুলো মুরল্যান্ডের চেনা। এইবার শুরু হবে। ভাই রানা, পুলকিত মুরল্যান্ড ভাবল, কাঠগোঁয়ারটাকে ভালমত একটা সবক শিখিয়ে দাও।

'বোঝা গেল, এই বোট কি ধরনের বিপদের মধ্যে আছে সে-সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই,' বলল রানা; গম্ভীর সুর, তবে বলার ভঙ্গিতে উত্তেজনার ছিটেফোঁটাও নেই। 'এই টেবিলে আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে নিজের চোখে দেখেছি আগুনটা ওয়াটার লিলিকে নিয়ে কি ভয়ংকর খেলাটা খেলেছে। পুরুষ, মহিলা, শিশু শ'য়ে শ'য়ে চোখের সামনে মরে গেল—কেউ কেউ জ্যান্ত পুড়ে। আমরা উদ্ধার করার আগেই ডুবে গেল, স্রোতের টানে ভেসে গেল আরও কয়েকশো মানুষ। সাগরের তলায় এমন জাহাজের ছড়াছড়ি, যেগুলোর ক্যাপটেন মনে করত তাদের কোন বিপদ হবে না। টাইটানিক, লুসিটানিয়া, মোরো ক্যাসল—এগুলোর ক্যাপটেনও বিপদসংকেত গুরুত্বের সঙ্গে নেননি, আর সেজন্যে তাঁদেরকে চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। বিপদটা যখন আসবে, ক্যাপটেন অগাস্টাস, আপনি বা আপনার ক্রুরা রিয়্যাক্ট করার সময় পর্যন্ত পাবেন না। এবং বিপদটা যে সত্যি আসবে, এ-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।

'সেটা শুধু যে দ্রুত আসবে তা নয়, এমন একটা দিক থেকে আসবে যে আপনি তা কল্পনাও করেননি। তখন কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে, সাবধান হবার সময় পাবেন না। যে তুলনাহীন বোটের ক্যাপটেন হতে পেরে আপনি এত গর্বিত, সেটার সমস্ত প্যাসেঞ্জার ও ক্রু মারা যাবে। আর সেজন্যে দায়ী হবেন একা আপনি।'

রানা থামল শিরদাঁড়া খাড়া করার জন্যে। 'যারা আপনার এই বোট ধ্বংস করতে চায় তারা নির্ঘাত এরইমধ্যে এখানে পৌঁছে গেছে—অভিনয় করছে আপনার অফিসার, ক্রু অথবা প্যাসেঞ্জার হিসেবে। ছবিটা এখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন, মিস্টার অগাস্টাস? নাকি আপনি জন্মান্ধ?'

অদ্ভুত বললেও কম বলা হয়, ক্যাপটেন অগাস্টাস এতটুকু রাগলেন না। মনে হলো এখানে, এমারেল্ড মার্লিনের অফিসার্স ডাইনিং রূমে তিনি নেই, অন্য কোন জগতে বিচরণ করছেন। তারপর বিড়বিড় করে বললেন, 'নিজের ধারণা প্রকাশ করায় আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। আপনার কথা আমি বিবেচনার মধ্যে রাখব।' তারপরই চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোলেন। 'সবাইকে ধন্যবাদ। আমরা এখন থেকে ঠিক সাঁইত্রিশ মিনিট পর যাত্রা শুরু করব।'

ক্যাপটেনের পিছু নিয়ে আর সবাই রূম ছেড়ে চলে গেলেও রানা, মুরল্যান্ড আর পল কেমপ্রেসো চেয়ার ছেড়ে নড়ল না।

নিস্তব্ধতা ভাঙল মুরল্যান্ড। তার আগে চেয়ারে হেলান দিয়ে কনফারেন্স টেবিলের ওপর পা দুটো তুলে একটার ওপর একটা রাখল সে। 'আমরা এখন থেকে ঠিক সাঁইত্রিশ মিনিট পর যাত্রা শুরু করব,' ক্যাপটেনের কথা ও সুর নকল করে ব্যঙ্গ করল ক্যাপটেন অগাস্টাসকে। 'নিজের কথায় রাজা, তাই না?'

'ওই লোক মনুষ্যবিষ্ঠা আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি,' মন্তব্য করল কেমপ্রেসো।

ইন্সপেকশন টীমের এই লীডারকে দেখেই ভাল লেগেছে রানার। 'দেখলেন তো, ক্যাপটেন আমাদের বক্তব্য সিরিয়াসলি নিলেন না। আশা করি ওই একই ভুল আপনিও করবেন না।'

শব্দ নেই, তবে সবগুলো দাঁত বেরিয়ে পড়ল কেমপ্রেসোর। 'আপনার কথা সত্যি বলে ধরে নিলে আমাদের আয়ু বাড়বে, এটুকু বোঝার ক্ষমতা আমার আছে, মিস্টার রানা। আর যেখানেই হোক, মিলিওনেয়ার-বিলিওনেয়ারদের জন্যে তৈরি করা এই বোটে আমি মরতে চাই না।'

'আমার যেন সন্দেহ হচ্ছে এমারেল্ড মার্লিনকে আপনি খুব একটা পছন্দ করেন না,' বলল রানা; কৌতুক ও কৌতূহল দুটোই অনুভব করছে।

'আপনি জানেন না?' কেমপ্রেসোর মুখের হাসি নিভে গেল। 'কোম্পানি তো কথা রাখেনি! ডক্টর সিরাজুল ইসলাম লং লেলাং কোম্পানিকে বিনামূল্যে তাঁর আবিষ্কৃত এঞ্জিনের ডিজাইন ও ফুয়েলের ফর্মুলা দান করেছিলেন বিশেষ একটা শর্তে—বিশাল আকারের জাহাজ তৈরি করতে হবে, গরিব দেশগুলো যাতে অবিশ্বাস্য কম ভাড়ায় কার্গো আনা-নেয়া করতে পারে, সাধারণ মানুষও যাতে নামমাত্র খরচায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পায়। কিন্তু কোম্পানি লোভ সামলাতে না পেরে প্রথমে ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিন

বানাল। ভালমানুষ ডক্টর ইসলামকে এ-কথা বলে বুঝ দেয়া হলো—এই দুই ক্রুজ লাইনার থেকে যা লাভ হবে, সেই লাভের টাকা বিনিয়োগ করা হবে জনহিতকর পরিবহন খাতে।'

কথা না বলে রানা ও মুরল্যান্ড দৃষ্টি বিনিময় করল।

'যতই সাকসেসফুল সী ট্রায়াল সম্পন্ন করুক,' আবার বলল কেমপ্রেসো, 'এই বোট ডুব দিয়ে আর কোনদিন সারফেসে না উঠলে আমি একটুও অবাক হব না।'

'আপনার এই কথাটা শুনতে আমার ভাল লাগল না,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে বলল মুরল্যান্ড। 'বিশেষ করে আপনি যেখানে শিপ কনস্ট্রাকশন-এ একজন এক্সপার্ট।'

'এক্সপার্ট বলেই তো জানি, এঞ্জিনিয়ারিং সিস্টেমের পিছনে যে টাকা খরচ করা হয়েছে তারচেয়ে একশো গুণ বেশি খরচ করা হয়েছে অলঙ্করণ, আসবাব, সাজসজ্জা ইত্যাদির পিছনে।'

বুকে হাত বাঁধল রানা। 'আমি বিপদটা নিয়ে আলাপ করতে চাই,' বলল ও। 'যন্ত্র নয়, আমার উদ্বেগ মন্দ লোকের হাত।'

চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল কেমপ্রেসো। 'আপনি জানেন এই টাবকে ডোবাবার জন্যে মন্দ একজন লোক কত জায়গায় বিস্ফোরক বসাতে পারে?'

'বোট যখন পানির গভীরে থাকবে, হালের যে-কোন জায়গায় একটা ফাটল ধরাতে পারলেই তার উদ্দেশ্য সফল হবে।'

'হ্যাঁ, আর যদি ব্যালাস্ট ট্যাংক ফাটিয়ে দিতে পারে।'

'বোটের প্ল্যান আর স্পেসিফিকেশন এখনও আমি স্টাডি করার সময় পাইনি, কাল রাতে একবার শুধু চোখ বুলিয়েছি,' বলল রানা। 'তবে এই জাহাজে আন্ডারওয়াটার ইভ্যাকিউয়েশন সিস্টেম নিশ্চয়ই আছে।'

'আছে বৈকি,' জবাব দিল কেমপ্রেসো। 'খুব উন্নতমানের সিস্টেম। লাইফবোটের বদলে প্যাসেঞ্জাররা তাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রাখা পড-এ ঢুকবে। একেকটা পড়ে পঞ্চাশজন ঢুকতে পারবে। সবাই ঢোকার পর এন্ট্রি ডোর লাগিয়ে সীল করে দেয়া হবে। একই সঙ্গে খুলে যাবে আউটার ডোর, বাতাসের একটা শক্তিশালী প্রবাহ তাক করা হবে ইজেক্টিং সিস্টেমে, পড বোট থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে, তারপর ভেসে উঠবে সারফেসে। আমার কথায় বিশ্বাস রাখতে পারেন, এই সিস্টেম সত্যি ভাল।'

'বেশ, ভাল। এখন বলুন, এই ইভ্যাকিউয়েশন সিস্টেম অচল করে দিতে হলে কি করতে হবে আপনাকে?'

'চিন্তাটা শুভ নয়।'

'সমস্ত মন্দ দিক আমাদের বিবেচনায় রাখা উচিত হবে।'

কেমপ্রেসো মাথা চুলকাচ্ছে। 'আমি এমন কিছু করব যাতে এয়ার-ইজেকশন কাজ করবে না।'

'আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব আপনারা যদি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চেক করে দেখেন ওই সিস্টেমে কেউ কিছু করে রেখেছে কিনা,' বলল রানা।

রানার দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে থাকল কেমপ্রেসো। 'যেখানে আমার

নিজের জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে, চেক করায় কোন গাফলতি পাবেন না।'

নিজের হাতের আঙুল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে মুরল্যান্ড, চোখ না তুলেই বলল, 'জাজ্বল্যমান সত্যি কথাগুলো মুখ ফুটে উচ্চারণ করতে হয় না।'

বোলার্ড থেকে মুরিং রশি খুলে দিল ডক ক্রুরা, উইঞ্চের সাহায্যে বোটে গুটিয়ে নেয়া হলো সেগুলো। এর কয়েক সেকেন্ড পরই স্টারবোর্ড থ্রাস্টার সচল হতে আড়াআড়ি ভঙ্গিতে ডক থেকে সরে যেতে শুরু করল বোট। প্রথম আন্ডারওয়াটার ক্রুজ বোটের প্রথম শুভযাত্রা চাক্ষুষ করতে এক হাজারের কিছু বেশি লোক ভিড় করেছে ডক এরিয়ায়। একটা রিভিউইং স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে ফ্লোরিডার গভর্নর সহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও নামকরা লোকজন শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করলেন। তাদের দু'একজন উল্লেখ করলেন, ডক্টর ইসলাম সত্যিই মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। ফ্লোরিডা ইউনিভার্সিটির একদল বাঙালী ছাত্র-ছাত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত গাইল, তাদের সবার গায়ে বাংলাদেশের পতাকা দিয়ে তৈরি শার্ট বা শাড়ি। সত্যিকার অর্থে আবেগঘন একটা পরিবেশ তৈরি হলো, বিশেষ করে উপস্থিত প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে। রানা খেয়াল করল, তাদের অনেকেই নীরবে চোখ মুছছে। দেখা গেল, ওর পাশে দাঁড়ানো তৃষার চোখ দুটোও ছলছল করছে।

চারদিকে কোথাও রানা ডাইভার দু'জনকে দেখতে পাচ্ছে না। ব্রিজে যোগদান করে ক্যাপটেন অগাস্টাসের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল ও, লাইনে তিনি আসেননি। অত্যন্ত অস্থির ও উদ্বেগ বোধ করছে রানা, কিন্তু বোটের যাত্রা বন্ধ করার কোন উপায় ওর জানা নেই।

বোট এখনও চ্যানেলে রয়েছে, ফ্লোরিডাকে পিছনে ফেলে নীল-সবুজাভ খোলা সাগরে গিয়ে পড়বে, তবে গতি এখনও খুব মন্থর। সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে থিয়েটারে আসন গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, ওখানে বোটের ফার্স্ট অফিসার জ্যাসন জনসন সাবমেরিন ক্রুজ বোটের অপারেশন সম্পর্কে একটা ধারণা দেবে, সেই সঙ্গে ব্যাখ্যা কারবে ইভ্যাকিউয়েশন সিস্টেম।

থিয়েটারের সামনের অংশে; এক প্রান্তে বসেছে তৃষা; রানা বসেছে পিছন দিকটায়, আরেক প্রান্তে। সব মিলিয়ে বোটে ছয়টা কালো পরিবার উঠেছে, কিন্তু পুরুষদের কারও সঙ্গেই কাকাস জাভালার চেহারার কোন মিল নেই।

ফার্স্ট অফিসারের লেকচার শেষ হওয়া মাত্র একসঙ্গে কয়েকটা ঘণ্টা বেজে উঠল, প্যাসেঞ্জারদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাদের ইভ্যাকিউয়েশন পড স্টেশনে।

মুরল্যান্ড কাজ করছে ইন্সপেকশন টীমের সঙ্গে। এক্সপ্লোসিভ খুঁজছে ওরা, পরীক্ষা করছে কোনও ইকুইপমেন্টের ক্ষতি করা হয়েছে কিনা।

তৃষা রয়েছে রানার সঙ্গে। ওরা পারসার-এর কাছ থেকে তালিকা নিয়ে মিলিয়ে দেখে নিচ্ছে কোন্ স্টেট রুমে কে উঠেছে, তাদের নাম কি, বয়স কত, পেশা কি ইত্যাদি।

তল্লাশীর কাজ খুব ধীরে এগোচ্ছে। লাঞ্চের সময় দেখা গেল মাত্র অর্ধেক প্যাসেঞ্জার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি অর্ধেক প্যাসেঞ্জার আর

ক্রুদের সম্পর্কে এখনও ওরা অন্ধকারে।

'আমার বারবার খালি মনে হচ্ছে,' ক্লান্ত তৃষা বিড়বিড় করে বলল, 'সে বোটে আছে।'

'হয় ছদ্মবেশ নিয়ে ক্রু বা প্যাসেঞ্জার হিসেবে, নয়তো,' বলল রানা, 'বিনা টিকিটে উঠে লুকিয়ে আছে কোথাও।' এক গাদা ফটো পরীক্ষা করছে রানা, প্যাসেঞ্জাররা বোটে ওঠার সময় ক্যামেরাম্যানরা তুলেছে। একটা ছবি আলোর সামনে তুলল ও, প্যাসেঞ্জারের চেহারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর ফটোটা ধরিয়ে দিল তৃষার হাতে। 'দেখুন তো, পরিচিত লাগছে?'

ছবিটা বেশ সময় নিয়ে দেখল তৃষা। উল্টোপিঠে লেখা লোকটার নামও পড়ল। তারপর হাসল সে। 'মিল অবশ্যই আছে। তবে একমাত্র সমস্যা হলো, এই জন সিমন একজন শ্বেতাঙ্গ।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ, জানি। চলুন, ড্রইংবোর্ডে ফেরা যাক।'

বিকেল চারটের দিকে স্পীকারের মাধ্যমে গোটা বোটে একটা গান প্রচার করা হলো–'বাই দা সী, বাই দা বিউটিফুল সী।' এ হলো বোটের পানিতে ডুব দেয়ার সংকেত। প্যাসেঞ্জাররা সবাই ছুটল ভিউইংপোর্টের সামনে চেয়ার পাবার জন্যে। ধীরে ধীরে সারফেসের নিচে নেমে আসার সময় বোট একটুও কাঁপল না, গতিও যেমন ছিল তেমনি থাকল। রাশি রাশি বুদ্বুদ তুলে বোট নামতে শুরু করায় সাগরকে মনে হলো উঠে আসছে। উজ্জ্বল আলো ও আকাশ গভীর নীল তরলে পরিণত হতে বুদ্বুদগুলো দ্রুত হারিয়ে গেল।

ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিন কোন শব্দ করে না, কোনরকম ঝাঁকি বা কম্পনও সৃষ্টি করে না; ফলে গতি বা বেগ বা নড়াচড়া সম্পর্কে কারও কোন অনুভূতি নেই। এয়ার রিজেনারেটরগুলো একদিকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করছে, আরেক দিকে ফুসফুসে গ্রহণযোগ্য বোটের বাতাস বিশুদ্ধ ও তাজা করে দিচ্ছে।

যদিও প্রথম দিকে দেখার তেমন কিছু নেই, তারপরও প্যাসেঞ্জাররা নিজেদের পরিচিত পরিবেশের বাইরের সম্পূর্ণ অন্যরকম একটা জগতের দিকে মগ্ন হয়ে তাকিয়ে থাকল। একটু পরেই দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল মাছ, নিজেদের রাজ্যে বিশাল ভেসেলটাকে অনুপ্রবেশ করতে দেখেও তেমন আগ্রহী নয়। ভিউ পোর্টের সামনে দিয়ে উজ্জ্বল হলুদ, বেগুনি আর লাল মাছের ঝাঁক ছুটে যাচ্ছে, প্রতিটি রঙ যেন আলো হয়ে জ্বলছে ওগুলোর গায়ে। লোনাজলের বাসিন্দারা মিষ্টি পানির লেক বা নদীর বাসিন্দাদের চেয়ে অনেক বেশি চোখ-ধাঁধানো। সাব আরও নিচে নামতে ওপর দিকে হারিয়ে গেল মাছের ঝাঁক।

ব্যারাকুডার একটা দল, তাদের লম্বা পিচ্ছিল শরীর এত চকচকে যেন রূপোর পাত দিয়ে মোড়া, অলসভঙ্গিতে বোটের পাশাপাশি সাঁতরাচ্ছে, কালো চোখ খাবার খুঁজছে, নিচের ঠোঁট সামনের দিকে বাড়ানো। ওদের সাঁতার কাটার ভঙ্গিটা সাবলীল ও অনায়াস, বোটের পাশে থাকতে কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। তারপর, চোখের পলক পড়া মাত্র, গোটা দল একই সঙ্গে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বোটের পোর্ট সাইডের প্যাসেঞ্জারদের ভাগ্যে জুটল প্রকাণ্ড একটা সানফিশ,

মাঝে মধ্যে এটাকে মোলা মোলা নামেও ডাকা হয়। সাদা ও কমলা রঙের মসৃণ গোলাকার শরীর, দশ ফুট লম্বা, প্রায় ওই রকমই উঁচু, ওজন দুই টনের কাছাকাছি। উঁচু ডরসাল ও এইনাল ফিন বিশিষ্ট এ এক অদ্ভুত দর্শন মাছ, শরীরটা দেখে মনে হবে দৈর্ঘ্যে বাড়তে ভুলে গেছে। বিশাল লেজটা ঠিক মাথার পিছন থেকে বেরিয়ে আছে। অতল গভীরতায় সুবোধ এক দৈত্য, সানফিশ একটু পরেই অদৃশ্য হয়ে গেল বোটের পিছনে।

ক্রুজ লাইনের তরফ থেকে মেরিন বায়োলজিস্ট রাখা হয়েছে বোটে, কোনও মাছ দেখামাত্র সেটার পরিচয়, চরিত্র, স্বভাব ও অভিবাসন ছক ব্যাখ্যা করছে তারা। সানফিশের পর এল একজোড়া ছোট হ্যামারহেড শার্ক, দুটোর একটাও লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশি নয়। দর্শকরা অবাক হয়ে ভাবল একটা মাছের মাথার সামনে কিভাবে এত বড় একটা হাতুড়ি তৈরি হয়, যেটার শেষ মাথায় আবার বসানো রয়েছে অক্ষিগোলক! শার্ক দুটো খুব কৌতূহলী, ভিউ পোর্টের পাশে সাঁতরাচ্ছে, এক চোখে তাকিয়ে আছে অদ্ভুতদর্শন এমারেল্ড মার্লিনের দিকে। বাকি মাছগুলোর মত এরাও একসময় দৈত্যাকার অনুপ্রবেশকারীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলল, চোখ জুড়ানো একটা ছন্দে লেজ ঝাঁকিয়ে পিচ্ছিল শরীর নিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

ডিজিটাল মিটারে সাবমেরিনের গভীরতা পড়া যায়, প্রতিটি ভিউ পোর্টের পাশে একটা করে বসানো আছে। তা সত্ত্বেও ফার্স্ট অফিসার জনসন স্পীকার সিস্টেমে ঘোষণা করলেন যে এই মুহূর্তে সারফেস থেকে ছয়শো ফুট নিচে রয়েছে তারা, এবং বোট সাগরের তলায় পৌঁছাতে যাচ্ছে। প্যাসেঞ্জাররা একযোগে ভিউ পোর্টের দিকে ঝুঁকে পড়ল, নিচের দিকে তাকাতে দেখতে পেল ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হচ্ছে সাগরের মেঝে; তারপর বোটের নিচে বিস্তৃত হচ্ছে–এমন একটা ভূতল, যেটা সমুদ্র উঠে আসার আগে প্রবালদ্বীপ ছিল, এখন ঢাকা পড়ে আছে প্রাচীন শেল, পলি আর এবড়োখেবড়ো লাভা পাথরে, তার ওপর ছড়িয়ে আছে নানা-বিচিত্র সামুদ্রিক প্রাণ। এই গভীরতায় উজ্জ্বল রঙ হারিয়ে যাবার কারণে সাগরতল ধূসর-সবুজাভ একটা চেহারা পেয়েছে।

সামনের গম্বুজ যেটা ব্রিজ আর কন্ট্রোল রুম হিসেবে কাজ করে, সেখানে দাঁড়িয়ে ক্যাপটেন অগাস্টাস সমুদ্রের মেঝে থেকে পঞ্চাশ ফুট ওপরে রেখে এমারেল্ড মার্লিনকে সাবধানে গাইড করছেন; তাঁর সতর্ক চোখ সারাক্ষণ খুঁজে বেড়াচ্ছে নিচে, সামনে বা দু'পাশে অপ্রত্যাশিত কোন পরিবর্তন দেখা যায় কিনা। রেডার আর সাইড-স্ক্যান সোনার আধ মাইল সামনের ও দু'পাশের মেঝের খবর জানাতে পারে, কাজেই কোর্স বদল করার জন্যে অপারেটররা যথেষ্ট সময় পাবে, অকস্মাৎ পাথর স্তূপের উত্থান দেখলে বোট নিয়ে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে আসতেও সমস্যা হবে না।

পরবর্তী দশ দিনের কোর্স চরম সতর্কতার সঙ্গে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাইভেট একটা ওশানাগ্র্যাফিক সার্ভে কোম্পানিকে দিয়ে চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী সাগরের মেঝে স্টাডি করার মাধ্যমে গভীরতা চিহ্নিত করা হয়েছে। [illegible] ডাটা ব্যবহার করে কমপিউটর একটা নিরাপদ কোর্স তৈরি করেছে, এই মুহূর্তে

সেটাই অনুসরণ করছে ক্যাপটেন অগাস্টাস।

সাগরের মেঝে হঠাৎ নেমে গেল। বোট গভীর একটা ট্রেঞ্চের ওপর চলে এসেছে। এই ট্রেঞ্চের গভীরতা তিন হাজার ফুট–এমারেল্ড মার্লিনের খোলের জন্যে যে সীমা বোট আর্কিটেক্টরা বরাদ্দ করেছে তারচেয়ে দু'হাজার ফুট বেশি। হেলম্-এর দায়িত্ব থার্ড অফিসারের হাতে তুলে দিলেন ক্যাপটেন অগাস্টাস, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন কমিউনিকেশন অফিসার এগিয়ে আসছে, হাতে একটা মেসেজ।

কাগজটা নিয়ে পড়লেন ক্যাপটেন, চোখ-মুখে প্রশ্নবোধক একটা ভাব ফুটল। 'মিস্টার রানাকে খুঁজে বের করো,' একজন সী ম্যানকে নির্দেশ দিলেন তিনি। 'বলবে আমি তাঁকে ব্রিজে আসার অনুরোধ জানিয়েছি।'

পানির তলার দৃশ্য দেখার আনন্দ থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে তৃষা ও রানা এখনও পারলার-এর অফিসে বসে মনোযোগ দিয়ে কাজ করছে। কেউ বাদ পড়ছে না, ক্রুদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত রেকর্ড খুঁটিয়ে পড়ছে ওরা। খবর পেয়ে তৃষাকে ওখানে রেখে রানা একা উঠে এল ব্রিজে। ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতে ওর দিকে ঝট করে মেসেজটা বাড়িয়ে ধরলেন অগাস্টাস। 'এ থেকে আপনি কি বোঝেন?'

মেসেজটা ইংরেজিতে লেখা, রানা জোরেই পড়ল। বাংলা করলে এরকম হবে, 'আপনার বোটের তলা পরীক্ষা করার জন্যে যে ডাইভারদের নিয়োগ করা হয়েছিল তাদেরকে চ্যানেল সারফেসের নিচে ডক পাইলিং-এর সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া গেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে অজ্ঞাত পরিচয় এক বা একাধিক লোক দু'জনকেই পিছন থেকে ছুরি মেরে খুন করেছে, ছুরির ফলা ভেদ করে গেছে তাদের হৃৎপিণ্ড। আপনার জবাবের অপেক্ষায়। ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট জনি ওয়াকার, ফোর্ট লডারডেল পুলিস ডিপার্টমেন্ট।'

অকস্মাৎ অপরাধবোধে আক্রান্ত হলো রানা, কারণ জানে নিজের অজ্ঞাতে ও-ই হফার আর মিলিন্ডাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। 'আমাদের ডেপথ্ কত?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'ডেপথ্?' চমকে উঠে পুনরাবৃত্তি করলেন অগাস্টাস। 'আমরা কন্টিনেন্টাল শেলফ্ পার হয়ে গভীর পানিতে চলে এসেছি।' জানালার ওপর বসানো ডেপথ্ গজের দিকে আঙুল তাক করলেন। 'নিজেই দেখুন। আমাদের কীল থেকে সাগরের তলা দু'হাজার চারশো ফুট নিচে।'

'এই মুহূর্তে ঘুরুন!' রানার কথায় তীক্ষ্ণ নির্দেশ। 'দেরি করলে সর্বনাশ ঠেকানো যাবে না, অগভীর পানিতে ফিরে চলুন।'

অগাস্টাস শক্ত পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন। 'আপনার এ কথার মানে?'

'ডাইভারদের খুন করা হয়েছে, কারণ এই বোটের খোলে আটকানো বিস্ফোরক পেয়েছিল তারা। আমি আপনাকে কোন অনুরোধ করছি না, ক্যাপটেন। এই বোটে যারা আছেন তাঁদের সবার প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে ঘুরুন, দেরি হবার আগেই অগভীর পানিতে ফিরে চলুন।'

'আর যদি না যাই?' অগাস্টাস চ্যালেঞ্জ করছেন রানাকে।

রানার চোখ যেন একজোড়া ব্ল্যাকহোলে পরিণত হলো, তীব্র আকর্ষণে ধরে

রেখেছে অনিচ্ছুক ক্যাপটেনের সমস্ত মনোযোগ। যখন মুখ খুলল, মনে হলো স্বয়ং শয়তান কথা বলছে। 'তাহলে, মানবতার নামে, এখানে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আপনাকে খুন করব আমি, তারপর বোটের কমান্ড নিজের হাতে তুলে নেব।'

ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেলেন ক্যাপটেন, কেউ যেন তাঁর গায়ে বল্লম গেঁথেছে। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত ধীরে ধীরে, ধাক্কাটা সামলে নিলেন তিনি, তাঁর ফরসা মুখে লালচে ঠোঁট প্রসারিত হলো টান টান হাসিতে। ঘুরে হেলমস্ম্যানের দিকে তাকালেন; সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বড় হতে হতে গাড়ির চাকার কাভারের আকৃতি পেয়েছে চোখ দুটো। 'বোট ঘোরাও, ফিরে চলো ফুল স্পীডে।' আবার ঘুরলেন। 'এখন আপনি সন্তুষ্ট, মিস্টার রানা?'

'আমার পরামর্শ হলো, ওয়ার্নিং সিগন্যাল দিয়ে প্যাসেঞ্জারদের ইভ্যাকিউয়েশন পড-এ পাঠাবার ব্যবস্থা করুন।'

মাথা ঝাঁকালেন অগাস্টাস। 'ধরে নিন পাঠিয়ে দিয়েছি।' তারপর ফার্স্ট অফিসার জনসনের দিকে ফিরে অর্ডার দিলেন, 'ব্লো দা ব্যালাস্ট ট্যাংকস। সারফেসে উঠতে পারলে স্পীড বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।'

'আসুন প্রার্থনা করি সময় মত যেন পৌঁছাতে পারি আমরা,' বলল রানা, উত্তেজনা একটু কমেছে।

পারসার-এর অফিসে বসে একমনে কাজ করছে তৃষা, ক্রুদের ব্যক্তিগত ফাইলের ভেতর কোন তথ্যগত ফাঁক বা কারচুপি করা হয়েছে কি না খুঁজে দেখছে, এই সময় অনুভব করল অফিসে সে একা নয়। মুখ তুলতেই দেখল, কোন রকম শব্দ না করে এক লোক ভেতরে ঢুকে পড়েছে। লোকটার পরনে গলফ শার্ট আর শর্টস। চেহারায় নিষ্ঠুরতার ছাপ, চোখে শয়তানি হাসি। লোকটাকে দেখামাত্র তৃষার মনে পড়ল, এই প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে রানার সঙ্গে তার একবার আলাপ হয়েছে। লোকটা কোন কথা বলছে না, শুধু হাসছে আর তাকিয়ে আছে। তার মুখটা ভাল করে দেখতে দেখতে আতংকে হিম হয়ে গেল তৃষা। 'আপনার নাম জন সিমন।'

'তুমি আমাকে চেনো?'

'না…ঠিক তা নয়–' তোতলাচ্ছে তৃষা।

'চেনা উচিত। ওয়াটার লিলিতে অল্প সময়ের জন্যে আমাদের দেখা হয়েছিল।'

গোটা ব্যাপারটা দুর্বোধ্য লাগছে তৃষার। ওয়াটার লিলির যে নিগ্রো অফিসার তাকে আর তার বাবাকে খুন করতে চেয়েছিল, সেই লোকের সঙ্গে এই জন সিমনের চেহারা অনেকটাই মিলছে, কিন্তু ওর সামনে দাঁড়ানো সিমন নিগ্রো নয়–শ্বেতাঙ্গ। 'এ সম্ভব নয়…'

'সম্ভব। এবং বাস্তব সত্য।' ক্রূর হাসি চওড়া হলো মুখে। 'তুমি দেখছি রহস্যে হাবুডুবু খাচ্ছ।' হাসতে হাসতেই প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করল সে। রুমালের এক কোণ জিভ দিয়ে ভিজিয়ে নিয়ে ভেজা অংশটা বাঁ হাতের কব্জিতে ঘষল। সাদা মেকআপ উঠে এল, বেরিয়ে পড়ল নিচের কফি-ব্রাউন ত্বক।

টলমলে একটা ভাব নিয়ে চেয়ার ছাড়ল তৃষা, তারপর চেষ্টা করল দরজার

দিকে দৌড় দিতে। কিন্তু লোকটা তাকে ধরে দেয়ালের সঙ্গে চেপে রাখল। 'আমার নাম কাকাস জাভালা। তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার হুকুম দেয়া হয়েছে আমাকে।'

'সঙ্গে করে...কোথায়?' কেঁদে-ককিয়ে জানতে চাইল তৃষা। জানে ঘটবে না, তারপরও আশা করছে রানা অথবা মুরল্যান্ড কেউ একজন এসে পড়বে।

'কোথায় মানে? বাড়িতে, আবার কোথায়।'

তৃষা এই উত্তরের কোন অর্থ খুঁজে পেল না। সে শুধু লোকটার চোখে ফুটে ওঠা শয়তানি ভাব, নিষ্ঠুরতা আর অশ্লীল দৃষ্টি সম্পর্কে সচেতন। তারপর অনুভব করল ভেজা একটা কাপড় চেপে ধরা হলো মুখে। তরল জিনিসটার গন্ধ মিষ্টি। তারপর পায়ের নিচে যেন কালো একটা গহ্বর তৈরি হলো, তার ভেতর পড়ে গেল সে।

দুই

ব্যাপারটা এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড় প্রতিযোগিতা। রানা নিঃসন্দেহ যে খোলের গায়ে অবশ্যই বিস্ফোরক ফিট করা হয়েছে। হফার ও মিলিন্ডা সেগুলো দেখতে পায়, কিন্তু ক্যাপটেন অগাস্টাসকে সাবধান করার আগেই তারা খুন হয়ে গেছে।

পোর্টেবল রেডিওতে মুরল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। 'তল্লাশী বন্ধ করে ইন্সপেক্টরদের ডেকে নিতে পারো। বিস্ফোরক জাহাজের ভেতরে রাখা হয়নি।'

'আচ্ছা!' বলে শুধু সাড়া দিল মুরল্যান্ড, তারপর এক ছুটে চলে এল ব্রিজে। 'কি জানো তুমি যা আমি জানি না?' জিজ্ঞেস করল সে, তার পিছু নিয়ে কেমপ্রেসোও ভেতরে ঢুকল।

'এইমাত্র খবর পেলাম ডাইভারদের খুন করা হয়েছে,' বলল রানা।

'এর মানে সর্বনাশটা যে-কোন মুহূর্তে ঘটবে!' মুরল্যান্ড ভয়ে নয়, রাগে কাঁপছে।

'এই ডাইভাররা বোটের তলায় তল্লাশী চালাচ্ছিল?' জানতে চাইল কেমপ্রেসো।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'দেখেশুনে মনে হচ্ছে, বিস্ফোরক ফাটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে আমাদের যখন গভীর পানিতে থাকার কথা।'

'এখন আমরা তাই রয়েছি,' শান্ত সুরে বলল মুরল্যান্ড, চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে ডেপথ্ মিটারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

ক্যাপটেনের দিকে তাকাল রানা, কন্ট্রোল কনসোলের সামনে হেলমস্‌ম্যানের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। 'অগভীর পানিতে ফিরতে কতক্ষণ লাগবে আর?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বিশ মিনিট লাগবে ট্রেঞ্চের কিনারা পার হয়ে কন্টিনেন্টাল শেলফে পৌঁছাতে,' জবাব দিলেন ক্যাপটেন। তাঁর বোট সত্যিকার বিপদে পড়েছে, এটা বিশ্বাস করার পর থেকে দরদর করে ঘামছেন তিনি। 'আরও দশ মিনিট পর সারফেসে উঠব আমরা, তখন অগভীর পানিতে পৌঁছাবার জন্যে স্পীড বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা যাবে।'

বোটের মেইন কনসোলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সীম্যান হঠাৎ গলা চড়িয়ে ডাকল, 'ক্যাপটেন, ইভ্যাকিউয়েশন পডগুলোয় কিছু একটা ঘটেছে।'

ক্যাপটেন ও কেমপ্রেসো দ্রুত এগিয়ে এসে কনসোলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। ষোলোটা ইভ্যাকিউয়েশন পড-এর প্রতিনিধিত্ব করছে ষোলোটা আলো। তার মধ্যে একটা মাত্র সবুজ হয়ে জ্বলছে, বাকি সবগুলো লাল।

'ওগুলো অ্যাকটিভেট করা হয়েছে!' ক্যাপটেন হাঁপিয়ে উঠলেন।

'অথচ এখনও কেউ ওগুলোয় ওঠেনি,' গম্ভীর গলায় জানাল কেমপ্রেসো। 'এর মানে হলো, বোট থেকে ক্রু ও প্যাসেঞ্জারদের আমরা বের করতে পারব না।'

খোল বিস্ফোরিত হলো, বোটের ভেতর পানি ঢুকল, সেই পানির ভার সাতশো প্যাসেঞ্জার ও ক্রু সহ বোটকে সাগরের গভীর তলায় নামিয়ে নিয়ে গেল—এই দৃশ্য এতই ভয়াবহ যে কল্পনা করাও কঠিন, অথচ আসলে এত বাস্তব যে উড়িয়ে দেয়াও সম্ভব নয়।

রানা জানে ইভ্যাকিউয়েশন পডগুলো যে-ই অ্যাকটিভেট করে থাকুক, সে সম্ভবত ওগুলোর একটা নিয়ে পালিয়েছে। এরমানে হলো, এখন থেকে প্রায় যে-কোন মুহূর্তে বিস্ফোরকগুলো ফাটতে পারে। হেঁটে রেডার স্ক্রীনের সামনে চলে এল সে, ওটার পাশেই রয়েছে সাইড-স্ক্যান সোনার ডিসপ্লে। কন্টিনেন্টাল ঢাল ওপরে উঠছে, তবে গতি অত্যন্ত ধীর। ওদের নিচে এখনও পানির গভীরতা এক হাজার ফুট। এমারেল্ড মার্লিন ওই গভীরতার পানির চাপ সহ্য করতে পারবে, সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে খোলটা। কিন্তু ওখান থেকে উদ্ধার পাবার আশা নেই বললেই চলে। সবার চোখ ডেপথ্ মিটারের দিকে স্থির হয়ে আছে, সবাই মনে মনে প্রতিটি সেকেন্ড গুণছে।

সাগরের মেঝে অসহ্য ধীরগতিতে ওপরে উঠছে। সারফেস ভেঙে মাথাচাড়া দিতে বোটের আর মাত্র একশো ফুট বাকি। কন্ট্রোলরুমে উপস্থিত সবার স্বস্তির নিঃশ্বাস একযোগে শোনা গেল এমারেল্ড মার্লিন কন্টিনেন্টাল শেলফ-এর কিনারা পার হয়ে আসতে, সেই সঙ্গে বোটের তলা থেকে সাগরের তলার দূরত্ব কমে এসে দাঁড়াল ছ'শো ফুটে। ভিউপোর্টের বাইরে পানি এখন আলোকিত, সূর্যের নিচে আলোড়িত সারফেস চকচক করছে।

'খোলের নিচে গভীরতা পাঁচশো পঞ্চাশ ফুট, আরও কমছে,' ঘোষণা করল ফার্স্ট অফিসার।

কথাগুলো মাত্র মুখ থেকে বেরিয়েছে, অসুস্থকর প্রচণ্ডতার সঙ্গে কেঁপে উঠল বোট। প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সময় পাওয়া গেল না, অবধারিত ধ্বংসযজ্ঞ এবং ব্যাপক প্রাণহানি নিয়ে কথা বলবার সুযোগও নেই। বোট মোচড় খাচ্ছে, নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বাইরে। আধুনিক প্রযুক্তির বিচারে অনেক এগিয়ে থাকা

এঞ্জিন-যেগুলোর আবিষ্কার ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের মহৎ কীর্তি হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছিল-বোটের তলায় বিস্ফোরণে সৃষ্ট ফাটল দিয়ে ক্ষুধার্ত সাগর ভেতরে ঢুকে পড়ায় থেমে গেল।

এমারেল্ড মার্লিন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, মৃদু স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে। ধীরে ধীরে, তবে ডুবে যাচ্ছে ঠিকই। বোটের ভেতর টন-কে-টন পানি ঢুকছে, যদিও কন্ট্রোল রুমের লোকজন এখনও জানে না ঠিক কোত্থেকে বা কত বড় ফাঁক দিয়ে। সারফেস এত কাছে, মনে হয় যেন হাতের ছড়ি দিয়ে নাগাল পাওয়া যাবে।

ক্যাপটেন অগাস্টাস নিজেকে কোন মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছেন না। তিনি জানেন তাঁর বোট ডুবে যাচ্ছে। 'এঞ্জিন রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে চীফকে ড্যামেজ সম্পর্কে একটা ধারণা দিতে বলো!' সেকেন্ড অফিসারকে নির্দেশ দিলেন তিনি।

জবাব এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। 'চীফ এঞ্জিনিয়ার রিপোর্ট করলেন, এঞ্জিন রুমে পানি ঢুকছে। ব্যাগেজ কমপার্টমেন্টেও পানি ঢুকছে, তবে খোল এখনও অক্ষত। পাম্পগুলো উনি ফুল ক্যাপাসিটিতে চালাচ্ছেন। তিনি আরও রিপোর্ট করলেন, সামনের দিকে বিস্ফোরণের ফলে ব্যালাস্ট ট্যাংক পাম্প সিস্টেমও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ট্যাংকগুলোয় পানি ঢুকছে ইগজস্ট টিউব দিয়ে। স্রোত বন্ধ করার সম্ভাব্য সব কিছু করছে ক্রুরা, কিন্তু পানি খুব দ্রুত ওপরে উঠছে, ওদেরকে সম্ভবত এঞ্জিন রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। দুঃখিত, সার, চীফ বলছেন-বোট নিউট্রাল বয়ান্সি হারাচ্ছে অথচ তাঁর কিছু করার নেই।'

'ওহ্, গড!' কন্ট্রোল কনসোলে দাঁড়িয়ে থাকা একজন তরুণ নাবিক বিড়বিড় করল। 'আমরা ডুবে যাচ্ছি!'

অগাস্টাস নির্দেশ দিলেন, 'চীফকে সব ক'টা ওয়াটারটাইট দরজা বন্ধ করে দিতে বলো। যতক্ষণ সম্ভব সবগুলো জেনারেটর চালাতে হবে।' এতক্ষণে রানার দিকে তাকালেন তিনি-রানা নিশ্চুপ, চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই-তারপর বললেন, 'এবার, মিস্টার রানা, আমাকে বোধহয় শুনতে হবে-"আমি আগেই বলেছিলাম", তাই না?'

রানার ভাবলেশহীন পাথুরে চেহারা থমথম করছে, শুধু চোখ দেখে বোঝা যায় মাথার ভেতর তুমুল একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে; বোট, প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের বাঁচাবার প্রতিটি সম্ভাবনা দ্রুত বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখছে ও। ওর এই ভাব ও আচরণের সঙ্গে মুরল্যান্ড পরিচিত। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ও। 'খুশি হতাম যদি আমার কথা না ফলত।'

'বটম কামিং আপ!' ফার্স্ট অফিসার জনসনের চোখ মুহূর্তের জন্যেও রেডার ও সাইড-ক্যান সোনার ডিসপ্লে থেকে সরেনি। কথাটা মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, সাগরের মেঝের সঙ্গে ধাক্কা খেলো এমারেল্ড মার্লিন। ধাতব গোঙানির কর্কশ শব্দ শোনা গেল। ঝাঁকি খেলো সবাই। নরম পলিতে ধীরে ধীরে স্থির হলো বোট। পানি ঘোলা হয়ে যাওয়ায় ভিউ পোর্টের বাইরে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

কি ঘটছে প্যাসেঞ্জারদের জানাবার জন্যে সার দিয়ে ক্লাসে বসিয়ে লেকচার দিতে হলো না, তারা নিজেরাই বুঝে নিল জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটা বাস্তবে

প্লাবিত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। তা সত্ত্বেও প্যাসেঞ্জার ডেকগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াটারটাইট থাকল আর ক্রুদের দেখে মনে হলো না তারা ভয় পেয়েছে, ততক্ষণ কেউ আতংকে দিশেহারাও হলো না। স্পীকার সিস্টেমে ক্যাপটেন অগাস্টাসের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বলছেন এমারেল্ড মার্লিন পাওয়ার হারালেও, পরিস্থিতি কিছুক্ষণের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে আসবে। এই আশ্বাসে অবশ্য সবাই আস্থা রাখতে পারল না, বিশেষ করে যে-সব প্যাসেঞ্জার ও ক্রু দেখল যে প্রায় সবগুলো পড চেম্বারই খালি। অনেককেই উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কেউ কেউ ভিউ পোর্ট ছেড়ে নড়েনি, পলি সরে যাবার পর মাছেদের ছুটোছুটি দেখছে। কেউ কেউ লাউঞ্জে ফিরে গিয়ে সোফায় গা এলিয়ে দিয়েছে, হাতে ব্র্যান্ডি বা হুইস্কির গ্লাস-বোট কর্তৃপক্ষ বিনামূল্যে পরিবেশন করছে।

ক্যাপটেন অগাস্টাস আর তাঁর অফিসাররা ইমার্জেন্সির সময় কি করণীয় পড়ে দেখছেন। এ ম্যানুয়েল যারা লিখেছে তাদের কোন ধারণা ছিল না সাতশো আদম সন্তানকে নিয়ে একটা সাবমেরিন ক্রুজ লাইনার সাগরের তলায় নড়াচড়ার ক্ষমতা হারিয়ে পড়ে থাকলে কি করতে হবে, কাজেই এই পাঠ থেকে কাজে লাগানোর মত কিছু পাওয়া গেল না।

শব্দ পরীক্ষা করার জন্যে খোলে আঘাত করা হচ্ছে, আওয়াজ শুনে সিদ্ধান্তে আসা হলো ওটার প্রায় পুরো অংশ এখনও ওয়াটারটাইট। নিশ্চিত হয়ে ক্রুরা জানাল যে বাল্কহেডের প্রতিটি দরজা বন্ধ করা হয়েছে। এঞ্জিন রুম আর ব্যাগেজ কমপার্টমেন্টের পানি এঞ্জিনিয়ারিং ক্রুরা পাম্প করে বের করে দিচ্ছে। ভাগ্যই বলতে হবে যে প্রপালশান ছাড়া বাকি কোন সিস্টেমই বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

ক্যাপটেন অগাস্টাস কমিউনিকেশন রুমে বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে বসে আছেন, নেশাগ্রস্ত মাতালের মত লাগছে তাঁকে। নিজের ওপর জোর খাটিয়ে কোম্পানি হেডকোয়ার্টার, কোস্টগার্ড ও পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যে-কোন শিপের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা চালালেন। তারপর এমারেল্ড মার্লিনের পজিশন জানিয়ে একটা মেডে কল প্রচার করলেন। আর কিছু করার নেই, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। প্রথমে ভাবলেন, সাগরে তাঁর দীর্ঘদিনের ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে গেল। তারপর উপলব্ধি করলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁর ক্যারিয়ার কত তুচ্ছ একটা ব্যাপার। তার প্রথম দায়িত্ব প্যাসেঞ্জার আর ক্রু। 'ক্যারিয়ারের নিকুচি করি!' বলে ঝট করে দাঁড়ালেন তিনি, ব্রিজ থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ একটা রিপোর্ট পাবার জন্যে প্রথমে ঢুকলেন এঞ্জিন রুমে, তারপর গোটা বোটে ঘুরে ঘুরে প্যাসেঞ্জারদের আশ্বাস দিলেন এখনও কেউ তাঁরা মারাত্মক কোন বিপদে পড়েননি। সবাইকে একই গল্প শোনালেন-ব্যালাস্ট ট্যাংকে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, মেরামতের কাজ শুরু করা হয়েছে।

মুরল্যান্ড ও কেমপ্রেসোকে নিয়ে ইভ্যাকিউয়েশন পড ডেকে চলে এল রানা। ইন্সপেকশন প্যানেলগুলো খুলে সিস্টেমটা চেক করে দেখছে কেমপ্রেসো। এই আইরিশ লোকটার দশাসই কাঠামোর মধ্যে আশ্বস্ত করার মত কি যেন একটা আছে। নিজের কাজ খুব ভাল বোঝে সে। ইন্সপেকশন শুরু করেছে পুরো পাঁচ মিনিটও হয়নি, খোলা প্যানেলগুলোর সামনে থেকে পিছিয়ে এসে ধপ্ করে

চেয়ারে বসল, বড় করে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'যেই ইভ্যাকিউয়েশন পড অ্যাকটিভেট করে থাকুক, লোকটা এই কাজে দক্ষ। ব্রিজের দিকে যে সার্কিট গেছে সেটাকে এড়িয়ে ইমার্জেন্সি ম্যানুয়াল কন্ট্রোল ব্যবহার করে পডগুলো অ্যাকটিভেট করেছে। সম্ভবত ভাগ্যক্রমেই, একটা পড রিলিজ হতে ব্যর্থ হয়।'

'তাতে আমি কোন সান্ত্বনা খুঁজে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড।

হতাশ একটা ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'শুরু থেকেই আমাদের চেয়ে দু'কদম এগিয়ে থাকছে ওরা। ওদের প্ল্যানিংকে আমি এ-প্লাস না হলেও, এ তো বলবই।'

'ওরা কারা?' জানতে চাইল কেমপ্রেসো।

'যারা মশা-মাছির মত সহজেই মানুষ খুন করতে পারে।'

'কিন্তু এর তো কোন কারণ নেই!'

'উন্মাদ পশুদের কারণের দরকার হয় না।'

'একটা পড যখন আছে,' বলল মুরল্যান্ড। 'ওটায় বাচ্চাদের তোলা যায়।'

'নির্দেশটা ক্যাপটেনের কাছ থেকে আসতে হবে,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে অবশিষ্ট পডটার দিকে। 'প্রশ্ন হলো, ওটায় আমরা ক'জনকে জায়গা দিতে পারব?'

এক ঘণ্টা পর অকুস্থলে একটা কোস্টগার্ড কাটার এসে পৌঁছাল। এমারেল্ড মার্লিন থেকে রিলিজ করা টেলিফোন লাইন সহ কমলা রঙের মার্কার বয়াটা পানি থেকে তুলল ওরা, তারপর যোগাযোগ করল। এতক্ষণে ক্যাপটেন অগাস্টাস প্যাসেঞ্জারদের থিয়েটার হলে ডেকে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন। বিপদের ঝুঁকি ও মাত্রা যতটুকু পারা যায় কমিয়ে বললেন। তারপর জানালেন কোম্পানির বিধি হলো ইমার্জেন্সি দেখা দিলে প্রথমে বাচ্চাদের সারফেসে পাঠাতে হবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রতিবাদ শুরু হলো। সবারই প্রশ্ন আর অভিযোগ আছে। কিছু করার নেই, অস্থির ও আতংকিত না হবার পরামর্শ দিয়ে ব্রিজে ফিরে গেলেন অগাস্টাস।

পারসারের অফিসে বসে কমপিউটরে হিসেব করছে ওরা ম্যানুফাকচারার-এর উল্লেখ করা সেফ লিমিট অমান্য করে কত বেশি বাচ্চাকে তোলার পরও পডটা সারফেসে ভেসে উঠতে পারবে। রানার সঙ্গে মুরল্যান্ড আর কেমপ্রেসোও রয়েছে। তবে তৃষা কি করছে দেখে আসার জন্যে একটু পর বেরিয়ে গেল মুরল্যান্ড।

'বোটে আমাদের বাচ্চার সংখ্যা কত হবে?' জিজ্ঞেস করল কেমপ্রেসো।

প্যাসেঞ্জার লিস্টের ওপর চোখ বুলিয়ে সংখ্যাগুলো যোগ করল রানা। 'আঠারো বছরের নিচে চুয়ান্নজন।'

'গড় ওজন জনপ্রতি একশো ষাট পাউন্ড ধরে পঞ্চাশজন লোককে জায়গা দেয়ার ডিজাইন অনুসারে প্রতিটি পড তৈরি করা হয়েছে। সর্বমোট ওজন সীমা আট হাজার পাউন্ড। বোঝা এর চেয়ে ভারী হয়ে গেলে পড সারফেসে উঠবে না।'

'বাচ্চাদের ওজন আমরা অর্ধেক ধরতে পারি, অর্থাৎ আশি পাউন্ড।'

'হাতে চার হাজার পাউন্ড থাকছে, ফলে কিছু মায়েদেরও জায়গা দেয়া যাবে,' বলল কেমপ্রেসো–ভাবতে তার অদ্ভুত লাগছে যে ওদের আলোচনার বিষয় কাদের

জীবন রক্ষা করা হবে, কাদের হবে না।

'মায়েদের ওজন গড়ে একশো চল্লিশ পাউন্ড ধরুন, তাহলে প্রায় ঊনত্রিশজনকে তোলা যাবে।'

বাচ্চাসহ পরিবারগুলোর সংখ্যা জানার জন্যে কেমপ্রেসো কমপিউটরের বোতামে চাপ দিল। 'সব মিলিয়ে বোটে মায়ের সংখ্যা সাতাশ,' উৎসাহের সঙ্গে বলল সে। 'ওপরওয়ালার দয়া, সব বাচ্চাগুলোকে মায়ের সঙ্গেই পাঠিয়ে দিতে পারব আমরা।'

'তারপরও দু'একজনের জায়গা হবে,' বলল রানা।

'তা হবে, কিন্তু বাকি ছয়শো সতেরোজন প্যাসেঞ্জারকে আমরা টস করতে বলতে পারি না।'

'না,' বলল রানা। 'আমাদের কোন একজনকে পাঠাতে হবে।'

'কেন?'

'এখানকার পরিস্থিতির ডিটেলস্ রিপোর্ট ওপরে পৌঁছানো দরকার, আন্ডারওয়াটার কমিউনিকেশনের মাধ্যমে যা পুরোপুরি সম্ভব নয়।'

'আমার এখানে থাকাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ,' জোর দিয়ে বলল কেমপ্রেসো।

ঠিক এই সময় ফিরে এল মুরল্যান্ড। চেহারাই বলে দিল মূর্তিমান একটা দুঃসংবাদ। 'তৃষা নিখোঁজ,' বলল সে। 'রীতিমত সার্চ পার্টি দিয়ে তল্লাশী চালানো হচ্ছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি।'

'কি বলছ তুমি!' প্রায় আঁতকে উঠল রানা। মুরল্যান্ডের কথা অবিশ্বাস করেনি ও, মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ জাগেনি যে সে ভুল করতে পারে। ওর মনই গাইছে কথাটা সত্যি। হঠাৎ করে স্মৃতির পর্দায় একজন প্যাসেঞ্জারের ছবি ভেসে উঠল। প্যাসেঞ্জার লিস্টটা কমপিউটরের মেমোরিতে আছে, ও শুধু জন সিমনের নামটা টাইপ করল।

মনিটর জুড়ে ফুটে উঠল সিমনের ছবি। ফটোটা তোলা হয়েছে সে যখন গ্যাঙওয়ে থেকে বোটের ডেকে পা রাখছিল। প্রিন্ট কী-তে চাপ দিল রানা। একটু পরই প্রিন্টার থেকে বেরিয়ে এল তার কালার ইমেজ।

মুরল্যান্ড ও কেমপ্রেসো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল, গভীর মনোযোগের সঙ্গে ছবিটা পরীক্ষা করছে রানা, মনে মনে মিলিয়ে দেখছে লাল ফকার পাইলটের সঙ্গে এই লোকের চেহারায় কি কি অমিল আছে।

ফটোটা নিয়ে একটা ডেস্কের সামনে চলে এল রানা, একটা পেন্সিল তুলে নিয়ে লোকটার মুখ কালো করছে। কাজটা শেষ হতে ওর অনুভূতি হলো পেটে কেউ যেন ঘুসি মেরেছে।

'বোটেই ছিল সে। ধরা পড়েনি আমার ভুলে।'

কিছুই জানা নেই, কেমপ্রেসো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার কথা বলছেন বলুন তো?'

নিউ ইয়র্কের ঘটনাটা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল রানা–প্লেন ভর্তি একদল প্রতিবন্ধী শিশুকে হত্যা করতে চেয়েছিল লোকটা। খালি ইভ্যাকিউয়েশন পড রিলিজ করা আর বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বোটকে সাগরের তলায় নামিয়ে দেয়ার জন্যেও

সে-ই দায়ী। সবশেষে বলল, 'কোন সন্দেহ নেই যে একটা পড নিয়ে পালাবার সময় তৃষাকেও সঙ্গে করে নিয়ে গেছে।'

কথা না বলে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল মুরল্যান্ড। রানার কতটুকু খারাপ লাগছে, উপলব্ধি করতে পারছে সে। তৃষা শুধু একটা মেয়ে নয়, একজন বাঙালী; তার ওপর জগৎ-বিখ্যাত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের কাতারে সামিল হবার যোগ্য এক বঙ্গ সন্তানের কন্যা। মুরল্যান্ডের এ-ও জানা আছে যে বিজ্ঞানী ভদ্র-লোকের উদ্ভাবিত ও আবিস্কৃত বিভিন্ন সিস্টেম ও ডিজাইন কারা যেন মেরে দেয়ার তালে আছে। আবিষ্কারগুলো উদ্ধার করার একটা গুরুদায়িত্ব চেপেছে রানার কাঁধে, সেই দায়িত্ব পালন করতে হলে তৃষাকে ওর হারানো চলে না। সেই সঙ্গে মুরল্যান্ড নিজের ওপরও খানিকটা অসন্তুষ্ট হলো। এ ব্যর্থতা একা শুধু রানার নয়, তারও–তৃষার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সে-ও তো ব্যর্থ হয়েছে। মুরল্যান্ডের মনে হলো, তৃষার যদি কিছু হয়ে যায় নিজেকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

সিমনের স্টেট রুমের নম্বরটা আরেকবার দেখে নিয়ে দ্রুত প্যাসেজে বেরিয়ে এল রানা, পিছু নিয়ে মুরল্যান্ড ও কেমপ্রেসোও। স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে চাবি চাওয়ার সময় ও ধৈর্য কোনটাই নেই, ছুটে গিয়ে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল। স্টুয়ার্ডেস কামরাটা পরিষ্কার করে গুছিয়ে রেখে গেছে, কিন্তু কোথাও কোন লাগেজের চিহ্নমাত্র নেই। ড্রয়ার আর ড্রেসার খুলে দেখল রানা। সব খালি। ক্লজিট খুলে ওপরের শেলফে সাদা একটা জিনিস দেখল মুরল্যান্ড। হাত তুলে রোল করা কাগজটা নামিয়ে আনল, তারপর বিছানায় ফেলে মেলে ধরল।

'বোটের ব্লুপ্রিন্ট,' বিড়বিড় করল কেমপ্রেসো। 'এ-সব সে পেল কিভাবে?'

রানার সারা শরীরে শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, সিমনের আরও একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল তৃষাকে কিডন্যাপ করা। 'লোকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিওনাজ অপারেশন থেকে সাহায্য পাচ্ছে। এই বোটের প্রতিটি সিস্টেম, ইকুইপমেন্ট, ডেক, বাল্কহেড ও স্ট্রাকচার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল তার।'

'সেজন্যেই জানত কোথায় বিস্ফোরক বসাতে হবে, আর কিভাবে ম্যানুয়ালি অ্যাকটিভেট করা যাবে ইভ্যাকিউয়েশন পড,' বলল কেমপ্রেসো।

'এখানে আর কিছু দেখার নেই আমাদের,' বলল মুরল্যান্ড। 'করারও খুব বেশি কিছু নেই। সারফেসে কোস্ট গার্ড পৌঁছেছে, ওদেরকে বলতে হবে পডটা দেখতে পেলে তা থেকে ওই শয়তানের চেলা আর তৃষাকে যেন নিজেদের জাহাজে তুলে নেয়।'

তৃষাকে নিয়ে সিমনের পলায়ন রূঢ় বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিলেও নিজের অযোগ্যতা আর অসাফল্য রানাকে কষ্ট দিচ্ছে। সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করছে ও, মেয়েটাকে উদ্ধার করার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছে না। চুপসানো বেলুনের মত একটা চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল।

আরও ভয়ংকর একটা ব্যাপার একেবারে কাবু করে ফেলেছে রানাকে। সবগুলো পড ভেসে গেছে, ফিরিয়ে এনে ওগুলোয় লোকজনকে তোলার কোনই

উপায় নেই। তাহলে এই ডুবে যাওয়া বোট থেকে ছয়শোর ওপর মানুষকে বাঁচাবার কি হবে? প্রচণ্ড অস্থিরতা নিয়ে আরও কয়েক সেকেন্ড ওখানে বসে থাকল রানা, তারপর নিঃশব্দে ও ব্যাকুল প্রত্যাশা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কেমপ্রেসোর দিকে মুখ তুলে তাকাল। 'আপনি বোটের প্রতিটি ইঞ্চি চেনেন,' গলায় নরম সুর–কোন প্রশ্ন করেনি, ব্যাপারটা শুধু উল্লেখ করল।

কেমপ্রেসো ইতস্তত করছে, রানা আরও কি জানতে চাইবে জানে না। 'হ্যাঁ, এই বোট আমার খুব ভাল করে চেনা।'

'পড ছাড়া অন্য কোন ইভ্যাকিউয়েশন সিস্টেম নেই?'

'আপনার প্রশ্ন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'শিপই য়ার্ডের বোটবিল্ডাররা চেম্বার রেসকিউ-এর জন্যে একটা ব্যাকআপ এয়ারলক সিস্টেম ইনস্টল করেনি?'

'আপনি কি খোলের মাথায় বিশেষভাবে ডিজাইন করা হ্যাচের কথা বলছেন?'

'ঠিক তাই।'

'হ্যাঁ, আছে একটা। তবে সব লোককে ওই পথে উদ্ধার করা সম্ভব নয়, কারণ তার আগেই আমাদের অক্সিজেন শেষ হয়ে যাবে।'

'এ-কথা আপনি কিভাবে বলেন?' প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড। 'এখনই যদি রেসকিউ অপারেশন শুরু করা হয়...'

'আপনারা জানেন না?'

'আপনি না বললে জানব কোত্থেকে,' রানার গলা প্রায় কর্কশ।

'এমারেল্ড মার্লিনের ডিজাইন এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, পানির নিচে চারদিনের বেশি থাকতে পারবে না। তারপর খুব তাড়াতাড়ি বাতাস দূষিত হয়ে যাবে।'

মুরল্যান্ড অবাক হয়ে বলল, 'কেন, এয়ার জেনারেটরগুলোর কাজই তো ভেতরের পরিবেশ বিশুদ্ধ করা!'

'করেও বিশুদ্ধ,' বলল কেমপ্রেসো। 'কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ছয়-সাতশো লোকের কার্বন ডাইঅক্সাইড বদ্ধ একটা জায়গার ভেতর জমে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে ফিল্টার আর স্ক্রাবার কুলিয়ে উঠতে পারে না। এরপরই এয়ার পিউরিফিকেশন সিস্টেম ভেঙে পড়তে শুরু করে।' গম্ভীর মুখ, ভারী কাঁধটা ঝাঁকাল। 'এমন কি এসব আলোচনারও কোন গুরুত্ব থাকবে না পানি যদি জেনারেটরের নাগাল পেয়ে যায়। পাওয়ার নেই মানে সব অচল, এয়ার রিজেনারেশন ইকুইপমেন্টও কাজ করবে না।'

'ভাগ্য ভাল হলে, চারদিন,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'আসলে সাড়ে তিন দিন, কারণ আমরা পানির নিচে ডুব দেয়ার পর এরইমধ্যে প্রায় বারো ঘণ্টা পার হয়ে গেছে।'

'নেভির কাছে একটা ডীপ সাবমারশন রেসকিউ ভেসেল আছে,' বলল মুরল্যান্ড, 'ওই কাজটা অনায়াসে করতে পারবে।'

'তা পারবে–কিন্তু অনুরোধ করা, অনুমোদন পাওয়া, অপারেটিং টীমসহ ওটাকে এখানে নিয়ে আসা, তারপর রেসকিউ অপারেশন শুরুর প্রস্তুতি নেয়া, সব

মিলিয়ে চারদিন লেগে যেতে পারে।' কেমপ্রেসো উত্তেজিত নয়, কথা বলছে শান্ত সুরে। 'ওটাকে নিচে নামাতে হবে, তারপর এয়ার এস্কেপ চেম্বারের সঙ্গে লক করতে হবে। এ-সব কাজ সারার পর হাতে যে সময় থাকবে তাতে মাত্র হাতে গোনা কয়েকজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।'

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'ববি, বাচ্চা আর মায়েদের নিয়ে ওপরে উঠতে হবে তোমাকে।'

সম্ভবত পাঁচটা অবিশ্বাস ভরা সেকেন্ড পার হয়ে গেল, বোকার মত ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল মুরল্যান্ড। আহত বিস্ময়ের সঙ্গে ব্যাপারটা যখন বোধে ধরা দিল, তার গলা থেকে ঝরে পড়ল একাধারে রাগ, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও তিরস্কার। 'মিসেস মুরল্যান্ডের ছেলে কাপুরুষ নয়! তুমি জানো, জাহাজ থেকে পালিয়ে মেয়েছেলেদের স্কার্টের আড়ালে লুকাবার বান্দা আমি অন্তত নই!'

'আরে, দূর, আগে শুনবে তো!' রানার সুর নরম। 'তুমি সারফেস থেকে আমার সঙ্গে কাজ করলে সবাইকে বাঁচানোর একটা উপায় হয়তো পেয়ে যাব আমরা।'

মুরল্যান্ড বলতে যাচ্ছিল, তুমি কেন যাচ্ছ না? কিন্তু কি ভেবে প্রশ্নটা না তুলে রানার যুক্তিই সঠিক বলে মেনে নিল। 'ঠিক আছে, সারফেসে পৌঁছালাম, তারপর?'

'প্রথম কাজ, প্রথম গুরুত্ব–এখানে আমরা যাতে বাতাস বিশুদ্ধ করার জন্যে খোলা একটা লাইন পাই।'

'পাঁচশো ফুট হোস পাইপ লাগবে, কোথায় পাব সেটা? প্রায় সাতশো মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তাজা বাতাস পাম্প করতে পারবে এমন মেশিনই বা কে দেবে আমাকে? ডুবন্ত একটা বোটের সঙ্গে সিস্টেমটা জোড়াই বা কিভাবে লাগাব?'

পুরানো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আওয়াজ না করে হাসছে রানা, বলল, 'তোমাকে যদি আমি চিনে থাকি, একটা না একটা ব্যবস্থা ঠিকই তুমি করে ফেলবে।'

তিন

তলিয়ে যাওয়া এমারেল্ড মার্লিনের ওপরের সারফেসে প্রথম পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে সব মিলিয়ে চারটে ভেসেল পৌঁছাল–কোস্ট গার্ড কাটার হেলপার ওয়ান, সৌদি অয়েল ট্যাংকার কিং ফয়সল, ইউ.এস. নেভির টাগ বোট হারবিঞ্জার আর কোস্টাল কার্গো ক্যারিয়ার ফ্যাবিউলাস। পরে এগুলোর সঙ্গে যোগ দিল এক ঝাঁক সেইলিং ইয়ট আর পাওয়ারবোট, বেশিরভাগ মায়ামি থেকে এসেছে, যতটা না উদ্ধার অভিযানে অংশ নিতে তারচেয়ে বেশি কৌতূহলে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনও নুমার একটা স্যালভিজ শিপকে রওনা হবার নির্দেশ দিয়েছেন, তবে সেটা পৌঁছাতে আরও

বারো ঘণ্টা সময় লাগবে।

নেভির সাবমারশন রেসকিউ ভেসেল ডীপ ওয়ার্কার আসছে পুয়ার্টো রিকো থেকে, ওটাকে নিয়ে আসছে মাদারশিপ গোল্ডেন মেডিফিস। পুয়ার্টো রিকোয় প্র্যাকটিস মিশনে ছিল ওগুলো।

কোস্ট গার্ড ভেসেল হেলপার ওয়ানের মাধ্যমে ক্যাপটেন অগাস্টাস গোল্ডেন মেডিফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে সাগরের তলায় পড়ে থাকা নিজের বোটের অসহায় অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলেন। গোল্ডেন মেডিফিশ থেকে খুঁটিনাটি জানার জন্যে বেশকিছু প্রশ্নও করা হলো।

সাগরের তলায়, এমারেল্ড মার্লিনে কি ঘটছে? কেমপ্রেসো রিলিজ মেকানিজম মেরামত করার পর ইভ্যাকিউয়েশন পডে প্যাসেঞ্জারদের বাচ্চাকাচ্চা আর তাদের মায়েদের এই মাত্র তোলা হলো। বাবা, কোন কোন ক্ষেত্রে দাদা-দাদী, ভেজা চোখে বিদায় জানালেন। ছোট্ট জায়গার ভেতর ঠাসাঠাসি ভিড় দেখে একেবারে যারা শিশু তারা কান্নার প্রতিযোগিতা শুরু করল। ওদেরকে শান্ত করা অসম্ভব না হলেও, কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

পুরুষমানুষ বলতে যেহেতু সে একাই যাচ্ছে, তাই ক্রন্দনরত শিশু আর তাদের অস্থির হয়ে ওঠা মায়েদের শান্ত করার কঠিন দায়িত্বটা ববি মুরল্যান্ডকেই পালন করতে হচ্ছে। সবাইকে ফেলে একা যেতে হওয়ায় মন এখনও খুব খারাপ তার। 'আমার অনুভূতি সেই লোকটার মত, যে মেয়েদের কাপড় পরে টাইটানিকের লাইফবোটে উঠেছিল।'

এক হাতে তার কাঁধটা জড়িয়ে ধরল রানা। 'সারফেস থেকে রেসকিউ অপারেশন চালানো অত্যন্ত কঠিন হবে, ওখানে ঠিক তোমার মত দায়িত্ববান একজনকে খুব দরকার আমার।'

'এই অপারেশন ব্যর্থ হলে সারাজীবন আধমরা হয়ে বেঁচে থাকব,' কাতর গলায় বলল মুরল্যান্ড, সুরে গাঢ় আবেদন। 'মনে থাকবে তো, তোমাকে কিন্তু ওপরে ফিরতেই হবে? যদি সব ব্যর্থ হয়, তুমি উঠতে না পারো…'

'আমি পারব,' বন্ধুকে আশ্বাস দিল রানা, 'যদি তুমি ওপর থেকে নেতৃত্ব দাও।'

শেষ আরেকবার হ্যান্ডশেক করল ওরা, কাঁধে চাপ দিয়ে ইভ্যাকিউয়েশন পডের একমাত্র খোলা সীটটায় মুরল্যান্ডকে বসিয়ে দিল রানা। সিটকাতে শুরু করা মুরল্যান্ডের কোলে এক মা তার ক্রন্দনরত বাচ্চাকে জোর করে ঠেলে দিল, দৃশ্যটা দেখেও প্রাণপণ চেষ্টা করায় না হেসে থাকতে পারছে রানা। খুদে মানবশিশুটিকে শব্দদূষণ সৃষ্টি করার একটা যন্ত্র বলে মনে হলো ওর, তার কান্না দেখে একটাই উপসংহারে পৌঁছানো যায়–নিশ্চয়ই তাকে একরাশ ভাঙা কাঁচের ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। মুরল্যান্ডের দিকে তাকাতে রানার মনে হলো, এমন অসহায় চেহারা জীবনে খুব কমই দেখেছে সে। এই সময় হিস্‌স্ শব্দ করে পডের দরজা বন্ধ হয়ে গেল, সেই সঙ্গে লঞ্চ সিকোয়েন্স অ্যাকটিভেট করা হলো। ষাট সেকেন্ড পর হু-উ-উ-উ-স্-স্ শব্দের সঙ্গে সারফেস অভিমুখে রওনা হয়ে গেল পড, ওপর দিকে ভেসে যাচ্ছে খুবই ধীরগতিতে, কারণ ওটার ওজন বয়াসি লিমিটের প্রায় সমান।

'এরপর বোধহয় অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের,' বলল কেমপ্রেসো, রানার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

'আছে,' বলল রানা। 'আমরা প্রস্তুতি নেব।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে কেমপ্রেসো জানতে চাইল, 'কোত্থেকে শুরু করব?'

'এয়ারলক এস্কেপ চেম্বার।'

'কি জানতে চান আপনি?'

'নেভির সাবমারসিবল্ রেসকিউ ভেসেলের হ্যাচের সঙ্গে ওটার হ্যাচ খাপ খাবে কিনা।'

মাথা ঝাঁকাল কেমপ্রেসো। 'এ-ধরনের ইমার্জেন্সির কথা মনে রেখে ওটার ডিজাইন নেভির স্পেকিফিকেশন ধরেই তৈরি করা হয়েছে, কাজেই খাপ না খাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।'

এরইমধ্যে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা। 'পথ দেখান। আমি নিজে একবার ওটা চেক করে দেখতে চাই।'

এলিভেটরে তুলে আপার ডেকে নিয়ে এল কেমপ্রেসো রানাকে। ডাইনিং রুমকে পাশ কাটিয়ে, গ্যালির ভেতর দিয়ে এগোল ওরা–দেখল শেফরা এমন ব্যস্ততার সঙ্গে ডিনার তৈরি করছে যেন এমারেল্ড মার্লিনের আনন্দমুখর যাত্রা কখনোই ব্যাহত হয়নি। প্রকৃত পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখলে, এখানকার দৃশ্যটা একেবারেই অবাস্তব বলে মনে হতে বাধ্য। বোট এঞ্জিনিয়ারের পিছু নিয়ে সরু এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা, বাল্কহেড বরাবর বেঞ্চসীট সহ ছোট একটা চেম্বারে ঢুকল। মাঝখানে ধাপ, একটা প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে দিল। প্ল্যাটফর্মের মাথায় মই, অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা টানেলের ভেতর। টানেলের শেষ মাথায় হ্যাচ, ডায়ামিটারে তিন ফুট। মই বেয়ে টানেলে ঢুকল কেমপ্রেসো হ্যাচটা পরীক্ষা করার জন্যে। ঢোকার পর আর বেরুবার নাম নেই।

অনেকক্ষণ পর ক্লান্ত ও ঘামে ভেজা শরীর নিয়ে নেমে এসে কেমপ্রেসো ম্লান গলায় বলল, 'আপনার লোক নিজের কাজে কোন খুঁত রাখেনি।'

'মানে?'

'ফ্রেমটা বাঁকা হয়ে হ্যাচের চারদিক মুড়ে ফেলেছে। ওটাকে খুলতে দশ পাউন্ড প্লাস্টিক চার্জ লাগবে।'

টানেলের ভেতর দিয়ে উঠে গেল রানার দৃষ্টি, বাঁকা ও বিকৃত চেহারার এস্কেপ হ্যাচটা দেখছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর। এটাই একমাত্র বিকল্প পথ ছিল, অথচ কোনভাবেই কাজে লাগানো যাবে না। 'তাহলে আমরা রেসকিউ ভেসেলে যাব কিভাবে?'

'অন্তত এই পথ দিয়ে যাবার কোন উপায় নেই,' ভারী গলায় বলল কেমপ্রেসো, জানে ছয়শো সতেরোজন মানুষকে বাঁচানোর আর কোন আশা নেই। 'না এ পথ দিয়ে, না অন্য কোন পথ দিয়ে।'

ব্রিজে এসে দুঃসংবাদটা ক্যাপটেন অগাস্টাসকে জানাল রানা।

'আপনারা পজিটিভ তো?' ক্যাপটেন হতাশ সুরে জিজ্ঞেস করলেন। 'ফ্রেম ভেঙেও এস্কেপ হ্যাচ খোলা যাবে না?'

'কাটিং টর্চ দিয়ে ভাঙা হয়তো যাবে,' বলল রানা, 'কিন্তু তাতে যে তোড় নিয়ে ভেতরে পানি ঢুকবে তা সামাল দিয়ে ওটাকে আর পরে সীল করা যাবে না। এই গভীরতায় ধরুন কমবেশি সেভেনটিন অ্যাটমস্ফিয়ার-এ রয়েছি আমরা। প্রতি তেত্রিশ ফুটে এক অ্যাটমস্ফিয়ার, এই হিসেবে আমাদের খোলের গায়ে ওয়াটার প্রেশার প্রতি বর্গফুটে দুশো পঞ্চাশ পাউন্ড। ওরকম একটা পানির চাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে রেসকিউ ভেসেলে পৌঁছানো কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।'

ক্যাপটেনের চেহারা দেখার মত থাকল না। ভাবাবেগে যিনি খুব কমই আক্রান্ত হন, নিজেকে তিনি বিশ্বাস করাতে পারছেন না যে এমারেল্ড মার্লিনে তাঁর সঙ্গে যারা রয়েছে তাদের সবাই মারা যাবে। 'স্পষ্ট করে বলুন। উদ্ধার পাবার কোন আশাই কি নেই আমাদের?'

'আশা সব সময় থাকে,' বলল রানা। 'তবে আমাদের জানা পদ্ধতি কোন কাজে আসছে না।'

ক্যাপটেন অগাস্টাসের কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল, ডেকের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন। 'সেক্ষেত্রে আমরা শুধু যতক্ষণ পারা যায় বেঁচে থাকার চেষ্টা করব।'

ফার্স্ট অফিসার জনসন রানার হাতে একটা ফোন ধরিয়ে দিল। 'সারফেস থেকে মিস্টার মুরল্যান্ড কথা বলবেন।'

রিসিভারটা কানে ঠেকাল রানা। 'ববি?'

'কোস্ট গার্ড কাটার থেকে,' পরিচিত কণ্ঠস্বর থেকে জবাব ভেসে এল।

'সারফেসে ঠিকমত উঠতে পেরেছে সবাই?'

'আমি ছাড়া। বাচ্চাটা আমার কানের পর্দা ফাটিয়ে দিয়েছে।'

'ওদের সবাই ভাল তো?'

'বাচ্চা আর তাদের মায়েরা খোদার রহমতে বহাল তবিয়তে আছে। কাটারের চেয়ে কোস্টাল কার্গো ক্যারিয়ারে ফ্যাসিলিটি অনেক বেশি, তাই সবাইকে ওটায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। কাছাকাছি বন্দরের দিকে রওনাও হয়ে গেছে কার্গো ক্যারিয়ার। স্বামীরা সঙ্গে নেই তো, তাই প্রায় সব মহিলাই চেয়েছিল আমিও ওদের সঙ্গে যাই। উদ্দেশ্যটা বুঝতে পেরে আমি এড়িয়ে গেছি–ওরা আমাকে বাচ্চা সামলাবার কাজে লাগাত।'

'কোন খবর পেয়েছ, ডীপ সাবমারশন রেসকিউ ভেসেল কখন পৌঁছাবে?'

'এদেরকে বলতে শুনছি আরও ছত্রিশ ঘণ্টা,' জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'তোমার ওদিকের খবর কি?'

'ভাল নয়। আমাদের বন্ধু কাকাস জাভালা বোট ছেড়ে চলে যাবার আগে এস্কেপ হ্যাচ জ্যাম করে দিয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না মুরল্যান্ড। তারপর জানতে চাইল, 'কতটা খারাপ?'

'যতটা খারাপ হওয়া সম্ভব। কেমপ্রেসো বলছে অর্ধেক বোট পানিতে না ভরিয়ে ওটা খোলা যাবে না।'

ক্যাপটেন অগাস্টাসের মত মুরল্যান্ডও মেনে নিতে পারছে না যে পানির নিচে এমারেল্ড মার্লিনে যারা রয়েছে তাদের কাউকে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। 'তুমি কি পুরোপুরি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এদিকে আমরা হাল ছাড়তে রাজি নই,' একটা একটা শব্দ আলাদাভাবে উচ্চারণ করে বলল মুরল্যান্ড, শান্ত গলায় দৃঢ় সুর। 'আমি ল্যারি কিংকে ডেকে সমস্যাটা ভীনাসের ঘাড়ে চাপাতে বলছি। তোমাদেরকে ওপরে তোলার কোন না কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে।'

রানা অনুভব করল অনেক কষ্টে নিজের আবেগের লাগাম টেনে রেখেছে মুরল্যান্ড। সিদ্ধান্ত নিল প্রসঙ্গটা আপাতত এখানেই শেষ করা উচিত। 'যোগাযোগ রেখো,' কৃত্রিম উৎসাহ দেখিয়ে বলল ও, 'তবে ফোনের বিলটা যেন আমাকে দিতে না হয়।'

মরা সাবমেরিন ক্রুজ লাইনারের অসহায় ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের কোন ধারণা নেই তাদের মাথার ওপর সারফেসে কি তুমুল একটা আলোড়ন সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। গত এক হপ্তা ধরে সারা দুনিয়ার খবরের কাগজ আর টেলিভিশন নেটওঅর্ক ওয়াটার লিলি ট্রাজেডির খবর ছাপলেও, রিপোর্টার আর ফটো-জার্নালিস্টরা সরাসরি অকুস্থল থেকে কোন খবর বা ছবি পাঠাতে সফল হয়নি। এর অন্যতম কারণ ঘটনাস্থল ছিল পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমের নাগালের একেবারে শেষ প্রান্তে। কিন্তু এবার এমারেল্ড মার্লিন ডুবেছে শুনে বাঁধভাঙা বন্যার মত দলে দলে ছুটে এল তারা। ইতিমধ্যে সবাই জেনে ফেলেছে যে সাবমেরিনে আটকা পড়া কয়েকশো প্যাসেঞ্জার ও ক্রুকে বাঁচানোর জন্যে সময়ের সঙ্গে শুরু হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। শুধু মিডিয়ার লোকজন নয়, বিখ্যাত ব্যক্তি ও রাজনীতিকরাও আসতে শুরু করেছেন।

এক ডজন বোটে ভর্তি হয়ে ভোজবাজির মত হঠাৎ হাজির হলো ক্যামেরাম্যানরা। রিপোর্টাররা এলো এক ঝাঁক হালকা প্লেন আর হেলিকপ্টার নিয়ে। সাবমেরিন ক্রুজ লাইনার ডুবেছে পুরো দু'দিনও হয়নি, অকুস্থলের মাথায় জাহাজ ও বোটের সব মিলিয়ে সংখ্যা দাঁড়াল একশোর ওপর। তবে অ্যাক্রেডিটেড জার্নালিস্ট ছাড়া বাকি সবাইকে তাড়া করে ভাগিয়ে দিল কোস্ট গার্ড।

এটা বাংলাদেশের জলসীমার ভেতর বঙ্গোপসাগর নয় যে খবর পেতে দেরি হবে ওয়েস্টার্ন মিডিয়ার, বোটডুবির ঘটনাটা ঘটেছে আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূল থেকে মাত্র সাতানব্বুই মাইল দূরে। ঘটনার প্রতিটি মোড় ও মোচড় কাভার করার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে উত্তেজনা। মানুষ যেমন ভয় পাচ্ছে, তেমনি আশাতেও বুক বাঁধছে। পানির গভীর তলদেশে বন্দী ছয়শো সতেরোজন মানুষ। কি আছে তাদের ভাগ্যে? তারা কি বাঁচবে? যদি মারা যায়, সবাই একসঙ্গে? কিছু লোকও কি রক্ষা পাবে না? হাতে গোনা দু'একজন? কেউ না? তৃতীয় দিন নিউজ মিডিয়া সার্কাস হয়ে উঠল শ্বাসরুদ্ধকর। সবাই বুঝতে পারছে কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

তলিয়ে যাওয়া বোটের কোন প্যাসেঞ্জার বা ক্রুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে কত বিচিত্র উপায়েই না চেষ্টা চালাচ্ছে জার্নালিস্টরা। কেউ কেউ এমন কি বয়ার সঙ্গে আটকানো ফোন লাইনে আড়িপাতা যন্ত্র বসাতেও চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের সে চেষ্টা অঙ্কুরেই নষ্ট করে দিল কোস্ট গার্ড। নিউজ মিডিয়া বোটের বো লক্ষ্য করে সত্যি সত্যি কিছু গুলিও ছোঁড়া হলো, যাতে ছয়শো সতেরোজনকে বাঁচানোর কাজে যারা উন্মত্ত ব্যস্ততার সঙ্গে কাজ করছে তাদের পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় সমস্ত উটকো ঝামেলা।

রিপোর্টাররা মুরল্যান্ডের নাগাল পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠল। নুমার সার্ভে শিপ পৌঁছাতে তাতে উঠে পড়েছে মুরল্যান্ড, সেখান থেকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল কারও সঙ্গে কথা বলবে না সে। কাজের মানুষ, সঙ্গে সঙ্গে ক্রুদের সাহায্য নিয়ে সী মার্ভেল নামে একটা আরওভি পানির তলায় পাঠাবার ব্যবস্থা করল, খোলের বাইরে থেকে পরীক্ষা করে এমারেল্ড মার্লিনের অবস্থা জানার জন্যে। সী মার্ভেল সী হর্সেরই সিস্টার ভেসেল।

চেয়ারে বসে কোলের ওপর ধরে রাখা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে আরওভি-কে গাইড করছে, গভীর হতাশা মুরল্যান্ডের গোটা অস্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলতে চাইল। ভিডিও মনিটরের ইমেজ রানার দেয়া দুঃসংবাদটাই শুধু নিশ্চিত করছে। এমারেল্ড মার্লিনের খোলের মাথার এস্কেপ হ্যাচ বাঁকিয়ে এমনভাবে জ্যাম করে দেয়া হয়েছে যে তা কোনভাবেই খোলা সম্ভব নয়। হয় বিস্ফোরক বসিয়ে হ্যাচ কাভার উড়িয়ে দিতে হবে, নয়তো একটা কাটিং টর্চ দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু দুটোরই সম্ভাব্য পরিণতি এক—প্রাণ নিয়ে কেউ বেরিয়ে আসার আগে বোটের ভেতরে প্রচণ্ড বেগে ঢুকে পড়বে সাগর। রেসকিউ ভেহিকেলের সাহায্যে ক্ষতটা সীল করে দেয়াও সম্ভব হবে না।

পরদিন সকালে ডীপ সাবমারশন রেসকিউ ভেসেলকে নিয়ে ন্যাভাল সাপোর্ট শিপ অকুস্থলের ওপরে পৌঁছাল। মুরল্যান্ড তার কাজ-কর্ম গোল্ডেন মেডিফিস-এ সরিয়ে নিল, সময় নষ্ট না করে ক্রুদের তাগাদা দিয়ে বলল, রেসকিউ ভেসেলকে রেডি করে এখুনি নিচে পাঠাতে পারলে ভাল হয়। জাহাজের ক্যাপটেন, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার স্টিভ কালভিন, অভ্যর্থনা জানালেন মুরল্যান্ডকে।

'গোল্ডেন মেডিফিসে আপনাকে স্বাগতম,' বললেন তিনি। 'নুমার সঙ্গে কাজ করতে নেভির সবার খুব ভাল লাগে।'

নেভি শিপের বেশির ভাগ কমান্ডারের নাক-উঁচু হাবভাব দেখে মনে হবে জাহাজটা যেন নিজের পকেটের পয়সা দিয়ে কেনা তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। কমান্ডার কালভিন ব্যতিক্রম। তাঁর চোখে-মুখে আন্তরিকতার ছোঁয়া দেখল মুরল্যান্ড, হাসিটাও কৃত্রিম মনে হলো না। চোখ দুটো ধূসর, মাথার সোনালি চুল কমতে শুরু করেছে। 'নুমার তরফ থেকে আমারও একই অনুভূতি,' জবাবে বলল মুরল্যান্ড। 'তবে পরিস্থিতিটা আরও কম বিপজ্জনক হলে খুশি হতাম।'

'ঠিক বলেছেন,' গম্ভীর সুরে সায় দিলেন কমান্ডার কালভিন। 'আমার একজন অফিসার আপনাকে আপনার কোয়ার্টারে পৌঁছে দেবে। আপনি কি কিছু খাবেন?

ডীপ ওয়ার্কারকে অন্তত এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা নামাচ্ছি না।'

'আশা করি ডীপ ওয়ার্কারের সঙ্গে আমাকেও আপনি নিচে নামার অনুমতি দেবেন—মানে, জায়গায় যদি কুলায় আর কি।'

কালভিন হাসলেন। 'ডীপ ওয়ার্কারে বিশজনের জায়গা হবে। আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।'

'আমাদের…মানে?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। তার খুব ভাল করে জানা আছে যে এ-ধরনের অপারেশনে অধস্তন একজন অফিসারকেই পাঠানোর নিয়ম, জাহাজের ক্যাপটেন নিজে কখনও যান না। 'আপনিও যাচ্ছেন নাকি?'

মাথা ঝাঁকালেন কালভিন, তাঁর মুখের হাসি অদৃশ্য হয়ে গেল। 'ডীপ ওয়ার্কার নিয়ে এই প্রথম নামছি না। যখন দেখি শুধু আমাদের ভেহিকেলই অনেকগুলো মানুষের বাঁচার একমাত্র আশা, তখন কি আর নিজে না নেমে পারা যায়?'

মাদারশিপ গোল্ডেন মেডিফিস-এর ওঅর্ক ডেকের ওপর ঝুলে রয়েছে ডীপ ওয়ার্কার, হলুদ খোলের গায়ে বৃত্তাকার লাল ফিতে আঁকা—আধুনিক একজন শিল্পীর দৃষ্টিতে প্রকাণ্ড একটা সাগরকলা হিসেবে ধরা দিতে পারে, যেটার গা থেকে সম্ভাব্য সব রকম অদ্ভুত দর্শন জিনিস ঝুলে আছে। দৈর্ঘ্যে আটত্রিশ ফুট, দশ ফুট উঁচু, পানির স্থানচ্যুতি ঘটায় ত্রিশ টন। নিচে নামার সীমারেখা বারোশো ফুট। স্পীড আড়াই নট।

ক্যাপটেন কালভিন একটা মই বেয়ে মেইন হ্যাচে উঠছেন, তাঁর পিছনে রয়েছে জাহাজের একজন ক্রু। কোপাইলটের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—চীফ ওয়ারেন্ট অফিসার জো ফেলান, মাথায় সাদা-কালো চুল, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল মুরল্যান্ডের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন সে। তারপর বলল, 'আমি শুনেছি, আপনিও একজন পুরানো সাবমারসিবল্ ম্যান।'

'হ্যাঁ, জীবনের বড় একটা সময় ওগুলোর ভেতর কেটেছে।'

'গুজব ছড়িয়েছে আপনি নাকি বিশ হাজার ফুট গভীরতায় নেমে ওয়াটার লিলির খোল পরীক্ষা করে এসেছেন। সত্যি নাকি?'

'না, ওটা গুজব নয়,' বলল মুরল্যান্ড। 'সত্যি। তবে একা আমি নই, আমার সঙ্গে নুমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানা আর মেরিন বায়োলজিস্ট জিনা ক্যারল ছিল।'

'তাহলে তো এই সাড়ে পাঁচশো ফুট গভীরতা কিছুই নয়।'

'রেসকিউ হ্যাচের সঙ্গে নিজেদেরকে হুক দিয়ে আটকাতে না পারলে এটাই সাড়ে পাঁচ কোটি আলোক বর্ষ দূরে বলে মনে হবে।'

জো ফেলান মুরল্যান্ডের চোখে বিষাদ ও গাম্ভীর্য দেখতে পেল। 'আমরা আপনাকে ওই হ্যাচের ঠিক ওপরে বসিয়ে দেব।' তারপর, যেন অভয়দানের উদ্দেশে বলল, 'চিন্তা করবেন না। জ্যাম লাগা কোন হ্যাচ কেউ যদি খুলতে পারে তো সে আমি আর ডীপ ওয়ার্কার। এই কাজ করার প্রয়োজনীয় সমস্ত ইকুইপমেন্ট আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

'ধন্যবাদ! ওহ্, ধন্যবাদ!' হাসতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো মুরল্যান্ড। 'আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, ভাই!'

কন্ট্রোল কনসোলে বসেছে চীফ জো ফেলান, সাগরের তলায় পড়ে থাকা এমারেল্ড মার্লিনের কাছে পৌঁছাতে ডীপ ওয়ার্কারের সময় লাগল পনেরো মিনিটের কিছু কম। বোটের খোল বরাবর রেসকিউ ভেহিকেল চালাল চীফ। মরা একটা বিশাল প্রাণীর মত লাগছে ওটাকে। তিনজনই ভিউপোর্ট দিয়ে তাকিয়ে আছে, ওদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো এমারেল্ড মার্লিনের ভিউপোর্টে চোখ লাগিয়ে রাখা প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের। অদ্ভুত, প্রায় অলৌকিক, প্রায় অবাস্তব একটা অনুভূতি ওদের তিনজনের: ছয়শো সতেরোজন মানুষ এত কাছে, অথচ কতদূরে! মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান, তবু ছোঁয়ার উপায় নেই। এ যেন প্রায় ভৌতিক একটা অভিজ্ঞতা। একটা পোর্টের দিকে তাকাতে মুরল্যান্ডের মনে হলো রানাকে হাত নাড়তে দেখেছে সে। কিন্তু নিশ্চিত হওয়া গেল না, তার আগেই পোর্টটাকে পিছনে ফেলে এল ডীপ ওয়ার্কার।

পলির ওপর পড়ে থাকা বোটটাকে তিন ঘণ্টা ধরে পরীক্ষা করল ওরা। ওদের ক্যামেরাগুলো ভিডিওটেপ ঘুরিয়ে যাচ্ছে, দু'সেকেন্ডের বিরতি নিয়ে ক্লিক-ক্লিক করে স্থিরচিত্রও তোলা হচ্ছে।

'ইন্টারেস্টিং,' এক সময় শান্ত গলায় বললেন কমান্ডার কালভিন। 'খোলের প্রতি বর্গফুট পরীক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু বুদ্বুদ দেখলাম খুবই কম।'

'ব্যাপারটা সত্যি অস্বাভাবিক,' বলল ফেলান। 'এর আগে আমরা রেসকিউ অপারেশন চালিয়েছি মাত্র দুটো সাবমেরিনে। একটা জার্মান, একটা রাশিয়ান। দুটো সাবমেরিনই সারফেসে জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ডুবে যায়। সংঘর্ষের অনেক পরেও ঝাঁক ঝাঁক বুদ্বুদ উঠতে দেখেছি আমরা—দুটো থেকেই।'

ভিউ পোর্টের বাইরে মন খারাপ করে তাকিয়ে আছে মুরল্যান্ড। 'পানি ঢুকছিল শুধু এঞ্জিন রূম আর ব্যাগেজ কমপার্টমেন্ট, এই দু'জায়গা দিয়ে। এতক্ষণে ওগুলো নিশ্চয়ই পুরোপুরি পানিতে ভরে গেছে, রিলিজ করার মত আর কোন এয়ার নেই।'

ক্ষতিগ্রস্ত জায়গাগুলোর আরও কাছাকাছি সাবমারসিবল্ নিয়ে এল ফেলান। বিস্ফোরণের ফলে বোটের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ভেতর দিকে বেঁকে গেছে। পোর্টের দিকে হাত তুলল সে। 'ক্ষতগুলো আকারে কিন্তু খুব বড় নয়।'

'তবে বোট ডোবাবার জন্যে যথেষ্ট বড়।'

'ব্যালাস্ট ট্যাংক? ওগুলো ভাঙেনি তো?' কালভিন জানতে চাইলেন।

'না,' জবাব দিল মুরল্যান্ড, 'সব ক'টা অক্ষত আছে। কিন্তু ক্যাপটেন অগাস্টাস ওগুলো খালি করা সত্ত্বেও খোলের ভাঙা অংশ দিয়ে ঢোকা পানিতে বোট তলিয়ে গেল। পানির যে প্রচণ্ড তোড়, পাম্পগুলো কুলিয়ে উঠতে পারেনি। বোট রক্ষা পেয়েছে ওয়াটারটাইট দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়ায়, এঞ্জিন রূম আর কার্গো কমপার্টমেন্টই শুধু পানিতে ভরে ওঠে।'

'বিরাট একটা ট্র্যাজিডিই বলতে হবে,' ধীরে ধীরে বললেন কমান্ডার কালভিন, পোর্টের দিকে আঙুল তুলে খোলের ভাঙা অংশ দুটো দেখাচ্ছেন।

'ওগুলো এক কি দু'ফুট ছোট হলে বোটটা হয়তো সারফেসে উঠে যেতে পারত।'

'স্যার, আমি বলি কি, ওপরে ফিরে যাবার আগে এস্কেপ হ্যাচটা চেক করে নিই।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' চীফ ফেলানকে অনুমতি দিলেন কমান্ডার কালভিন। 'ওটার ঠিক ওপরে নিয়ে চলো আমাদের, দেখি কি অবস্থা। ভাগ্য ভাল হলে ওপর থেকে ক্রু এনে জ্যাম ছাড়ানোর ব্যবস্থা করা যাবে।'

রেসকিউ ভেহিকেলকে এমারেল্ড মার্লিনের ওপর দিয়ে গাইড করে নিয়ে এল ফেলান, থামাল হ্যাচের একটু ওপরে আর একটু পাশে। বিস্ফোরণের ফলে কি ক্ষতি হয়েছে ফেলান ও কালভিন দু'জনেই সময় নিয়ে দেখলেন।

'আমি হতাশ বোধ করছি,' বলল ফেলান।

কমান্ডার কালভিনকেও আশাবাদী বলে মনে হলো না। 'হ্যাচের নিচে চারধারে যে সীলিং ফ্ল্যাঞ্জ বা কানা থাকে সেটা ছিঁড়ে ফালাফালা হয়ে গেছে। রেসকিউ চেম্বারে যে এয়ার লক আছে মেরামতের কাজে সেটা ব্যবহার করার কোন উপায় দেখছি না আমি, কারণ খোল এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে এয়ারটাইট সীল লাগানো, পাম্প করে পানি বের করা, তারপর কাটিং টর্চ সহ ক্রুদের কাজ করতে পাঠানো সম্ভব নয়।'

'ডাইভাররা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'এরকম গভীরতায় ওরা যে একদম কাজ করে না তা তো নয়।'

'থাকতে হবে একটা ডিকমপ্রেশন চেম্বারে, কাজ করতে হবে পালা করে। সাইটে চেম্বার এনে মেরামতের কাজ শেষ করতে চারদিন লেগে যাবে। ততক্ষণে–,' কমান্ডারের কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে থেমে গেল।

এস্কেপ হ্যাচের ছিন্নভিন্ন অংশটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওরা। হঠাৎ করে মুরল্যান্ডের বড় বেশি ক্লান্ত মনে হলো নিজেকে। এরজন্যে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব নাকি সর্বগ্রাসী হতাশা দায়ী, জানে না। সে একজন কোয়ালিফাইড এঞ্জিনিয়ার হিসেবে খুব বোঝে যে বোটের ভেতর পানি ঢুকতে না দিয়ে হ্যাচ ভাঙা সম্ভব নয়, আর পানি একবার ঢুকতে শুরু করলে সেটাকে থামাবার সাধ্য কারও নেই, ফলে ছয়শো সতেরোজনের একজনকেও ওরা বাঁচাতে পারবে না। এই পরিস্থিতিতে যে-কোন চেষ্টা নিষ্ফল হতে বাধ্য। রেসকিউ ভেহিকেল নিয়ে হ্যাচটার ওপর আরও এক মিনিট স্থির হয়ে থাকল চীফ ফেলান।

'আমাদের একটা প্রেশার চেম্বার দরকার। সারফেস থেকে খোলের ওপর নামাতে হবে ওটাকে, একটা সীল তৈরি করতে হবে, তারপর প্লেট কেটে বড় একটা গর্ত তৈরি করতে হবে যাতে সবাইকে বের করে এনে ডীপ ওয়ার্কারে তোলা যায়।' পদ্ধতিটা এমন হালকা সুরে ব্যাখ্যা করলেন কমান্ডার কালভিন, এ যেন পানির চেয়েও সহজ একটা কাজ।

'তাতে কি রকম সময় লাগবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'কাজটা আমাদের আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করতে পারা উচিত।'

'তাহলে কোন লাভ নেই,' ধারণাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল মুরল্যান্ড। 'বোটের ভেতর যে বাতাস আছে তাতে ওদের মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা চলবে। আপনি

প্যাসেজ খুলে প্রকাণ্ড একটা কফিনে পৌঁছাবেন।'

'আপনার কথাও ঠিক,' বললেন কালভিন। 'তবে সিঙ্গাপুরে থেকে ফ্যাক্সে বানানো বোটটার যে প্ল্যান আমরা দেখেছি, তাতে একটা আউটসাইড এয়ার কানেক্টর আছে–রাখা হয়েছে ঠিক এ-ধরনের ইমার্জেন্সির কথা ভেবে। সারফেস থেকে নামানো একটা হোসপাইপ ওই কানেক্টরে ঢোকাতে হবে। কানেক্টরটা কোথায় জানেন? স্টার্নে, ফিনের ঠিক সামনে।'

ঘামছে মুরল্যান্ড, ঠাণ্ডা লাগছে, তুলোর মত হালকা হয়ে গেছে শরীরটা। 'হোসপাইপ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমাদের কাছে হোসসহ একটা পাম্প আছে, পানির চাপ সহ্য করার ক্ষমতা প্রতি বর্গইঞ্চিতে এক হাজার পাউন্ডেরও বেশি। ওটা রেডি করতে আমাদের সময় লাগবে খুব বেশি হলে···এই ঘণ্টা তিনেক।'

'কি, আপনাকে চিন্তা করতে বারণ করিনি?' মুরল্যান্ডের দিকে ফিরে হাসল চীফ ফেলান। 'বোটে যারা আছে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা সবচেয়ে জরুরী, তারপর ধীরে-সুস্থে একটা শুকনো পথ তৈরি করে উদ্ধার করা হবে সবাইকে।'

মুরল্যান্ড বলল, 'ভেতরে যে একটা এয়ার ইমার্জেন্সি ইনলেট আছে, সে আমি জানি। তবে বাইরের কানেক্টরটা একবার চেক করে দেখা দরকার।'

কমান্ডারের অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে সাবমারসিবল ঘুরিয়ে নিল চীফ ফেলান, রওনা হলো স্টার্ন ফিন-এর সামনের দিকে। এই ফিন খাড়া হয়ে সারফেসের দিকে প্রসারিত, এটাতেই জায়গা করে নিয়েছে বোটের লাউঞ্জ। চীফ ফেলান ভেহিকেল থামাল ছোট গোলাকার একটা চেম্বারের ওপর, ফিনের গোড়ায় খোলের সঙ্গে সংযুক্ত। 'এটাই কি এয়ার কানেক্টরের হাউজিং?' জানতে চাইল সে।

'তাই তো হবার কথা,' কমান্ডার কালভিন বললেন, চোখ বুলাচ্ছেন বোটের নকশায়।

'দেখে তো মনে হচ্ছে অক্ষত।'

'সকল প্রশংসা তাঁর,' সিলিঙের দিকে তাকাল চীফ ফেলান। 'এখন আশা করা যায় সমস্যার সমাধান আমরা করতে পারব।'

'আপনাদের কাছে ম্যানিপুলেটরস রয়েছে,' বলল মুরল্যান্ড, এখুনি উৎসবে যেতে উঠতে রাজি নয়। 'ঢাকনিটা তুলে নিশ্চিত হয়ে নিন না, আপনাদের হোস ফিটিং কানেক্টরের সঙ্গে ম্যাচ করে কিনা?'

'কথাটায় যুক্তি আছে,' বললেন কালভিন। 'এখানে যখন আমরা রয়েছিই, জোড়া লাগাবার প্রস্তুতিটা সেরে রাখলে পরে সময় বাঁচবে।' সীটে ঘুরে বসে হ্যান্ড গ্রিপ সহ ছোট একটা রিমোট তুলে নিয়ে জোড়া ম্যানিপুলেটরের ধাতব বাহু দুটো অপারেট করতে শুরু করলেন। অত্যন্ত সাবধানে চারটে তালা খুললেন, চেম্বারের প্রতি দিকে একটা করে। তারপর কজার উল্টো দিকটা তুললেন।

এরকম কিছু দেখবে বলে ওরা আশা করেনি। এয়ার হোসের সঙ্গে সংযুক্ত হোস ফিটিঙের জন্যে যে স্ত্রী-ফিটিংটা থাকার কথা, সেটা নেই। দেখে মনে হলো বাড়ি মেরে জিনিসটাকে প্রথমে ঢিলে করার চেষ্টা হয়েছে, তারপর সরানো হয়েছে

বড় হাতুড়ি আর বাটালির সাহায্যে।

'এই কাজ কে করবে!' কমান্ডার কালভিন বিস্ময়ে বিমূঢ়।

'সাংঘাতিক কোন ধূর্ত ঘাতক,' নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিড়বিড় করল মুরল্যান্ড, গোটা অস্তিত্বে খুনের নেশা অনুভব করছে।

'ওদের বাতাস ফুরিয়ে যাবার আগে রিপ্লেসমেন্ট ও মেরামতের কাজ শেষ করা সম্ভব নয়,' চীফ ফেলান বলল, ক্ষতিগ্রস্ত কানেক্টরটা খুঁটিয়ে দেখছে।

'আপনারা বলতে চাইছেন কয়েকশো লোক মারা যাবে আর আমরা সেটা মাটির তৈরি পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, এখনি না কেঁদে ফেলে।

চীফ ফেলান আর কমান্ডার কালভিন পরস্পরের দিকে তাকালেন, ভাব দেখে মনে হলো মরুঝড়ের মধ্যে পড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। বলবার মত কিছুই তাঁরা খুঁজে পাচ্ছেন না। পদে পদে বাধা পেয়ে অবিশ্বাস ও বিস্ময়ের ঘোর লেগে গেছে।

মুরল্যান্ডের অনুভূতি হলো সে বাস্তব জগতে নেই। আকস্মিক কোন দুর্ঘটনায় ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর মৃত্যু মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়, তবে সে বেঁচে নেই এই সত্যটা ধীরে ধীরে মনে প্রতিষ্ঠা পায়। এখানে পরিস্থিতিটা মোটেও সে-রকম নয়। রানা বেঁচে আছে, কিন্তু ওকে সাহায্য করতে না পারলে বেঁচে থাকবে না। দূরত্ব সামান্যই, অথচ ওকে সাহায্য করার কোন উপায় কারও জানা নেই। অসহায় তুমি, অপেক্ষা করো, দেখো কখন মরে। এ বোধহয় শুধু পাগলই সহ্য করতে পারবে, কিংবা এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে গেলে যে-কোন মানুষ পাগল হতে যেতে বাধ্য। রানা মারা যাবে কেন? কারণ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ওর নাগাল পাচ্ছে না। এ স্রেফ গ্রহণযোগ্য নয়। শোকে বিভ্রান্ত একজন মানুষ ঈশ্বরকে অমান্য করতে যাচ্ছে। কিছু একটা করতে মুরল্যান্ড দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; যে-কোন কিছু, এমন কি ওকে যদি পাঁচশো পঞ্চাশ ফুট ওপর থেকে ডাইভ দিয়ে নিজের সর্বনাশ করতে বলা হয় তা-ও সে করবে।

চেহারায় গভীর অনিশ্চয়তার ছাপ, কমান্ডারের অনুমতি না নিয়েই চীফ ফেলান ব্যালাস্ট ট্যাংক খালি করে এমারেল্ড মার্লিনের ওপর থেকে ডীপ ওয়ার্কারকে সরিয়ে নিল, তারপর রওনা হলো সারফেসের দিকে। তিনজনই ওরা অনুভব করল, যদিও বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করতে চাইছে না–এমারেল্ড মার্লিনের ভেতর থেকে প্যাসেঞ্জাররা ওদেরকে ফিরে যেতে দেখছে, তবে এখনও জানে না ওদের বাঁচার কোন আশা নেই।

চার

এমারেল্ড মার্লিনের ভেতর পরিবেশ প্রায় ভৌতিকই বলতে হবে। প্যাসেঞ্জাররা যে যার সময় ও অভ্যাস মত ডাইনিং রুমে ঢুকে যাচ্ছে, ক্যাসিনোয় জুয়া খেলছে, লাইব্রেরিতে বসে পত্রিকা বা বই পড়ছে, তারপর ঘুমাবার জন্যে বিছানায় উঠছে,

যেন তাদের আনন্দভ্রমণে কোথাও কোন ছেদ পড়েনি। কেউ যদি খেয়াল করেও থাকে যে অক্সিজেনের মাত্রা ধীরে ধীরে কমছে, কারও চেহারা বা আচরণ দেখে তা বোঝা গেল না। নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে তারা হালকা সুরে আলাপ করল, লোকে যেভাবে আবহাওয়া নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলে। সবাই যেন চোখ বুজে আছে, অমোঘ নিয়তিকে স্বীকৃতি দিতে চাইছে না।

প্যাসেঞ্জাররা বেশিরভাগই বিভিন্ন দেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক, তাঁদের বয়সও একটু বেশি। কিছু আছে তরুণ দম্পতি, এখনও সন্তানের মা-বাবা হয়নি। অবিবাহিত তরুণ-তরুণী সব মিলিয়ে ডজন দুয়েক। আর আছে একমাত্র ইভ্যাকিউয়েশন পড়ে চড়ে সারফেসে ফিরে যাওয়া শিশু-কিশোরদের বাবারা। সার্ভিস ক্রুরা নিজেদের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছে–ডিউটি দিচ্ছে টেবিলে, গ্যালিতে রান্না করছে, স্টেট রুম পরিষ্কার করছে, থিয়েটারে অভিনয় করছে বা সার্কাস দেখাচ্ছে। তবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে শুধু এঞ্জিন রুমের ক্রুরা। জেনারেটর আর পাম্পগুলো সারাক্ষণ চালু রেখেছে তারা, ওগুলো থেকে এখনও পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়া যাচ্ছে। ভাগ্য ভাল যে এগুলো এঞ্জিন রুমে নয়, আলাদা একটা কমপার্টমেন্টে ছিল, বিস্ফোরণের পরপরই সীল করে দেয়া হয়।

রেসকিউ ভেহিকেলকে সারফেসে ফিরে যেতে দেখে রানা বুঝতে পারল সবচেয়ে খারাপ ঘটনাটাই ঘটতে চলেছে। ওর ভয়টাকে সত্যি বলে জানাল মুরল্যান্ডের ফোন কল। তারপর কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে, এই মুহূর্তে রানা ব্রিজ কন্ট্রোল রুমে, চার্ট টেবিলে বসে বোটের নকশাগুলো বারবার পরীক্ষা করছে। কি খুঁজছে নিজেও জানে না, তবে সেটা পেলে ঠিকই চিনতে পারবে–ছোট্ট, সূক্ষ্ম কোন সূত্র। যে সূত্র ওদেরকে বাঁচার পথ দেখাবে। কোন উপায়ই নেই, এ কি হতে পারে?

ধীর পায়ে ব্রিজে ঢুকলেন ক্যাপটেন অগাস্টাস; প্রকাণ্ড শরীর, বাঘের মত চেহারা, কিন্তু এই মুহূর্তে হাবভাব চোরের মত। যেন মস্ত এক অপরাধ করে অনুতপ্ত। তাঁর মনে যাই ঘটুক, বোঝা গেল রানাকে তিনি বিরক্ত করতে চাইছেন না। চার্ট টেবিলের উল্টোদিকের একটা টুলে ধীরে ধীরে বসলেন তিনি এতটুকু শব্দ না করে। গুরুদায়িত্ব নিয়ে ভারী কাঁধ দুটো তাঁর এখনও ঝুলে আছে। সামান্য একটু হাঁপাচ্ছেন। দু'বার মুখ খুলতে গিয়েও খুললেন না। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন রানার দিকে।

বিশ মিনিট পর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না, অগাস্টাস বললেন, 'একটানা তিন দিন চোখের পাতা এক করেননি। এবার একটু ঘুমালে হয় না?'

'আমি যদি ঘুমাতে যাই, আমাদের কেউ যদি ঘুমাতে যায়, সে ঘুম আর ভাঙবে না।'

'মিথ্যে বলে এ পর্যন্ত পার পেয়েছি,' অগাস্টাস কাতর কণ্ঠে বললেন। 'কিন্তু সত্যকে আর তো চেপে রাখা যাচ্ছে না। সবাই ওরা বুঝে ফেলছে। ওরা দুর্বল, হয়তো সেজন্যেই রক্তারক্তি কোন কাণ্ড ঘটবে না।'

লাল চোখ দুটো রগড়াল রানা, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কফিতে একটা চুমুক দিল, তারপর আবার মনোযোগ দিল বোটের নকশায়–এবার নিয়ে সম্ভবত একশোরও

বেশি বার। 'একটা চাবি তো থাকতেই হবে, তাই না?' নিচু গলায় যেন নিজে সঙ্গেই কথা বলছে ও। 'হোস লাগিয়ে বোটে তাজা বাতাস ঢোকানোর কোন কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে।'

রুমাল বের করে ভুরুর ঘাম মুছলেন অগাস্টাস। 'ছিল। হ্যাচ আর এয় কানেক্টর নষ্ট করে দেয়ার পর আর কোন উপায় নেই। এখন খোলে যদি কো গর্ত করা হয়, বোটের বাকিটুকুও পানিতে ভরে যাবে। দুঃখজনক হলেও, নির্ম সত্যকে আমাদের মেনে নেয়া উচিত। ড্যামেজ মেরামত করতে, একা এয়ারটাইট সীল তৈরি করতে, তারপর খোল পেনিট্রেট করতে নেভির যে সম লাগবে তার অনেক আগেই আমাদের বাতাস শেষ হয়ে যাবে।'

'আমরা জেনারেটরগুলো বন্ধ রাখতে পারি। তাতে কয়েক ঘণ্টা অতিরি সময় পাওয়া যাবে।'

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন অগাস্টাস। 'একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বেচা প্যাসেঞ্জারদের স্বাভাবিক জীবন কাটাতে দিন। তাছাড়া, পাম্পগুলো চালু রাখ হলে জেনারেটর বন্ধ করা যাবে না। পাম্প বন্ধ হয়ে গেলে ভরা কমপার্টমেন্টগু থেকে পানি উপচাতে শুরু করবে।'

বোটের ডাক্তার, ডক্টর নক্স ঢুকলেন কন্ট্রোল রুমে। আগেই রিপোর্ট ক হয়েছে, ডক্টর নক্সের হসপিটালে কোন বেড খালি নেই। প্যাসেঞ্জাররা দলে দ তাঁর কাছে এসে মাথাব্যথা, অনিদ্রা আর বমির ওষুধ চাইছে।

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে প্রায় আঁতকে উঠল রানা। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শ একজন মানুষ এই অল্পসময়ের ভেতর এতটা কিভাবে বদলান! রানার সামনে যে ডক্টর নক্সের ভূত দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর ভয় হলো, ভদ্রলোক না পড়ে যান 'আমাকেও কি আপনার মত দেখাচ্ছে?'

ডক্টর নক্স জোর করে হাসার চেষ্টা করলেন। 'বিশ্বাস করবেন কিনা জা না-আরও খারাপ।'

'বিশ্বাস করলাম।'

ঠিক বসলেন না, ডক্টর নক্স যেন ধপ করে একটা চেয়ারে পড়ে গেলেন 'আমাদের সমস্যা হলো অ্যাস্‌ফিকসিয়া। রক্তে অক্সিজেনের অভাব। আমরা ক অক্সিজেন নিচ্ছি, বেশি কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ছি।'

'গ্রহণযোগ্য মাত্রাটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'অক্সিজেন, বিশ পার্সেন্ট। কার্বন ডাইঅক্সাইড, এক পার্সেন্টের দশ ভাগে তিন ভাগ।'

'এখন আমাদের কি অবস্থা?'

'অক্সিজেন আঠারো পার্সেন্ট.' জবাব দিলেন ডক্টর নক্স। 'কার্বন ডাইঅক্সাই চার পার্সেন্টের কিছু বেশি।'

'আর ডেঞ্জার লিমিট?' ক্যাপটেন অগাস্টাসের পাথুরে চেহারা থেকে কর্ক আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'যথাক্রমে ষোলো আর পাঁচ পার্সেন্ট। এরপর কোন বিষয়ে গভীর মনোযো দেয়া সাংঘাতিক বিপজ্জনক।'

'আর বিপদ!' বিড়বিড় করল রানা।

যে প্রশ্নের মুখে কেউ পড়তে চায় না, ডক্টর নক্সকে সেই প্রশ্নটা করলেন ক্যাপটেন অগাস্টাস। 'আমাদের হাতে সময় আছে কতটুকু?'

'আমার মত আপনারাও অক্সিজেনের অভাব টের পাচ্ছেন,' শান্ত ভঙ্গিতে বললেন ডক্টর নক্স। 'দু'ঘণ্টা, কিংবা আড়াই ঘণ্টা, তার বেশি অবশ্যই নয়।'

'মূল্যবান ধারণা দেয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, ডক্টর নক্স,' আন্তরিক সুরে বললেন অগাস্টাস। 'ফায়ার ক্রুদের রেসপারেটার পেলে কিছু প্যাসেঞ্জারকে আরও কিছুটা সময় বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন কি?'

'আমি জানি কাদেরকে। বিশের নিচে বয়স, সংখ্যায় প্রায় দশজন। যতক্ষণ পারি ওদেরকে আমি অক্সিজেন সাপ্লাই দেব।' ক্লান্ত শরীরটা নিয়ে ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়লেন ডাক্তার। 'আমি বরং তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ফিরে যাই। সন্দেহ করছি বড় একটা লাইন দেখতে পাব।'

ডাক্তার ফিরে যাবার পর রানা আবার মন দিয়ে নকশাগুলো ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করল। 'যে-কোন জটিল সমস্যার সহজ একটা সমাধান আছে,' ফের সেই নিজের সঙ্গে কথা বলছে, তবে ভঙ্গিটা এবার একজন দার্শনিকের।

'সেটা পাওয়া গেলে,' কৌতুকবোধের পরিচয় দিয়ে বললেন অগাস্টাস, রানার কথা শুনে ফেলেছেন, 'আমাকে জানাতে ভুলবেন না।' টুল ছেড়ে সিধে হলেন, ভারী শরীরটাকে দরজার দিকে ধীরে ধীরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। 'যাই। ডাইনিং রুমে আরেকবার চেহারা দেখাবার সময় হয়েছে। গুড লাক।'

জোর করে মাথা ঝাঁকাল রানা।

ধীরে ধীরে অবশ করা একটা ভয় ঢুকে পড়ছে ওর মনে। মৃত্যুভয় নয়। এতগুলো মানুষের জীবন ঝুলে আছে ওর একটা সমাধান খুঁজে পাবার ওপর, সেটা না পাবার ভয়। তবে কয়েক মুহূর্ত পর এই অনুভূতি ওর বোধ-বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে দিল, সব কিছু অস্বাভাবিক স্বচ্ছ ও পরিষ্কারভাবে দেখতে ও বুঝতে পারছে। তারপরই ঘটল প্রায় একটা অলৌকিক ঘটনা, যেন অদৃশ্য কেউ সাহায্য করায় একটা গোপন রহস্য উদ্ঘাটিত হলো। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটল, একটা ঝাঁকি খেয়ে মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল রানা। সমাধানটা সত্যি সহজ। মনে পড়লও প্রায় অনায়াসে। এরকম কত রহস্যই তো কত মানুষের কাছে ফাঁস হচ্ছে, অন্যদের মত রানারও মনে হলো এত সহজ সমাধানটা আগে কেন দেখতে পায়নি ও?

লাফ দিয়ে সিধে হয়েই ছুটল রানা, পায়ের ধাক্কায় টুলটা ফেলে দিল, তারপর কনসোলের পাশ থেকে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল ফোনটা। এই ফোনের তারই সারফেসের দিকে উঠে বয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। 'ববি! লাইনে আছ?'

'আছি,' গম্ভীর, থমথমে গলা।

'আমি সম্ভবত উত্তরটা জানি! না, আমি নিশ্চিত, এটাই উত্তর।'

বন্ধুকে চেনে মুরল্যান্ড। এরকম ব্যাকুলতা ওর স্বভাববিরুদ্ধ। বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে সে বলল, 'এক মিনিট। লাইনটা ব্রিজ স্পীকারে জোড়া লাগিয়ে দিই, কমান্ডার কালভিন সহ জাহাজের সবাই শুনুন তুমি কি বলতে চাও।'

একমুহূর্তের বিরতি, তারপর আবার তার গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, বলো।'

'এয়ারহোস রেডি করে নিচে নামাতে কতক্ষণ সময় নেবে তোমরা?'

'অবশ্যই আপনি জানেন, মিস্টার রানা, হোস পাইপ জোড়া লাগানো সম্ভব নয়,' বললেন কমান্ডার কালভিন, জলভরা মেঘের মত ভারী হয়ে আছে তাঁর চেহারা।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ও-সব আমি জানি,' দ্রুত বলল রানা, ধৈর্য ধরে রাখতে কষ্ট হচ্ছে। 'শুধু বলুন কত তাড়াতাড়ি বাতাস পাম্প করতে পারবেন।'

ব্রিজের আরেক প্রান্তে, চীফ ফেলানের দিকে তাকালেন কমান্ডার কালভিন। ফেলান পায়ের সামনে এমন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন বোঝার চেষ্টা করছে ডেকের নিচে কি থাকতে পারে।

'এয়ার পাম্প করতে আমরা সময় নেব তিন ঘণ্টা,' মুখ না তুলেই জবাব দিল চীফ ফেলান।

'হয় দু'ঘণ্টার মধ্যে সারুন, না হয় ভুলে যান।'

'তাতে লাভটা কি, শুনি? হোস তো আমরা জোড়া লাগাতে পারব না।'

'আপনার পাম্প কি এই গভীরতায় চারপাশের পানির চাপ সহ্য করতে পারবে?'

'প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে এক হাজার পাউন্ড,' জবাব দিল চীফ ফেলান। 'আপনার গভীরতায় পানির যে চাপ, তারচেয়ে কয়েকগুণ বেশি।'

'ভেরি গুড।' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রানা। মাথার ভেতরটা কেমন ঝিম-ঝিম করছে ওর। 'হোসটা তাড়াতাড়ি নিচে নামান। লক্ষণ দেখা দিয়েছে-লোকজন এবার ঢলে পড়বে। ভেহিকেলের ম্যানিপুলেটর ব্যবহার করার দরকার হবে, তৈরি থাকবেন।'

'দয়া করে বলবেন কি, আসলে ঠিক কি করতে চান আপনি?' একটু যেন রাগের সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন কমান্ডার কালভিন।

'আপনি সাইটে আসুন, তখন ব্যাখ্যা করব। পৌঁছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন পরবর্তী ইনস্ট্রাকশনের জন্যে।'

পড়িমরি করে ছুটে কন্ট্রোলরুমে ঢুকেছে কেমপ্রেসো, গোল্ডেন মেডিফিসের সঙ্গে রানার আলাপ প্রায় সবটুকুই শুনতে পেয়েছে। 'আমাকে অন্তত বলুন। কি লুকিয়ে রেখেছেন আস্তিনে?'

'দারুণ একটা আইডিয়া,' বলল রানা। 'এত ভাল আইডিয়া খুব কমই পেয়েছি আমি।'

'আপনি এই সাবমেরিনে কিভাবে বাতাস ঢোকাতে চান?'

'চাই না।'

এমন দৃষ্টিতে তাকাল কেমপ্রেসো, রানা যেন এরই মধ্যে মারা গেছে। 'তাহলে আপনার আইডিয়া দারুণ হলো কি করে?'

'সহজেই,' সহজ সুরে ব্যাখ্যা করল রানা। 'কথায় আছে না-ইফ মহম্মদ উড নট গো টু দা মাউন্টেন...'

'আপনার কথার কোন অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না।'

'সেক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে দেখতে থাকুন,' রহস্য করে বলল রানা। 'ব্যাপারটা কিছুই না, স্রেফ ফিজিক্সের একটা মূলসূত্র, হাইস্কুলে পড়ানো ও পরীক্ষা করানো হয়।'

পাঁচ

এমারেল্ড মার্লিন সম্ভবত জলমগ্ন একটা কবরস্থানে পরিণত হতে চলেছে। বাতাস দূষিত হবার মাত্রা ভীতিকর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। লোকজনের হাবভাব ও আচরণ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জ্ঞান হারাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। পৃথিবী ত্যাগ করার তিনটে ধাপের এটাই প্রথম। পরের দুটো-কোমা ও মৃত্যু। কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রুত এমন এক মাত্রায় পৌঁছাচ্ছে, যে মাত্রায় প্রাণধারণ সম্ভব নয়। রানা ও কেমপ্রেসো, ব্রিজে শুধু ওরা দু'জনই, কোন রকমে দাঁত কামড়ে পড়ে আছে।

অক্সিজেনের অভাবে মন ও মাথা ঠিকমত কাজ করছে না, ফলে প্যাসেঞ্জাররা বোধ-বুদ্ধিহীন আর অলস হয়ে পড়ছে। শেষ সময়টায় চলে এসে আতংকে অস্থির হলো না কেউ, কারণ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পারছে না যে মৃত্যুর এত কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তারা। ডাইনিং রুমে এখনও যারা বসে আছে তাদের সঙ্গে কথা বলছেন ক্যাপটেন অগাস্টাস। এমন সব শব্দ ব্যবহার করে তিনি তাদেরকে বেঁচে থাকার উৎসাহ যোগাতে চাইছেন, যে শব্দগুলো তাঁর নিজের কাছেই অর্থহীন। ব্রিজে ফেরার পথে রয়েছেন, এই সময় করিডরে তাঁর হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, কার্পেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। প্রৌঢ় এক দম্পতি ধীরগতিতে পাশ কাটাল তাঁকে, শূন্যদৃষ্টিতে দেখল ক্যাপটেন পড়ে আছেন। নিজেরাই বারবার হোঁচট খাচ্ছে, যে-কোন মুহূর্তে ঢলে পড়বে, তাদের আর কি প্রতিক্রিয়া হবে।

কন্ট্রোল রুমে দুর্বোধ্য প্রলাপ বকছে কেমপ্রেসো, মৃত্যুর প্রথম ধাপ থেকে তার দূরত্ব খুব বেশি নয়, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে। রানার অবস্থা এভাবে বর্ণনা করা যায়-গুণে গুণে ষাট সেকেন্ড পর ওর কপালে কি আছে ভাবতে নিজেই ভয় পাচ্ছে ও। ছোট হতে হতে আকাঙ্ক্ষার চেহারা দাঁড়িয়েছে-'একটা মিনিটও যদি বাঁচি!' কামরার ভেতর যে সামান্য অক্সিজেন অবশিষ্ট আছে সেটুকু ফুসফুসে ভরার জন্যে বড় করে শ্বাস টানছে রানা। 'কোথায় তোমরা?' প্রশ্নটা করার পর নিজেই ভাবল, প্রলাপ বকছি, তারপর যেন এই প্রথম খেয়াল করল ওর হাতে ফোনের রিসিভার রয়েছে। 'আমরা তো প্রায় শেষ।'

'আসছি!' মুরল্যান্ডের গলায় মরিয়া সুর। 'পোর্ট দিয়ে তাকাও। আমরা কন্ট্রোল রুম গম্বুজের দিকে পৌঁছাব।'

টলছে রানা, দু'পা এগিয়ে এক পা পিছাচ্ছে। কনসোল কন্ট্রোলের সামনে মেইন পোর্ট। বিদ্রূপাত্মক এক চিলতে হাসি ফুটল ঠোঁটে। নিজেকেই চ্যালেঞ্জ করছে মাসুদ রানা-ওখানে অন্তত এ জীবনে তোমাকে পৌঁছাতে হচ্ছে না, সে

ক্ষমতাই তোমার নেই। পৌঁছানোর পর ভুলে গেল আদৌ কেউ কাউকে চ্যালেঞ্জ করেছিল কিনা। পোর্টের বাইরে তাকাতে ডীপ ওয়ার্কারকে নেমে আসতে দেখল। 'সঙ্গে হোস আছে তো?' প্রশ্নটা শোনার পর উপলব্ধি করল এটা ওর নিজেরই গলা।

'আপনি বললেই পাম্প করার জন্যে তৈরি,' জবাব দিল চীফ ফেলান। সারফেস থেকে অপারেশনের নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে গোল্ডেন মেডিফিসে রয়ে গেছেন কমান্ডার কালভিন।

'নিচে নামুন। নামতে থাকুন। মেঝের সঙ্গে ঘষা খান। তারপর এঞ্জিন রূমের উল্টোদিকে খোল যেখানটায় ভেঙেছে সেদিকে এগোন।'

'রওনা হয়ে গেছি,' জানাল মুরল্যান্ড, এখনও জানতে চাইছে না ঠিক কি করতে চায় রানা।

পাঁচ মিনিট পর মুরল্যান্ড রিপোর্ট পাঠাল রানাকে, 'বিস্ফোরণে তৈরি গর্তের লেভেলে পৌঁছেছি আমরা।'

ওদের সব কথা সারফেস থেকে কমান্ডার কালভিনও শুনতে পাচ্ছেন।

বাতাসের জন্যে এই যুদ্ধটাকে কার যেন এক নির্দয় কৌতুক বলে মনে হলো রানার, বিশেষ করে যখন দেখতে পাচ্ছে সারা জীবনে যতটুকু লাগবে তারচেয়ে অনেক বেশি বাতাস রয়েছে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিস্ফোরণ হয়ে বেরিয়ে এল শব্দগুলো, 'ম্যানিপুলেটর ব্যবহার করে এয়ার হোসের মুখ এঞ্জিন রূমের যতটা পারো ভেতরে ঢোকাও।'

সাবমারসিবলের ভেতর চীফ ফেলান ও মুরল্যান্ড দ্রুত একবার দৃষ্টি বিনিময় করল। মুহূর্তমাত্র দেরি না করে ম্যানিপুলেটরের সাহায্যে এমারেল্ড মার্লিনের ভাঙা খোলের ভেতর হোস ঢোকানোর কাজ শুরু করল মুরল্যান্ড। কাজটা শেষ করতে দশ মিনিট লেগে গেল তার। একসময় অনুভব করল এঞ্জিন রূমের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছে হোস, আটকে গেছে এঞ্জিন মাউন্টিংগুলোর ফাঁকে। 'হোস পাইপ ভেতরে,' ঘোষণা করল সে।

রানা কথা বলছে–শ্বাস টানার সঙ্গে একটা শব্দ, নিঃশ্বাস ফেলবার সঙ্গে একটা। 'ঠিক…আছে…পাম্প…শুরু…করো…'

আবার রেসকিউ ভেহিকেলে দৃষ্টি বিনিময় করল চীফ ফেলান ও মুরল্যান্ড, তবে এবারও রানার নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করল না ওরা। দেরি করেনি, কমান্ডার কালভিনের কাছে মেসেজ পাঠাল চীফ ফেলান। দু'মিনিটের মাথায় হোস পাইপের মুখ থেকে বিপুল বেগে বাতাস ঢুকতে শুরু করল এঞ্জিন রূমে।

'এটা আমরা কি করছি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, একই সঙ্গে বিস্ময়ে বিমূঢ় ও অশুভ আশঙ্কায় প্রায় অসুস্থ। রানার অস্ফুট কণ্ঠস্বর কোন রকমে শুনতে পাচ্ছে সে, ধরে নিয়েছে বন্ধুকে বাঁচাবার শেষ সুযোগটাও সম্ভবত হাতছাড়া হয়ে গেছে।

'একটা…বোট…তখনই ডোবে, যখন…চাপের…মধ্যে থাকা পানিতে…খোলের…এয়ারস্পেস…ভরাট…হয়ে…যায়–,' কিছুক্ষণ হাঁপিয়ে নিল রানা, তারপর আবার শুরু করল, আগের চেয়ে একটু স্পষ্ট শোনাল গলার আওয়াজ, যেন শরীরের সবটুকু শক্তি আর ফুসফুসের সমস্ত বাতাস কাজে

লাগাচ্ছে ও। 'কিন্তু… এই…গভীরতায়…তোমার হোস থেকে…যে বাতাস বেরুচ্ছে… তার প্রেশার বা চাপ…পানির চেয়ে দ্বিগুণ, ফলে ওই পানিকে তোমার বাতাস…গায়ের জোরে…সাগরে বের করে…দিচ্ছে।' এটুকু ব্যাখ্যা করতেই নিজের শারীরিক শক্তি ও মনোবল যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সব হারিয়ে ফেলল রানা, অবশ শরীরটা ঢলে পড়ল কেমপ্রেসোর পাশে। সে আগেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

ভাঙা খোল থেকে এঞ্জিন রূমের পানি উথলে বেরিয়ে আসছে দেখে হঠাৎ করেই আশার আলো দেখতে পেল মুরল্যান্ড। পাঁচশো পঞ্চাশ ফুট ওপর সারফেস থেকে এয়ার পাম্প এত তীব্র চাপ সৃষ্টি করছে যে এঞ্জিন রূমের ভেতরকার পানি বাতাসকে জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। 'ওহ্, গড! ওহ্, গড! ইট'স ওয়ার্কিং!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বাতাস এঞ্জিন রূমের ভেতর একটা প্রকাণ্ড বুদ্বুদ তৈরি করছে।'

'হ্যাঁ, তা করছে,' বলল চীফ ফেলান, 'কিন্তু ওই বাতাস তো আর কোনভাবেই বোটের অন্য কোন অংশে যেতে পারছে না।'

মুরল্যান্ডের হাসিটাকে কান্নার মত দেখাচ্ছে। যেটাকে রানার পাগলামি মনে হয়েছিল, সেটার ভেতর সমাধান দেখতে পেয়ে বন্ধুর জন্যে গর্বে হাসছে সে। ভাবাবেগে আক্রান্ত হলে কোন কোন হাসি-কান্নার মত দেখাতেই পারে। 'ভাই ফেলান, প্রথম থেকেই ব্যাপারটাকে আমরা ভুল বুঝেছি। আমার বন্ধু বোটের বাতাস বিশুদ্ধ করতে চাননি। উনি বোটটাকে সারফেসে তোলার চেষ্টা করছেন।'

নিচে তাকিয়ে চীফ ফেলান দেখল সাবমেরিন এমারেল্ড মার্লিনের খোল এখনও পলির ভেতর ডুবে রয়েছে। তার সন্দেহ আরও বরং বাড়ল–পলি থেকে মুক্ত হয়ে এই বোট উঠবে বলে মনে হয় না। একটু পর সে শান্ত সুরে বলল, 'আপনার বন্ধু কোন সাড়া দিচ্ছেন না।'

'রানা!' ফোনে গর্জন করে উঠল মুরল্যান্ড। 'আমার সঙ্গে কথা বলো!'

কিন্তু কোন সাড়া পেল না।

সারফেস থেকে অনেক নিচে একটা বিয়োগান্তক নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে, নেভির সাপোর্ট শিপ গোল্ডেন মেডিফিশের ব্রিজে পায়চারি করতে করতে তা শুনছেন কমান্ডার কালভিন। রানার প্ল্যানটার মধ্যে শুধু বুদ্ধির ঝিলিক নয়, প্রতিভার দ্যুতিও তিনি দেখতে পেয়েছেন। সমাধানটা এত অবিশ্বাস্য মাত্রায় সহজ যে তাঁর মনে সংশয় আছে বাস্তবে এটা কাজ দেবে কিনা।

সাপোর্ট শিপের ব্রিজে সব মিলিয়ে আটজন লোক। ভয় আর হতাশা ভিজে চাদরের মত ঝুলে আছে। সবাই ওরা একটা কথাই ভাবছে–সব শেষ হতে চলেছে, এমারেল্ড মার্লিন টাইটেনিয়ামের তৈরি একটা গোরস্থানে পরিণত হবে। এটা প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে যে ওদের পায়ের নিচে সিকি মাইলেরও কম দূরত্বে ছয়শো সতেরোজন মানুষ জীবনে শেষবারের মত শ্বাস নিচ্ছে। স্পীকারের চারপাশে জড়ো হয়েছে তারা, নিজেদের মধ্যে এত নিচু গলায় কথা বলছে এটা যেন একটা পবিত্র উপাসনালয়, অপেক্ষা করছে ডীপ ওয়ার্কার থেকে কি বলা হয় শোনার আশায়।

'লাশগুলো কি উদ্ধার করবে ওরা?' এ স্রেফ থার্ড অফিসারের একটা জল্পনা।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন কমান্ডার কালভিন। 'এরকম একটা স্যালভিজ অপারেশনে কয়েক মিলিয়ন ডলার খরচ পড়বে। আমার ধারণা, যেহেতু আর কোন লাভ নেই, লাশ নিয়ে কেউ আর টানাটানি করতে চাইবে না।'

একজন তরুণ নাবিক হঠাৎ একটা কাউন্টারে ঘুসি মেরে বসল। 'ওরা রিপোর্ট করছেন না কেন? নিচে কি ঘটছে চীফ ফেলান আমাদেরকে বলছেন না কেন?'

'ইজি, সান। নিজেদের সমস্যায় পাগল হয়ে আছে ওরা, এদিক থেকে বিরক্ত করা উচিত হবে না।'

'বোট ওপরে উঠছে! বোট ওপরে উঠছে!' সাইড-স্ক্যান সোনার অপারেটর ছ'টা শব্দ উচ্চারণ করল, সে এক মুহূর্তের জন্যেও রেকর্ডার থেকে চোখ সরায়নি।

সোনার অপারেটরের কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন কমান্ডার কালভিন, রেকর্ডারের দিকে তাকাতে হাঁ হয়ে গেলেন। এমারেল্ড মার্লিনের ইমেজ নড়ে গেছে। 'সত্যি উঠছে, কোন সন্দেহ নেই,' বলে উঠলেন তিনি।

স্পীকার থেকে বেরিয়ে এল কর্কশ ও একটানা একটা গোঁ-গোঁ শব্দ, নিশ্চিত আভাস পাওয়া গেল বোট পলি থেকে ওঠার সময় টান পড়ায় ধাতব কাঠামো গোঙাচ্ছে, ভাঁজ ভেঙে প্রসারিত হচ্ছে। তারপর ভেসে এল চীফ ফেলানের গর্জন। 'খোদার কসম, বোট নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে! সারফেসের দিকে উঠছে ওটা। এঞ্জিন রূমে বাতাস পাম্প করাটাই ছিল জাদু। সাকশান ভাঙার জন্যে যথেষ্ট বয়ান্সি পেয়ে যায় সাবমেরিন, ছিটকে পলি থেকে বেরিয়ে এসেছে...'

'আমরা বোটের সঙ্গে থাকার চেষ্টা করছি,' তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল মুরল্যান্ড, 'হোসটা যাতে ওটার ভেতর বাতাস পাম্প করতে পারে, তা না হলে আবার ডুবে যাবে।'

'আমরা এখানে তৈরি হয়ে থাকব!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানালেন কমান্ডার কালভিন। তারপর নিজের এঞ্জিনিয়ারিং ক্রুদের নির্দেশ দিলেন, সারফেসে ভেসে ওঠা মাত্র তারা যেন ক্রুজ শিপে উঠে কাটিং টর্চ দিয়ে একটা গর্ত করে খোলের মাথার দিকটায়, যাতে খুব অল্প সময়ের ভেতর বোটের ভেতর পাম্প করে বাতাস ঢোকানো যায়। এমারেল্ড মার্লিন অসম্ভবকে সম্ভব করে সারফেসে যখন উঠে আসছে তখন এ কথা ভাবতে দোষ কি যে প্যাসেঞ্জার আর ক্রুরা বেশিরভাগই বেঁচে আছে। কিংবা হয়তো সময়মত চিকিৎসা ও সেবা-যত্ন পেলে বেঁচে যাবে।

এরপর কমান্ডার কালভিন বিশ মাইলের মধ্যে প্রতিটি বোটকে অনুরোধ করলেন জ্ঞান ফেরাবার ও অক্সিজেন সাপ্লাই দেয়ার ইকুইপমেন্ট থাকলে তারা যেন ফুল স্পীডে ছুটে আসে। কাছাকাছি যত ডাক্তার আছেন তাঁদেরকেও তৈরি থাকতে বলা হলো, খোল কাটা শেষ হওয়া মাত্র প্রথমে তাঁদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে। সময় এখানে সবচেয়ে অমূল্য। অক্সিজেনের অভাবে যে-সব প্যাসেঞ্জার ও ক্রু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে তাদের চিকিৎসা সবার আগে হওয়া চাই।

এমারেল্ড মার্লিন উঠে আসছে, এ-খবর সারফেসের এক ঝাঁক জাহাজে দাবানলের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। শোক ও হতাশায় ম্লান পরিবেশটা অকস্মাৎ হাসি-আনন্দে মুখর হয়ে উঠল। বোট আর জাহাজ বৃত্তাকারে ভাসছে, মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় তাকিয়ে আছে নিষ্পলক এক হাজার চোখ। এইসময় পানিতে

একরাশ বুদ্বুদ মাথাচাড়া দিল, সকালের সূর্যের নিচে বিস্ফোরিত হয়ে খুদে খুদে অসংখ্য রঙধনু তৈরি করছে। তারপর উদয় হলো এমারেল্ড মার্লিন। উথলানো পানির মাঝখানে হঠাৎ করেই দেখা গেল পুরো আকৃতি একসঙ্গে, বোটের তলি কোন দিকে হেলে বা কাত হয়ে নেই। বিরাট একটা ঢেউ চারপাশের বড় বড় বোট আর জাহাজগুলোকে দুলিয়ে দিল, আর ছোট ইয়টগুলোকে ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে দেখে মনে হলো দমকা বাতাসে গাছ থেকে ঝরে পড়া শুকনো পাতা।

'উঠেছে! উঠেছে!' উল্লাস চেপে রাখতে পারলেন না কমান্ডার কালভিন, বাচ্চা ছেলের মত বার কয়েক লাফালেনও। পরমুহূর্তে হাতের বুলহর্ন মুখের সামনে তুলে গর্জে উঠলেন। 'রেসকিউ বোট!' ব্রিজ উইং থেকে দেখতে পাচ্ছেন এরইমধ্যে পানিতে নামানো হয়েছে লঞ্চগুলোকে। 'তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! ওদিকে যাও তোমরা!'

প্রায় স্থির বাতাসকে কাঁপিয়ে দিল বহুলোকের মিলিত উল্লাসধ্বনি। মানুষ আনন্দে চিৎকার করতে করতে গলার আওয়াজ কর্কশ করে ফেলল। অনেকেই শিস দিচ্ছে। থেমে নেই একটাও হর্ন আর সাইরেন। কমান্ডার কালভিনের মতই, চোখে দেখেও দৃশ্যটা কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। পুনরুত্থান-এর ঘটনাটা এত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত, অনেকের জন্যেই যেন তা পুরোপুরি মেনে নেয়া কঠিন। বোট, হেলিকপ্টার আর প্লেনে যে-সব মিডিয়া ক্যামেরাম্যান রয়েছে তারা কমান্ডার কালভিন আর কোস্ট গার্ড কাটার ক্যাপটেনের নির্দেশ ও হুমকি উপেক্ষা করে নিষিদ্ধ পরিধির ভেতর ঢুকে পড়ল। তাদের বেশিরভাগের উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব কাছ থেকে ভাল ছবি তোলা, তবে কিছু লোক যে-কোন মূল্যে ক্রুজ শিপের ভেতর ঢুকতে চায়।

এমারেল্ড মার্লিন ডিমে তা দিতে বসা মুরগীর মত পানিতে স্থির হওয়ামাত্র উদ্ধার-কর্মীদের একটা বাহিনী ওটাকে লক্ষ্য করে ছুটল। প্রথমে পৌঁছে পাশে ভিড়ল গোল্ডেন মেডিফিশের বোটগুলো। কাটিং ইকুইপমেন্ট দিয়ে খোল কাটার নির্দেশ নিজেই বাতিল করে দিয়ে কমান্ডার কালভিন বোর্ডিং ও কার্গো হ্যাচ দিয়ে ভেতরে ঢোকার পরামর্শ দিলেন ক্রুদের। হ্যাচগুলো তো এখন বাইরে থেকেই খোলা সম্ভব, যেহেতু ভেতরে পানি ঢোকার ভয় নেই।

প্রকাণ্ড বোটের পাশেই ভেসে উঠেছে ডীপ ওয়ার্কার। চীফ ফেলান সাবমারসিবলকে ঠিক জায়গা মত ভাসিয়ে রাখছে, এঞ্জিন রূমে হোসটা যাতে ঠিকমত আটকানো থাকে। হোসটা এখনও বাতাস ভরছে এঞ্জিন রূমে। হাতের এক ধাক্কায় হ্যাচ খুলে ফেলল মুরল্যান্ড। চীফ ফেলান বুঝতেই পারেনি কি করতে যাচ্ছে সে, পারলে ঠিকই পিছন থেকে ধরে ফেলত। সাবমারসিবল থেকে পানিতে ডাইভ দিল মুরল্যান্ড, দ্রুত সাঁতার কেটে একটা বোটের দিকে এগোল, বোটের ক্রুরা এমারেল্ড মার্লিনের স্টারবোর্ড সাইডের বোর্ডিং হ্যাচ-এর ল্যাচ বা খিল খুলতে ব্যস্ত। ভাগ্য ভাল বলেই কোস্টগার্ডের রেসকিউ টীমের একজন সদস্য চিনতে পারল মুরল্যান্ডকে, তা না হলে তারা তাকে কাছেই ঘেঁষতে দিত না। টেনে বোটে তোলা হতে, সবার সঙ্গে সে-ও নিজের পেশী কাজে লাগাল হ্যাচটা টেনে খুলতে–পলিতে শুধু ঢাকা পড়েনি, জ্যামও হয়ে গেছে ওটা।

সবাই মিলে টান দিতে হ্যাচ আধ ইঞ্চি খুলল। আবার টানল ওরা। এবার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ বেরুল কজা থেকে, হাঁ হয়ে পুরোটা খুলে গেল। প্রথম এক মুহূর্ত কেউ নড়ার শক্তি পেল না, বোবা হয়ে তাকিয়ে থাকল ভেতরে; অনুভব করল বাসী ও অস্বাস্থ্যকর একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। এ-ও বাতাস, তবে ওরা জানে যে এই বাতাস শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে উপযোগী নয়। জেনারেটরগুলো এখনও চলছে, তাসত্ত্বেও বোটের ভেতরটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে আছে দেখে বিস্মিত হলো ওরা।

ওই একই সময় খোলের উল্টোদিকে অপর এক দল ক্রু পোর্ট হ্যাচ খুলে ফেলল, ফলে মুখোমুখি দুটো পথ পেয়ে দূষিত বাতাস বেরিয়ে গিয়ে বিশুদ্ধ বাতাসকে ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে দিল। ভেতরে পা দিয়ে দু'দল ক্রুই দেখতে পেল ডেকের ওপর লোকজন পড়ে আছে। প্রস্তুতি নেয়াই আছে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু হয়ে গেল। অজ্ঞান লোকজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারল মুরল্যান্ড–ক্যাপটেন অগাস্টাস।

তার আরও জরুরী কাজ আছে, কাজেই সে থামল না। প্রবল একটা দমকা বাতাসের মত বেরিয়ে এল লবিতে। দ্রুত চারদিকে চোখ বুলাল, ঘুরল, তারপর আবার ছুটল। প্যাসেজওয়ে ধরে বো-র দিকে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল রুমে উঠবে। মুরল্যান্ড ছুটছে মরিয়া হয়ে, অনুভব করছে হিম ও তরল কিছুর ভেতর ডুবে যাচ্ছে তার হৃৎপিণ্ড। বাতাস দূষিত হওয়ায় হাঁপাচ্ছে সে। এই দূষিত বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ছে খুব ধীরে। বুকে ভয়ংকর ও কুৎসিত একটা আশঙ্কা নিয়ে কন্ট্রোল রুমে ঢুকল সে। জানে না সারা জীবনের শ্রেষ্ঠতম বন্ধুটিকে হারিয়ে ফেলেছে কিনা।

কেমপ্রেসোর অসাড় শরীরটাকে টপকে রানার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল মুরল্যান্ড। হাত-পা মেলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ও, চোখ বন্ধ, মনে হলো নিঃশ্বাসও বন্ধ। পালস্ খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করার লোক মুরল্যান্ড নয়, সঙ্গে সঙ্গে মাউথ-টু-মাউথ রিসাসিটেশন শুরু করার জন্যে রানার মুখের দিকে ঝুঁকল। কিন্তু হঠাৎ, তাকে চমকে দিয়ে, মায়াভরা চির-পরিচিত সেই চোখ দুটো খুলে গেল, তারপর শোনা গেল নিচু একটা গলা, 'আশা করি মনোরঞ্জন পর্বের এখানেই সমাপ্তি।'

মৃত্যুর এত কাছে এত লোক একই সময়ে আগে কখনও পৌঁছায়নি। কোন ভিলেনকেও বোধহয় এত লোক একসঙ্গে ফাঁকি দিয়ে বেঁচে থাকেনি। এ যেন অসম্ভব, প্রায় অলৌকিক একটা ব্যাপার যে এমারেল্ড মার্লিনের কোন প্যাসেঞ্জার বা ক্রু সত্যি সত্যি মারা যায়নি। সবাইকে ওই মৃত্যুর দরজা থেকে টেনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। মাত্র সতেরোজনকে, বেশিরভাগই বুড়ো-বুড়ি, কোস্ট গার্ড হেলিকপ্টারে তুলে মায়ামির হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হলো। দু'জন বাদে বাকি সবাই কোন ক্ষতিকর প্রভাব ছাড়াই সুস্থ হয়ে উঠল। এই দু'জন মাথাব্যথা আর আচ্ছন্নতায় ভুগছে, ডাক্তাররা পরীক্ষা করে জানালেন, হপ্তাখানেকের মধ্যে এরাও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে।

বোটের ভেতর তাজা বাতাস নতুন করে ঢুকতেই বেশিরভাগ লোক আপনিই সুস্থ হয়ে ওঠে। অক্সিজেন ইকুইপমেন্টের সাহায্যে রিসাসিটেশন প্রয়োজন হলো মাত্র বাহান্নজনের। লং লেলাং ক্রুজ লাইন্স-এর ডিরেক্টররা, নিউজ মিডিয়াও, ক্যাপটেন অগাস্টাসকে 'হিরো' বলে অভিহিত করল, যিনি বড় মাপের একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে দেননি; অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হলো ডক্টর নক্সেরও, যার অক্লান্ত পরিশ্রমেই মৃত্যুহার শূন্যের কোঠায় রাখা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার অভিযানে ভূমিকা রাখার সময় কমান্ডার কালভিন আর তার ক্রুদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও সাহসের স্বীকৃতি দিল নেভি।

গোটা বোট আর তার কয়েকশো প্যাসেঞ্জার ও ক্রুকে বাঁচাতে রানা ও মুরল্যান্ড যে অবদান রাখল, সে-কথা জানবার সুযোগ পেল মাত্র দু'চারজন মানুষ। তবে নিউজ মিডিয়া এক সময় ঠিকই খবর পেয়ে গেল, যে-লোক বঙ্গোপসাগরে ওয়াটারলিলির দু'হাজার লোককে বাঁচিয়েছিল, সে-ই লোকের মাথা থেকেই বেরিয়েছে এমারেল্ড মার্লিনকে সারফেসে ফিরিয়ে আনার বুদ্ধি বা আইডিয়া। অমনি চারদিকে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। কিন্তু রানাকে ওরা পাবে কোত্থেকে! গোল্ডেন মেডিফিশের স্টার্ন হেলিপ্যাডে নুমার একটা কপ্টার নেমেছিল, সেটায় চড়ে অনেক আগেই চলে গেছে ও। ওর সঙ্গে, বলাই বাহুল্য, মুরল্যান্ডও ছিল।

সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্যে রিপোর্টাররা গোটা দুনিয়া চষে ফেলেও রানার কোন হদিশ বের করতে পারল না। রানা যেন একটা গর্তের ভেতরে পড়ে গেছে, তারপর বন্ধ করে দিয়েছে সেটার মুখ।

ছয়

নিউ জার্সির টোহোনো লেক জনবসতি থেকে অনেকটা দূরে। রাজ্যে এটাই সম্ভবত একমাত্র লেক যেটার ধারে কাছে কোন বাড়ি-ঘর নেই। এটা আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মালিক ফ্যালকন করপরেশন; শুধুমাত্র ওপর সারির কর্মকর্তারা এখানে আসার অনুমতি পায়। অধস্তন কর্মচারীরা ত্রিশ মাইল দূরে আরেকটা রিসর্ট লেক ব্যবহার করে আনন্দভ্রমণ বা পিকনিকের জন্যে। টোহোনো যেহেতু নির্জন একটা লেক, তাই চারধারে কোন বেড়া রাখা হয়নি। একমাত্র সিকিউরিটি বলতে পাঁচ মাইল দূরে রাস্তার ওপর তালা দেয়া একটা গেট। রাস্তাটা নিচু পাহাড় আর ঘন বনভূমির ভেতর দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করে এগিয়ে এসে থেমেছে সুদৃশ্য একটা বাড়ির সামনে। বাড়িটা কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি, মুখটা লেকের দিকে। সামনেই বোট হাউস সহ একটা ডক। বোট হাউসে ঠাঁই পেয়েছে কয়েকটা ক্যানু আর রো-বোট। এঞ্জিনচালিত কোন বোট এই লেকে নামানো নিষেধ।

আলবার্ট লোগান ফ্যালকন করপরেশনের কোন কর্মকর্তা নয়। এমনকি ওদের অধস্তন কোন কর্মচারীরও নয়। সে আসলে এলাকার হাতে গোনা কয়েকজন লোকের মধ্যে একজন, যে কিনা 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা সাইনবোর্ড গুরুত্বের সঙ্গে

নেয় না, বনভূমির ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে লেকে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে বসে যায়। লেকটাকে ঘিরে আছে প্রচুর গাছপালা, তার ভেতর ছোট্ট একটা ক্যাম্প ফেলেছে লোগান। এই লেকে প্রচুর ব্যাস মাছ পাওয়া যায়, যেহেতু ধরা হয় খুব কম। মাছ ধরতে খুব পটু, দুপুরের আগেই পাঁচ থেকে দশ পাউন্ড ওজনের কয়েকটা ব্যাস ধরল লোগান। পানিতে নেমে আরেকবার ছিপ ফেলতে যাবে, এইসময় হঠাৎ দেখল বড় আকৃতির একটা কালো লিমুজিন এসে থামল বোট র‍্যাম্পের গোড়ায়। গাড়ি থেকে ফিশিং গিয়ার নিয়ে দু'জন লোক নামল। র‍্যাম্পের পাশে একসারিতে অনেকগুলো বোট ভাসছে, তারই একটা টেনে আলাদা করল শোফার।

মহা ক্ষমতাধর করপরেট এক্সিকিউটিভ হয়ে একটা আউটবোর্ড মোটর ব্যবহার না করাটা ওঁদের জন্যে বেমানান, ভাবল লোগান। দু'জন লোকের মধ্যে একজন বৈঠা চালিয়ে লেকের মাঝখানে পৌঁছাল। নৌকা ভাসছে, লোক দু'জন বড়শিতে টোপ গেঁথে পানিতে ফেলল ব্যাস ধরার আশায়। সাবধানে পিছিয়ে জঙ্গলের ভেতর নিজের ক্যাম্পে ফিরে এল লোগান। কোলম্যান স্টোভে পানি চড়িয়ে এক কাপ কফি বানাল সে, তারপর একটা পেপারব্যাক নিয়ে পড়তে বসল। লেক থেকে মালিকের লোকজন ফিরে যাক, তারপর আবার মাছ ধরতে যাবে সে।

নৌকার মাঝখানে বসে যে লোকটা বৈঠা চালাচ্ছে তার বয়স হবে পঞ্চান্ন, লম্বা ছ'ফুটের সামান্য কম, চওড়া কাঠামোর ওপর বাড়তি কোন চর্বি নেই। মাথার চুল লালচে-খয়েরি, এখনও পাক ধরেনি। তার সবকিছুই যেন কোনও প্রচীন গ্রীকের হাতে পাথরে খোদাই করা। মাথা, চোয়াল, নাক, কান, বাহু, পা, পায়ের পাতা আর হাত যেন নিখুঁত মাপ ধরে তৈরি। চোখ জোড়া নীলচে সাদা, তবে দৃষ্টি যতটা না অন্তর্ভেদী তারচেয়ে অনেক বেশি মায়াবী–অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করে, যেন বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে সম্মোহিত না হয়ে উপায় নেই। তার এই দৃষ্টি মানুষের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে–তারা তাকে যখন আন্তরিক ও বন্ধু বলে মনে করছে, সে তখন নাগালের মধ্যে সবাইকে নিজের বশীভূত করার চেষ্টা করছে। তার নড়াচড়া সব সময় ঠিক যতটুকু প্রয়োজন। কখনও অপচয় ঘটে না।

লীফ হেরকুল একজন পারফেকশনিস্ট। খালি পায়ে মাইলের পর মাইল শস্যখেত পার হয়ে নিজেদের খামারে কাজ করতে যাওয়া সেই বালকটিকে তার মধ্যে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাবা মারা যাবার পর বারো বছর বয়সে পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্যে স্কুল ছাড়তে হয় তাকে, সেই থেকে নিজের হাতে তুলে নেয় নিজেকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব। পরবর্তী আট বছরে, তার বয়স যখন বিশ, নিজ রাজ্যের সবচেয়ে বড় খামার-এর মালিক হয় সে, সেটাকে মা ও বোনেদের হয়ে চালাবার জন্যে একজন ম্যানেজার নিয়োগ করে।

ধূর্তামি আর শয়তানির পরিচয় দিয়ে লীফ হেরকুল স্কুল রেকর্ড জাল করে নিউ ইংল্যান্ডের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বিজনেস স্কুলে ভর্তি হয়। শেখার বয়সটায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না পেলে কি হবে, প্রকৃতির কাছ থেকে বিশেষ উপহার হিসেবে ক্ষুরধার বুদ্ধি আর ফটোগ্রাফিক মেমোরি পেয়েছে সে। অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হয়

হেরকুল, তারপর ইকোনমিক্সে পিএইচ.ডি. করে।

সেই থেকে তার জীবন একটা ছক ধরে এগিয়েছে: এক সঙ্গে একাধিক কোম্পানি চালু করে সে, সবগুলোকে সাফল্যের চরম শিখরে তুলেই বিক্রি করে দেয়। আটত্রিশ বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ধনীদের তালিকায় নাম লেখাল হেরকুল, সিরিয়াল নম্বর আট। টাকার সঙ্গে না চাইতেই এল ক্ষমতা। বন্ধু-বান্ধবরা বোঝাল, তোমার টাকা আরও একশো গুণ বাড়বে যদি ঢাল হিসেবে রাজনীতিকে ব্যবহার করতে পারো। হেরকুল মনে মনে হাসল। তার তো ইচ্ছাই আছে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবে। বন্ধুরা ভক্ত সেজে যে-সব বুদ্ধি দেয় তার বেশিরভাগই প্রত্যাখ্যান করে সে, যে-দু'একটা গ্রহণ করে সেগুলো আসলে তার নিজ পরিকল্পনারই অংশ। টাকা ওড়ালে সিনেটর হওয়া কোন ব্যাপার নয়, হেরকুলও হলো। একজন সিনেটরকে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়, অন্য যে-কোন সিনেটরের চেয়ে সে-সব দায়িত্ব অনেক ভালভাবে পালন করল সে–বেশিরভাগ কাজই বেতনভুক যোগ্য লোকদের দিয়ে করিয়ে নিয়ে। তবে কখনও টাকা বানিয়ে তৃপ্তি হয়নি হেরকুলের, তাই প্রিয় এই কাজটায় আবার মন-প্রাণ ঢেলে দিল সে। এবার এমন একটা তেল কোম্পানি কিনল যেটা লাভ খুব কমই করে, তবে গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে তার অনেকগুলো অয়েল ফিল্ড লীজ নেয়া আছে, আলাস্কা সহ। ছ'বছর পর পুরানো ও লাভজনক এক কেমিকেল কোম্পানিকে এই তেল কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করল সে, নাম দিল ফ্যালকন গ্রুপ অভ কোম্পানিজ।

পরপর তিনবার সিনেটর নির্বাচিত হবার পরও প্রচলিত অর্থে জনপ্রিয় রাজনীতিক হতে পারেনি লীফ হেরকুল। আসলে হতে পারেনি কথাটা ঠিক নয়, সে আসলে হতে চায়নি। ব্যক্তিগত বন্ধু তার নেই বললেই চলে, যারা আছে তাদেরকে মোসাহেব বলাই ভাল। কখনও কোন পার্টি বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যায় না। জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের কয়েকজনকে সে পোষা কুকুরের মত পালন করছে। বিয়ে করেনি, কখনও করবেও না। জ্ঞান হবার পর থেকে শুধু একটা জিনিসকেই ভালবাসতে পেরেছে–টাকা। নির্দয় একজন মানুষ, বরফের মতই কঠিন ও ঠাণ্ডা। ব্যবসায়িক লেনদেনে আজ পর্যন্ত তার কোন প্রতিপক্ষই তাকে হারাতে পারেনি। বরং নোংরা ষড়যন্ত্র আর নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে তাদের বেশিরভাগই নিঃস্ব হয়ে বিদায় নিয়েছে।

ভয়ানক চতুর আর অসম্ভব সতক সে, ভুক্তভোগীরা ছাড়া কেউ আজ পর্যন্ত বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেনি যে লীফ হেরকুলের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হলো ব্ল্যাকমেইল ও খুন। যার সঙ্গেই তার ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে গোলমাল বাধুক, হেরকুলকে জিততেই হবে। হয় জিততে দাও, তা না হলে চড়া মূল্য দাও। প্রতিপক্ষ নিজে বা তার স্ত্রী আত্মহত্যা করতে পারে, কিংবা তার ছেলে বা মেয়ে রোড অ্যাক্সিডেন্টে মারা যেতে পারে। তার নির্দেশে একশোর বেশি খুনের ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কেউ সন্দেহই করতে পারেনি যে ওগুলো খুনের ঘটনা ছিল। ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেটে লিখেছে–ক্যানসার, হার্টঅ্যাটাক, লিভার সিরোসিস, ফুড পয়জনিং, রোড অ্যাক্সিডেন্ট, সুইসাইড ইত্যাদি। কিছু লোক ডুবে মারা

গেছে। এই একশোজন বাদে বেমালুম নিখোঁজ হয়েছে সত্তরজন। কোন তদন্তই লীফ হেরকুলের বাড়ির দিকে এগোয়নি।

বিবেকের ছিটেফোঁটাও নেই, হেরকুল ঠাণ্ডা মাথার একজন সোশিওপ্যাথ। তার নীলচে সাদা চোখ এই মুহূর্তে হুয়াং ফো-র দিকে নিবদ্ধ। ফো তার বিশাল সাম্রাজ্যের সিকিউরিটি চীফ। রীলে জড়িয়ে যাওয়া লাইন খুলতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে লোকটা।

'এত মাথা খাটিয়ে, কমপিউটরকে দিয়ে অ্যানালিসিস করিয়ে ভাইটাল তিনটে প্রজেক্টের প্ল্যান তৈরি করা হলো। এ কেমন কথা যে তিনটেই ব্যর্থ হয়ে গেল?'

আর সব চীনাদের মত হুয়াং ফোর চেহারায় দুর্বোধ্য কোন ভাব বা রহস্যময়তা নেই। তাদের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা-চওড়া সে, ইউ.এস. আর্মির স্পেশাল ফোর্সের একজন সাবেক মেজর, ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সুশৃংখল, প্রয়োজনের সময় মামবা সাপের চেয়েও হিংস্র ও ক্ষিপ্র। নোংরা ব্ল্যাকমেইল আর খুনগুলোর বেশিরভাগ একে দিয়েই করায় হেরকুল। ফো হলো তার গোপন অর্গানাইজেশন কোবরা ক্লাবের ডিরেক্টর।

'কিছু ঘটনা আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল,' জবাব দিল ফো, প্যাঁচ লেগে যাওয়া লাইন তাকে পাগল করে তুলছে। 'ওয়াটার লিলিতে ঠিকমতই আগুন লাগানো হয়, কিন্তু কে জানত ঠিক ওই সময় ওই জায়গায় নুমার বিজ্ঞানীরা চলে আসবে। ক্রুজ শিপের বেশিরভাগ আরোহীই বেঁচে গেল। এখানেই শেষ নয়, ওয়াটার লিলিকে আমরা ডুবিয়ে দেয়ার পর আবার তারা উদয় হলো—পানিতে ডুব দিয়ে সার্ভে করে এল জাহাজটাকে। এরপর কি ঘটল? সার্ভে ক্রুদের হাইজ্যাক করলাম আমরা, কিন্তু তারাও পালাল। এবং এখন, লেটেস্ট যে ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেয়েছি, এমারেল্ড মার্লিনকেও ওই নুমাই বাঁচিয়েছে। নুমা যেন আমাদের জন্যে একটা দুষ্টগ্রহ হয়ে দেখা দিয়েছে।'

'এটাকে তুমি ব্যাখ্যা করবে কিভাবে, ফো? নুমা একটা ওশানোগ্রাফিক এজেন্সি—সরকারের কোন মিলিটারি, ইন্টেলিজেন্স বা ইনভেস্টিগেটিভ ডিপার্টমেন্ট নয়। ওদের একমাত্র কাজ সাগর নিয়ে গবেষণা। দুনিয়ার সবচেয়ে দক্ষ প্রফেশনাল মার্সেনারিদের পরিচালিত অপারেশন এরা ব্যর্থ করে দেয় কিভাবে?'

হুয়াং ফো তার রড ও লাইন নামিয়ে রাখল। 'নুমা আমাদের পিছনে লেগে থাকবে, এটা তো আগে থেকে জানার কোন উপায় ছিল না আমার। যা ঘটেছে, স্রেফ আমাদের দুর্ভাগ্য।'

'ব্যর্থতা আমি সহজভাবে নিই না,' বেসুরো গলায় বলল হেরকুল। 'প্ল্যানিঙে ত্রুটি থাকলেই অপ্রত্যাশিত কারণে ব্যর্থতার মুখ দেখতে হয়, পরিস্থিতি লেজেগোবরে হবার জন্যে দায়ী আসলে অযোগ্যতা।'

'যা ঘটেছে, আমার চেয়ে বেশি অনুতপ্ত কেউ নয়,' বলল ফো।

'নিউ ইয়র্কে কাকাস জাভালার ওই বোকামিটাও আমাকে খুব বিরক্ত করেছে। এখনও আমার বোধগম্য হচ্ছে না যে প্লেনভর্তি একদল শিশুকে খুন করতে গিয়ে অত্যন্ত দামী একটা অ্যান্টিক এয়ারক্রাফট কি কারণে খোয়াল সে। কে তাকে এই কাজের অনুমতি দিয়েছিল?'

'নুমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর মাসুদ রানাকে দেখতে পেয়ে সে নিজেই তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয়। আপনার স্থায়ী নির্দেশেও বলা আছে, আমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রামে যারা বাধা দেবে তাদের বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই। তাছাড়া, বলতে ভুলে গেছি, ওই প্লেনে তৃষা ইসলামও ছিল।'

'তাকে কেন খুন করা দরকার?'

'মেয়েটা জাভালাকে আবার দেখলে চিনে ফেলতে পারে।'

'আমরা খুবই ভাগ্যবান যে পুলিস কোবরা ক্লাবের সঙ্গে জাভালার যোগসূত্র খুঁজে পায়নি, তা পেলে তোমার খোঁজও বের করে ফেলত। তারপর তোমার সঙ্গে ফ্যালকনের সম্পর্ক জানাটা স্রেফ সময়ের ব্যাপার হোত।'

'আমি আপনাকে পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি, সে-ধরনের আশঙ্কা একেবারেই নেই, বিন্দুমাত্র না।' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল ফো। 'ট্রেইলে কাদা মাখাবার জন্যে যা যা করা দরকার তার সবই করা হয়েছে। আমাদের পাওয়ার বেস রক্ষার জন্যে প্রতিটি অপারেশনের পরই এ-ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়। সেজন্যেই একের পর এক কয়েকশো অপারেশন চালানো সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেউ আমাদের দিকে আঙুল তুলতে পারেনি।'

'কিন্তু আমি হলে ব্যাপারটাকে অন্যভাবে সাজাতাম,' বলল হেরকুল, কণ্ঠস্বর ভাঙা কাচের মত ধারাল।

'বিবেচ্য হলো ফলাফল,' যুক্তি দেখাল ফো। 'প্রপালশান-এ সত্যি অবদান রাখবে, মাঝপথে অচল হয়ে পড়বে না, ডক্টর ইসলামের এঞ্জিন সম্পর্কে এই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছিল না। পারতও না, যতদিন ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিনের ওপর চালানো তদন্ত শেষ না হোত। তাতে সময় লাগত কম করেও এক বছর। আমরা সেদিকে যাইনি। তার ফল কি হয়েছে ভেবে দেখুন। ডক্টর ইসলাম মারা যাওয়ায় তার ফর্মুলা স্লীক সিক্সটিসিক্স শিগ্‌গির আপনার হাতে চলে আসবে।'

'যদি তুমি ওটা আমাকে এনে দাও।'

'ধরে নিন কাজটা করা হয়ে গেছে,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল ফো। 'এই অ্যাসাইনমেন্ট আমি জাভালাকে দিয়েছি। এবার আমাকে হতাশ করার সাহস হবে না তার।'

'ডক্টর ইসলামকে মারলে, তার অন্যান্য আবিষ্কারের ফর্মুলা এখন কিভাবে পাব আমি?'

'সে-সব ফর্মুলার অস্তিত্ব যদি সত্যি থাকে, সব পাওয়া যাবে তার বন্ধু ডক্টর ফিরোজ ফাহিমের কাছে।'

'সে দেবে কেন?'

ফো হাসল। 'আমি কথা দিচ্ছি, মদ্যপ বুড়োটার কাছে যা কিছু আছে সব সে তুলে দেবে আমাদের হাতে।'

'তোমাকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল হুয়াং ফো। 'নিজের ব্যর্থতা কিছুটা পুষিয়ে নিয়েছে জাভালা। এমারেল্ড মার্লিনকে ডুবিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করার পর তৃষা ইসলামকে কিডন্যাপ করেছে সে। মেয়েটাকে তার বাপের নিউ জার্সির বাড়িতে নিয়ে আসছে।'

'তারমানে ওখানে, ডক্টর ফাহিমের সামনে, মেয়েটার ওপর টরচার করবে, সে-ডক্টর ফাহিম যাতে ফর্মুলাগুলো হস্তান্তর করে?'

'স্বীকার করছি খুব উন্নতমানের প্ল্যান নয়, তবে লোকটার মুখ থেকে যে রীতিমত তথ্যবৃষ্টি হবে, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

'ফার্মের গার্ডদের ব্যাপারে কি করা হবে?'

'ওদেরকে সতর্ক না করে, ওদের অ্যালার্মকে এড়িয়ে সিকিউরিটি পেনিট্রেট করার একটা উপায় খুঁজে বের করেছি আমরা।'

'জাভালার ভাগ্যই বলতে হবে আন্দামান সাগর থেকে তাকে তুমি ডেকে নিয়েছিলে, তা না হলে নিজের লোকজন আর জাহাজ সহ তাকেও পুড়ে মরতে হত।'

'তাকে আমার অন্য কাজের জন্যে এখানে দরকার ছিল।'

হেরকুল কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে থাকল। তারপর বলল, 'আমি ডক্টর ইসলামের সবগুলো আবিষ্কারের ফর্মুলা চাই। ওগুলো পাওয়ার ওপর নির্ভর করবে ফ্যালকন করপরেশন দুনিয়ার সমস্ত করপরেশনকে কিনে নিয়ে দুনিয়ার সর্ববৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারবে, কি পারবে না। আমি আমার স্বপ্ন সম্পর্কে আগেও তোমাদেরকে ধারণা দিয়েছি। ফ্যালকনকে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড় করানো আমার স্বপ্নের একটা অংশমাত্র। আমার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে একটা করপরেশনের হাতে আমেরিকার শাসনভার তুলে দেয়া। করপরেশনের চেয়ারম্যান হবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এ হবে পুঁজিবাদের চরম বিকশিত একটা রূপ। এখানে করপরেশন আর চেয়ারম্যান বলতে স্বভাবতই ফ্যালকন আর আমাকে বোঝাতে চাইছি। আমি জর্জ বুশের ভক্ত, তারই দেখানো পথ ধরে একে একে খতম করব ইরাক, ইরান, উত্তর কোরিয়া, পাকিস্তান, সিরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া...'

'মিস্টার হেরকুল,' একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মাঝপথে বাধা না দিয়ে পারল না ফো।

'হোয়াট!'

'মিস্টার হেরকুল, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আপনাকে।'

'কি কথা?'

'এক মার্কিন ঠিকাদারি কোম্পানি বাংলাদেশে একটা সামুদ্রিক বন্দর তৈরি করতে চায়, তারা কোবরা ক্লাবের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।'

'বুঝলাম না। কোবরা ক্লাবের সঙ্গে ঠিকাদারির কি সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক আছে। তারা জানতে চায় কোবরা ক্লাবের মার্সেনারিরা বাংলাদেশের চট্টগ্রামে যে বন্দরটা আছে, কোনভাবে সেটাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে পারবে কিনা। ওটা ধ্বংস হলে আরেকটা বন্দর দরকার হবে, তখন এই কোম্পানি ওদের মন্ত্রী-মিনিস্টারকে ঘুষ দিয়ে কাজটা বাগিয়ে নেবে।'

'কাজ তৈরি করার চমৎকার ক্রিয়েটিভ বুদ্ধি তো!' হেরকুলের গলা থেকে দুর্লভ প্রশংসা বেরুল। 'তো তোমরা কি বলেছ?'

'আমরা জবাব দেয়ার জন্যে সময় চেয়েছি,' বলল ফো। 'আবার যোগাযোগ করলে কি বলব?'

'প্রথমে তুমি আমাকে এই মাসুদ রানা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা দাও, তারপর জানাচ্ছি,' বলল হেরকুল, হঠাৎ হিংস্র সাপের মত লাগছে তাকে। 'নুমার অ্যাসাইনি প্রজেক্ট ডিরেক্টর স্রেফ একটা কাভার। আসলে কি সে?'

রানা উপাখ্যান শেষ করতে বিশ মিনিট সময় নিল হুয়াং ফো। সে থামতে হেরকুল বলল, 'একটা অশনি সংকেত, তোমার এই মাসুদ রানা। ঠিক আছে। ওদেরকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। নির্দিষ্ট ফি পেলে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে চট্টগ্রাম বন্দর নিশ্চিহ্ন করে দেব আমরা-হারবার আর হারবারের বাইরে যত জাহাজ লোডিং-আনলোডিঙের জন্যে অপেক্ষা করছে, সেগুলো সহ।'

'ভেরি গুড।'

'আবার নিজেদের প্রসঙ্গে আসি। আমাদের চলতি প্রজেক্ট বাইরের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়া শেষ হওয়া চাই। আর কোন ব্যর্থতার কথা আমি শুনব না। আমার বোধহয় এমন একজন লোক পাওয়া উচিত যে কোবরা ক্লাবের কাজগুলো কোন রকম জটিলতা ছাড়াই শেষ করতে পারবে।'

ফো কিছু বলবার আগেই হিট করল হেরকুল। রডটা বেঁকে ইংরেজি হরফ U হয়ে গেল। একটা ব্যাস টোপ গিলেছে। সারফেস ভেঙে উপরে উঠল মাছটা, তারপর পানি ছলকে দিয়ে আবার ডুবে গেল। ফো আন্দাজ করল, দশ পাউন্ড তো হবেই। দু'জনেই ওরা চুপ করে গেছে। মাছটা সুতো টেনে নিয়ে দূরে চলে যায়, হেরকুল দক্ষতার সঙ্গে একটু একটু করে তাকে কাছে নিয়ে আসে হেরকুল। ধীরে ধীরে মাছটাকে ক্লান্ত করে লাইন গুটিয়ে কাছে নিয়ে আসছে। মাছটা বোটের পাশে চলে আসতে হ্যান্ড-নেটে আটকে ফো ওটাকে তুলে আনল বোটে। তার পায়ের কাছে ঘন ঘন লেজ আছড়াচ্ছে ওটা। 'ভাল ক্যাচ!' বসের প্রশংসা করল সে।

মাছটার মুখ থেকে বড়শি খুলে নিল ফ্যালকন করপরেশনের সর্বেসর্বা, চোখেমুখে ফুটে উঠেছে তৃপ্তির ভাব। ট্যাকল বাক্সের দিকে হাত বাড়াল সে, সম্ভবত আরেকটা টোপ খুঁজছে। 'সূর্য মাথায় চড়ছে। এবার বোধহয় আমাকে অপ্রিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে হয়।'

ফো-র মনের পিছন দিকটায় একটা হুঁশিয়ারি বাতি জ্বলে উঠল। সরাসরি হেরকুলের চোখে তাকাল সে, পড়তে চেষ্টা করল ওগুলোর পিছনে কি লেখা আছে। 'আপনি বলতে চাইছেন কোবরা ক্লাবের ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করার যোগ্যতা আমি হারিয়ে ফেলেছি?'

'আমার মনে হয় অন্যেরা পরবর্তী কাজগুলো আরও অনেক নিখুঁতভাবে শেষ করতে পারবে।'

'আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে বারো বছর আপনার সেবা করেছি,' শান্ত রাগের সঙ্গে বলল ফো। 'সেটার কি কোনই মূল্য নেই?'

'বিশ্বাস করো, আমি কৃতজ্ঞ-,' হঠাৎ ফো-র পিছনে পানির দিকে ইঙ্গিত করল হেরকুল। 'তোমার টোপ খেয়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ফো, তাকিয়েই বুঝতে পারল তার লাইন এখনও প্যাঁচ খেয়ে বোটেই পড়ে আছে, পানিতে কোন বড়শি বা টোপ নেই। ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ

খেলে গেছে হেরকুলের শরীরে। ট্যাকল বক্স থেকে একটা সিরিঞ্জ তুলে নিয়ে সুইটা ফো-র ঘাড়ে ঢুকিয়ে দিল সে, সেইসাথে চাপ দিল প্লাঞ্জারে।

বিষটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাজ করল। বাধা দেয়ার আগেই অসাড় অবশ ভাব চলে এসে দ্রুত মৃত্যু ঘটাল। বোটের কিনারে পিঠ দিয়ে ঢলে পড়ল লাশটা, বিপুল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে চোখ দুটো।

হেরকুল গুনগুন করে গান গাইছে। পালস দেখার সময় চুপ করল। তারপর লাশের দুই গোড়ালি এক করে একটা রশি বাঁধল সে। রশির অপর প্রান্ত বোটের নোঙরের সঙ্গে বাঁধা। নোঙরটা বোট থেকে লেকের পানিতে ফেলে দিল সে, সেই সঙ্গে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলল ফো-র লাশটাও। গুনগুন করে আবার গান গাইছে, পানি থেকে চোখ সরাল বুদ্বুদ ওঠা বন্ধ হতে।

বোটের তলায় এখনও দু'একবার লাফাচ্ছে মাছটা। তুলে সেটাকেও পানিতে ফেলে দিল হেরকুল। 'দুঃখিত, পুরানো বন্ধু,' সহাস্যে বলল সে। 'আসলে এক ব্যর্থতা আরেক ব্যর্থতার জন্ম দেয়। কারও বোধ-বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেলে তার জায়গায় অন্য লোক তো আসতেই হবে।'

ধৈর্য হারিয়ে জঙ্গলের ভেতর থেকে সাবধানে উঁকি দিল আলবার্ট লোগান। পানির ওপর চোখ পড়তে দেখল নিঃসঙ্গ এক লোক বৈঠা চালিয়ে অপেক্ষারত কালো লিমুজিনের দিকে ফিরে যাচ্ছে। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত তো,' আপন মনে বিড়বিড় করল সে। 'আমি কসম খেয়ে বলতে পারি একটু আগে ওই বোটে দু'জন লোক দেখেছিলাম।'

সাত

কাকাস জাভালার নেতৃত্বে নতুন করে সংগঠিত কোবরা ক্লাবের সদস্যরা ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের খামারে সিকিউরিটি গার্ডদের পালা বদলের সময়টা খুব সহজেই জেনে নিল। নতুন গার্ডদের নিয়ে একটা গাড়িকে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখল তারা, আরেকটা গাড়ি পুরানো গার্ডদের নিয়ে বেরিয়ে গেল। এরপর এরিয়াল ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে গার্ডদের পিছু নিয়ে তাদের গোপন লোকেশনও দেখে এল কোবরা ক্লাবের সার্ভেইলান্স টীমের লোকেরা। পরবর্তী পদক্ষেপ ডেপুটি শেরিফের ব্যাজ লাগানো ইউনিফর্ম যোগাড় করা আর একটা গাড়িকে রঙ করে কাউন্টি পেট্রল কার বানানো। তাতেও খুব একটা সময় লাগল না। দু'দিন পরই রোড গার্ডকে খুন করে বাড়ির ভেতর অনায়াসে ঢুকে পড়ল তারা। বন্দী ডক্টর ফাহিমকে দিয়ে নিরাপত্তা সম্পর্কে জরুরী মীটিঙের কথা বলিয়ে সব ক'জন গার্ডকে বাড়ির ভেতর ডেকে পাঠানো হলো।

বাড়ির ভেতর ঢোকা মাত্র ব্রাশ ফায়ার করে গার্ডদের মেরে ফেলল কোবরা ক্লাবের মার্সেনারিরা। লাশগুলো ফেলে দিয়ে এল গোলাবাড়ির ভেতর স্টর্ম সেলারে।

কাছাকাছি একটা এয়ারস্ট্রিপে প্লেন থেকে নামল কাকাস জাভালা। প্লেনের গায়ে কিছু লেখা না থাকায় বোঝার উপায় নেই যে ওটার মালিক ফ্যালকন করপরেশন। তৃষাকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে, নার্সের ইউনিফর্ম পরা জাভালার দু'জন সহকারী ধরাধরি করে প্লেন থেকে নামিয়ে একটা মার্সিডিজের ব্যাকসীটে তুলে শুইয়ে দিল তাকে। মার্সিডিজ চালিয়ে ডক্টর ইসলামের ফার্ম হাউসে চলে এল জাভালা। তৃষাকে পাঁজাকোলা করে ভেতরে ঢুকল সে, নামিয়ে দিল ডক্টর ফিরোজ ফাহিমের পায়ের সামনে। তাঁকে একটা ডেস্ক চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে, হাত-পা চেয়ারের সঙ্গে বাঁধা, মুখে টেপ লাগানো।

তৃষাকে দেখামাত্র বাঁধনগুলোর বিরুদ্ধে মোচড় খেতে শুরু করলেন ডক্টর ফাহিম, নাক দিয়ে দুর্বোধ্য শব্দ করছেন। তাঁর এই আচরণ কোন সুফল বয়ে আনল না, কামরায় উপস্থিত পাঁচজন গার্ড শুধু হেসে উঠল। ডেপুটি শেরিফের ইউনিফর্ম আগেই খুলে ফেলেছে তারা, পরে আছে নিজেদের কালো ওঅর্ক আউটফিট।

'সব ঠিক আছে তো?' জাভালার প্রথম প্রশ্ন।

পাহাড় বললেই হয়, এক লোক, প্রায় তিনশো পাউন্ড ওজন, মাথা ঝাঁকাল। লম্বায় লোকটা ছ'ফুট সাত। 'আপনার মিস্টার ইসলামের গার্ডরা ভাল কোন ট্রেনিং পায়নি। মিস্টার ফাহিম ডাকতেই সবাই একসঙ্গে চলে এল, কারও মনে কোন সন্দেহ জাগল না। তবে মিস্টার ফাহিমকে দিয়ে আমরা বলিয়েছিলাম যে শেরিফ নিজে ওদের সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'কোথায় তারা?'

'নেই।'

দক্ষ সহকারীকে হাসতে দেখছে জাভালা। লোকটা শুধু পালোয়ান নয়। তার সারা মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ, সামনের সারির একটা দাঁত আর ডান কান নেই, নাকটা ভাঙা। এই চিহ্ন আর বৈশিষ্ট্যগুলোও তাকে আর সবার থেকে আলাদা করেছে। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল জাভালা। 'তোমার কাজে আমি খুশি, গুজম্যান।'

সাবেক কুস্তিগির নিগ্রো গুজম্যানের চোখ দুটো কাজের স্বীকৃতি পেয়ে ঝিক করে উঠল। তারা দু'জন প্রায় তিন বছর ইরাকের ভেতর একসঙ্গে কাজ করেছে সাদ্দাম হোসেন সহ বাথ পার্টির প্রভাবশালী নেতাদের খুন করার অ্যাসাইনমেন্টে। ইশারায় ডক্টর ফাহিমকে দেখাল গুজম্যান। 'প্লীজ, লক্ষ করুন। শরীরে একটু দাগ পাবেন না, অথচ আমার বিশ্বাস যে পরিমাণে নরম করা হয়েছে, আপনার প্রতিটি প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছে লোকটা।'

ডক্টর ফাহিমের দিকে ভাল করে তাকাল জাভালা। মুখের চেহারা ব্যথায় কোঁচকানো। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগছে লোকটা। গুজম্যান নিশ্চয়ই তার পাঁজরের হাড় ভেঙে দিয়েছে। জাভালা আরও লক্ষ করল, তৃষাকে অর্ধ-অচেতন অবস্থায় মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে বিজ্ঞানীর চোখে ক্রোধ ফুটে উঠেছে। তাঁর চোখে চোখ রেখে হাসল জাভালা, তারপর এক পা সামনে এগিয়ে তৃষার পেটে জোড়ে একটা লাথি মারল।

বেদনায় আর্ত একটা ভাব ফুটল তৃষার চেহারায়, একই সঙ্গে কাতর একটা কান্নার শব্দ বেরুল গলা থেকে, তারপর কয়েকবার কেঁপে উঠে চোখের পাতা দুটো খুলে গেল। 'জাগো, জাগো, মিস ইসলাম। মিস্টার ফাহিমের কাছ থেকে তোমার বাবার অয়েল ফর্মুলাটা চাওয়ার সময় হয়েছে।'

গুটিয়ে শরীরটাকে প্রায় গোল করে ফেলছে তৃষা, পেটটা খামচে ধরে আছে, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে। এই ব্যথা তার সম্পূর্ণ অচেনা। জাভালা একজন এক্সপার্ট, জানে বুটের ডগা ঠিক কোথায় ঢোকালে সবচেয়ে বেশি ব্যথা দেয়া যায়। প্রায় এক মিনিট পর একটা কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটা একটু উঁচু করতে পারল তৃষা, ডক্টর ফাহিমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই কুকুরটাকে আপনি কিছুই বলবেন না, ফাহিম চাচা…'

ওই পর্যন্তই, তৃষার গলা থেকে আর কোন শব্দ বেরুল না। জাভালা তার ঘাড়ে বুট রেখে চাপ দিয়ে মাথাটা কার্পেটে সেঁটে ধরল। 'তুমি তো দেখছি ভয়ানক দুঃসাহসী মেয়ে! এতবড় স্পর্ধা, এমন ভাষায় কথা বলো যে আমরা কেউ বুঝি না!' চিৎকার করার সময় জাভালার গলার শিরাগুলো ফুলে উঠল। 'তুমি কি ব্যথা পেতে ভালবাস? কারণ তুমি জানো বেয়াদবি করলে এই ব্যথাই শুধু জুটবে তোমার কপালে।'

কামরার ভেতর জাভালার একজন লোক ঢুকল, হাতে একটা পোর্টেবল রেডিও। 'এইমাত্র রিপোর্ট পেলাম সামনের গেটে একটা গাড়ি আসছে। আমরা কি ওটাকে ফিরিয়ে দেব?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল জাভালা। 'উচিত হবে ঢুকতে দিয়ে দেখা কারা ওরা। গেটের বাইরে থেকে বিদায় করে দেয়াটা সন্দেহের সৃষ্টি করবে।'

'ও কে, মাস্টারমাইন্ড,' একটা হাই তুলে বলল মুরল্যান্ড, মায়ামি থেকে প্লেন জার্নির ধকল এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 'দুর্গম দুর্গের গেট খোলার প্ল্যানটা শোনাও আমাকে।'

'কোড ভাঙার জন্যে বোতামে চাপ দেব,' বলল রানা, পুরানো একটা ফোর্ড পিকআপ ট্রাকের পিছনে বসে আছে। ট্রাকটা একজন ফার্ম অ্যাপ্লায়ান্স ডিলারের কাছ থেকে ভাড়া নেয়া।

পাশের সীটে নড়েচড়ে বসল মুরল্যান্ড। 'এমারেল্ড মার্লিন থেকে তোমাকে বুকে তুলে নিয়ে বেরিয়ে এসেছি এক ঘণ্টাও হয়নি, মিস তৃষাকে নিয়ে জাভালা পালিয়েছে বলে তুমি আমাকে এত দূর টেনে নিয়ে এসেছ, আর এখন বলছ সিকিউরিটি কোড জানো না?'

'আমি প্রায় নিশ্চিত তৃষাকে নিয়ে এখানে, মানে ডক্টর ইসলামের ল্যাবরেটরিতেই আসবে জাভালা,' বলল রানা। 'ফর্মুলাগুলো তো ল্যাবরেটরির কোথাও থাকার কথা।'

'হ্যাঁ, বুঝলাম। কিন্তু তোমার হাতে কি জাদুর লাঠি আছে যে ভেতরে ঢুকতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, প্রকাণ্ড গেট আর উঁচু পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে আছে।

কথা না বলে গাড়ি থেকে বাইরের দিকে ঝুঁকে কয়েকটা বোতামে দ্রুত চাপ দিল রানা। 'এতেই কাজ হতে হবে। আসলে, তৃষার কাছে আলাদা কোডসহ একটা ব্যাকআপ রিমোট ছিল। এই গেট খোলার জন্যে ওকে আমি দুটো কোডই ব্যবহার করতে দেখেছি।'

'আচ্ছা,' প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড, 'ধরো, জাভালা আর তার লোকজন সিকিউরিটি সিস্টেম সম্পর্কে যা জানার সব জেনে ফেলেছে, তারা গার্ডদেরও নিরস্ত্র করে কোথাও আটকে রেখেছে, এরকম পরিস্থিতিতে কিভাবে তুমি আশা করো আমাদেরকে গেট খুলে দেবে সে?'

'এই জন্যে খুলে দেবে যে আমি কোড হিসেবে ফ্যালকন টাইপ করেছি।'

কোটরের ভেতর চোখের মণি দুটোকে দু'পাক ঘোরাল মুরল্যান্ড। 'আমার ভেতর যদি এক আউন্স কমনসেন্সও থাকত, ঠিক এই জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে যেতাম আমি।'

হঠাৎ রানার চোখ কালো মেঘ হয়ে গেল। 'আমার যদি ভুল হয়ে থাকে, ধরো গেট খুলল না, তাহলে বুঝে নিতে হবে তৃষাকে আমরা চিরকালের জন্যে হারিয়েছি।'

বদলে গেল মুরল্যান্ডের মুডও। তার অভয়দানের ভঙ্গিটা দৃঢ়। 'আমরা তাকে ঠিকই খুঁজে বের করব,' বলল সে। 'যতক্ষণ না পাই ততক্ষণ তল্লাশী চলবে।'

গেট যখন খুলছেই না, ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর রানা কিছু বলতে যাচ্ছে, এই সময় দেখা গেল ধীরে ধীরে গেটটা খুলছে।

'আমার বিশ্বাস আমরা কারও প্রাণে সাড়া জাগাতে পেরেছি,' বলল রানা, নিক্ষিপ্ত ঢিল লক্ষ্যভেদ করায় খুশি।

'এ-ও নিশ্চয়ই জানো যে ওরা অ্যামবুশ পেতে বসে আছে, ব্রাশ করে দু'জনকেই ঝাঁঝরা করে দেবে।'

গাড়ি নিয়ে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকছে রানা। 'অস্ত্র আমাদের কাছেও আছে।'

'তা আছে বৈকি। তোমার কাছে সেই পুরানো একটা ওয়ালথার, আর আমার কাছে আছে গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া একটা স্ক্রু ড্রাইভার। যাদের সঙ্গে লাগতে এসেছি ওদের কাছে অ্যাসল্ট উইপন আছে, বুঝলে!'

'আমরা হয়তো পথ থেকে কিছু কুড়িয়ে নিতে পারব।'

বিশাল শস্যখেত পিছনে ফেলে এল রানা, আঙুর খেতে ঢোকার আগে ট্রাকের স্পীড কমিয়ে আনল, রাস্তার ওপর থেকে ব্যারিকেড সরানোর অপেক্ষায় রয়েছে। গাড়ি থামার পর ওপরে উঠে গেল ব্যারিকেড। সিকিউরিটি গার্ডের ইউনিফর্ম পরা কাকাস জাভালার সহকারীদের একজন গাড়ির দিকে হেঁটে আসছে। পাশে এসে থামল সে, জানালার কাছাকাছি মুখ নামিয়ে ভেতরটা দেখল, অ্যাসল্ট রাইফেল বুকের কাছে আড়াআড়িভাবে ধরে আছে। 'আপনাদের কোন সাহায্যে আসতে পারি, প্লীজ?'

'ডক্টর ফাহিম কোথায়?' প্রশ্নটা এমন সুরে করা হলো, রানা যেন নিরীহ নির্বিরোধী একজন মানুষ।

'তাঁর শরীর ভাল না,' জবাব দিল গার্ড। তার চোখ গাড়ির ভেতর আরেকবার তল্লাশী চালাল, কিছু দেখতে না পাওয়ায় ঢিল পড়ল পেশীতে।

'তাঁর ছোট মেয়েটা ভাল আছে তো?'

গার্ডের ভুরু সামান্য একটু উঁচু হলো। 'হ্যাঁ, শেষবার যখন শুনেছি ভালই ছিলেন...'

ডান উরুর আড়ালে ওয়ালথারটা উল্টো করে ধরে রেখেছিল রানা, হুইলের ওপর দিয়ে সবেগে তুলে এনে গার্ডের প্রশস্ত ললাটে আঘাত করল। জ্ঞান হারিয়ে গাড়ির দরজার নিচে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকটা।

লোকটা মাটিতে পড়েছে কি পড়েনি, আঙুর খেতের ভেতর দিয়ে তার দুই হাত ধরে ছুটল রানা ও মুরল্যান্ড, গাছের প্রকাণ্ড এক গুঁড়ির ভেতর ঢুকে আটটা ধাপ বেয়ে নেমে এল আন্ডারগ্রাউন্ড সার্ভেইল্যান্স রূমে। একদিকের দেয়ালে পাশাপাশি রাখা হয়েছে বিশটা মনিটর, ওগুলোর ক্যামেরা চোখ বুলাচ্ছে খেত, মাঠ আর বাড়ির ভেতর। ডক্টর ফিরোজ ফাহিমকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে, আর তাঁর সামনে মেঝেতে মোচড় খাচ্ছে তৃষার শরীর, দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানা। তবে তৃষা বেঁচে থাকায় অদ্ভুত একটা স্বস্তিও বোধ করল ও। বেঁচে আছে, এবং মাত্র কয়েকশো গজের মধ্যে। কামরার ভেতর পাঁচজন কোবরা মার্সেনারি রয়েছে, তবে ক্যামেরার নজরদারি সম্পর্কে তাদের কাউকে এতটুকু সচেতন বলে মনে হলো না।

'দেখা যাচ্ছে তৃষাকে সহজেই পেয়ে গেলাম আমরা!' আনন্দ ও বিস্ময়, মুরল্যান্ড কোনটাই চেপে রাখতে পারল না।

'পেলাম, বেঁচেও আছে,' বলল রানা, রাগ ক্রমশ চড়ছে। 'কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে শয়তানগুলো খুব ভুগিয়েছে তাকে।'

'এখানকার সিকিউরিটি সিস্টেমের সাহায্যে গোটা ফার্ম আর বাড়ি কাভার করতে পারছি আমরা,' বলল মুরল্যান্ড। 'জাভালার বাকি লোকগুলো কোথায়, এখানে বসেই জানতে পারব। এখন বুদ্ধি বার করো দুশমনদের হাত থেকে চাচা-ভাইঝিকে কিভাবে উদ্ধার করা যায়।' কনসোলের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে।

এই কামরা থেকেই রাস্তার ব্যারিকেডের কাছে গিয়েছিল ভাড়াটে খুনীটা, যাবার আগে নিজের কালো ইউনিফর্ম খুলে আসল একজন গার্ডের ইউনিফর্ম পরে নিয়েছিল। কালো ড্রেসটা দেখতে পেয়ে পরীক্ষা করল রানা, মোটামুটি ওর সাইজই। নিজের কাপড়চোপড় খুলে দ্রুত পরে নিল কালো প্যান্ট আর সোয়েটার। বুট জোড়া একটু ছোট, তবে জোরে চাপ দিতে পা ঠিকই ঢুকল ভেতরে, সবশেষে একটা স্কী মাস্ক পরে কাজটা শেষ করল।

'এরা মানুষ নয়!' কনসোল থেকে আঁতকে উঠে বলল মুরল্যান্ড, একটা মনিটরে গোলাবাড়ির ভেতর স্টর্ম সেলারে বস্তার মত দেয়াল ঘেঁষে বসিয়ে রাখা হয়েছে গার্ডদের লাশগুলো। জাভালার সহকারীদের খোঁজে এক ক্যামেরা থেকে আরেক ক্যামেরায় সরে যাচ্ছে সে। 'খামারবাড়ির সব ক'জন গার্ডকে খুন করেছে ওরা। বাড়ির ভেতর পাঁচজন ছাড়া ওদের আর মাত্র দু'জনকে দেখতে পাচ্ছি

আমি-একজন পিছনের দরজার ওপর নজর রাখছে, নদীর দিকে মুখ করে, আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে গোলাবাড়ির পাশে।'

'সব মিলিয়ে তাহলে আটজন, মেঝের এই ব্যাটাকে ধরে।'

'হ্যাঁ। আমি বলি কি, সুযোগ যখন আছে তখন রিইনফোর্সমেন্টের ব্যবস্থা করা দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'রাইট।' ইঙ্গিতে কাউন্টারে রাখা ফোনটা দেখাল। 'শেরিফ ডিপার্টমেন্টকে পরিস্থিতিটা জানাও, বলো তারা যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সোয়াট টীম পাঠায়।'

'আর তুমি? তোমার কাজটা কি?'

'এই আউটফিটে আমাকে ওদের একজন বলে মনে করবে ওরা,' বলল রানা। 'মাথার ওপর যখন নরক ভেঙে পড়বে, বাড়ির ভেতর একজন বন্ধু থাকলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই কিছু।'

'আর আমি?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'এখানেই থাকো; সিচুয়েশন মনিটর করবে আর সোয়াট টীমকে নির্দেশ দেবে।'

'কিন্তু জাভালা যখন জিজ্ঞেস করবে গাড়ির প্যাসেঞ্জাররা গেল কোথায়?'

'জবাব বানাবে। বলবে ইউরিয়া সার বিক্রি করতে এসেছিল দু'জন সেলসম্যান, তুমি তাদের ব্যবস্থা করেছ। তুমি, মানে এই লোকটা,' আঙুল দিয়ে মেঝেতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখাল রানা।

'এখান থেকে তুমি বাড়ির ভেতর যাচ্ছ কিভাবে?'

'আঙুরের বাগান বাড়ির প্রায় সামনে পৌঁছেছে, আড়াল নিয়ে এগোতে কোন অসুবিধে হবে না। তারপর ফাঁকা জায়গাটুকু পেরিয়ে সারি সারি থামের পিছনে গা ঢাকা দেব। সমস্যা হবে ঘাস মোড়া সামান্য একটু জায়গা পেরুতে। চিন্তা কোরো না, ওদের চোখকে ফাঁকি দিতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।'

'তবু সাবধান কিন্তু, কেমন? আমরা নতুন কোন ঝামেলায় পড়তে চাই না।' মুরল্যান্ড হাসছে।

'কথা দিলাম ভাল থাকব,' বলল রানা।

মুরল্যান্ড আবার কনসোলের দিকে ঘুরে বসছে, ধাপ বেয়ে ওপরে উঠল রানা, গাছের গুঁড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আঙুর বাগানের ভেতর দিয়ে হন-হন করে বাড়িটার দিকে এগোল।

রানার ভেতর দুটো আবেগ কাজ করছে, একটা হলো এই ভয় যে জাভালার লোকজন আবার নির্যাতন শুরু করার আগে তৃষাকে হয়তো উদ্ধার করতে পারবে না ও; দ্বিতীয়টা, প্রতিশোধ গ্রহণের প্রায় হিংস্র একটা স্পৃহা। এ সত্যি বিশ্বাস করা কঠিন যে ভাড়াটে সৈনিক বা খুনীদের একটা সংগঠনের সাহায্যে অসংখ্য নিরীহ মানুষের লাশ পিছনে ফেলে যাচ্ছে একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ফ্যালকন করপরেশন। কেন, কিসের জন্যে? লাভ? ক্ষমতার মোহ? এ-ধরনের অভিশপ্ত পুরস্কার পেয়ে তা ভোগ করার জন্যে কেউই বেশিদিন বাঁচে না। রানা উপলব্ধি

করল, ওর কাঁধে একটা গুরুদায়িত্ব চেপেছে। এত সব নিরীহ মানুষকে হত্যা করার জন্যে যারা দায়ী তাদেরকে শায়েস্তা না করাটাও অপরাধ। ও জানে, এ বড় কঠিন কাজ। প্রতিপক্ষ দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ব্যবসায়ীদের অন্যতম। শুধু তাই নয়, শোনা যায় সিনেট আর হোয়াইট হাউসকে সে নাকি নিজের পকেটে ভরে রেখেছে। আকার-আয়তনে প্রকাণ্ড, এ-ধরনের কয়েকটা করপরেশন গোটা বিশ্বের সমস্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করবে, হোয়াইট হাউসে বসে মিস্টার বুশ যে বাণী প্রচার করছেন তা নাকি ফ্যালকনের সর্বেসর্বা লীফ হেরকুলের পরামর্শেই। কিন্তু বুশ কি জানেন হেরকুল তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে গোটা বিশ্ব শাসন করার পরিকল্পনা করছে? হয়তো জানেন। হয়তো এতে তাঁর সমর্থনও আছে। সেজন্যেই রানার প্রতিপক্ষ লীফ হেরকুলকে শায়েস্তা করাটা কঠিন। দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি বুশ, তাঁর ছত্রছায়া ও সাহায্য সমর্থন পেয়ে হেরকুল রীতিমত একটা প্রাইভেট সেনাবাহিনী পুষছে। হেরকুলের ওপর আঘাত বুশ নিজের ওপর আঘাত বলে মনে করলে রানা যে সংকটে পড়বে তা থেকে ওকে উদ্ধার করার শক্তি পৃথিবীর কারও নেই। কাজেই শুধু ঘৃণা আর আক্রোশ দিয়ে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না। এই নরাধমকে উচিত শাস্তি দিতে হলে আশ্রয় নিতে হবে কৌশলের।

আঙুর বাগানের ভেতর দিয়ে, ডালপালার আড়াল নিয়ে ছুটছে রানা, বুট জোড়া নরম মাটিতে ডেবে যেতে চাইছে। অচেতন কোবরার অটোমেটিক রাইফেলটা সঙ্গে করে আনেনি। বাড়ির ভেতর বা ক্লোজ রেঞ্জে রাইফেল ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না ও। একজোড়া স্পেয়ার অ্যামিউনিশনের ক্লিপ সহ নিজের প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার আছে সঙ্গে, তাই যথেষ্ট। গরমের দিন, স্কী মাস্কের ভেতর সারাক্ষণ ঘামছে। ইচ্ছে করেই খুলছে না, কারণ জানে বাধ্য না হলে কোন কোবরা এটা মুখ থেকে নামায় না।

প্রায় একশো গজ দৌড়ে সারি সারি আঙুর গাছের শেষ প্রান্তে চলে এল রানা। বাড়িটা সামনেই, তবে ঘাস মোড়া একটা সরু লন আছে মাঝখানে। যে কোবরারা গোলাঘর আর পিছনের দরজা পাহারা দিচ্ছে তাদের দৃষ্টিপথের বাইরে রয়েছে ও, কিন্তু বাড়ির ভেতরকার কোন লোকের চোখে ধরা না পড়ে পঞ্চাশ ফুট ফাঁকা জায়গা পেরুনো কি সম্ভব? জানালাগুলোর দিকে তাকাতে ভেতরে নড়াচড়ার আভাস পেল রানা। উঁহুঁ, গাছের আড়াল থেকে বেরুলেই ওদের চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে।

বাড়ির সামনে পোর্চ-এর প্রথম পাথুরে পিলার আর ওর মাঝখানে এই পঞ্চাশ ফুট লন রোদে ঝলমল করছে। একটু একটু করে সরে এসে আঙুর বাগানের একেবারে কিনারায় চলে এল রানা। হঠাৎ দৌড় দিলে বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এদিকে তাকাতে পারে, তাই অত্যন্ত ধীরগতিতে হাঁটতে শুরু করল, লক্ষ রাখছে বাড়ির পিছনের গার্ড এদিকে এসে পড়ছে কিনা। প্রতিবার এক পা, থেমে থেমে এগোচ্ছে রানা–ঠিক যেভাবে পোকা ধরার অপেক্ষায় থাকা পাখির দিকে এগোয় শিকারি বিড়াল।

পিলার ঘেরা পোর্চ-এর দিকে উঠে গেছে পাঁচটা কাঠের ধাপ। সাবধানে উঠছে রানা, ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হবার ভয়ে কলজে শুকিয়ে আসছে। তবে না,

ধাপগুলো কোন প্রতিবাদ করল না। কয়েক সেকেন্ড পর দেখা গেল একটা বাঁক ঘুরে বাড়ির গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও, লিভিং রুমের বড় জানালাটা ওর মাত্র দু'ফুট সামনে। ধীরে ধীরে হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলো রানা, জানালার নিচ দিয়ে পেরিয়ে এল জায়গাটা, তারপর আবার সিধে হয়ে এগোল সদর দরজার দিকে। ধীরে ধীরে নব ঘুরিয়ে ফাঁক করল কবাট। ফোয়ে বা অ্যান্টি রুমে কেউ নেই, ভেতরে ঢুকল যেন গাঢ় একটা ছায়া।

এখান থেকে লিভিং রুমে যাওয়ার জন্যে কোন দরজা নেই। খোলা একটা খিলানের ভেতর দিয়ে ঢোকার পথ। খিলানের একপাশে মাটির তৈরি একটা পাত্র দেখা যাচ্ছে, সেটা থেকে প্রায় লাফিয়ে বেরিয়ে এসেছে বাহারি পাতা সহ একটা উদ্ভিদ। লিভিং রুমে উঁকি মারার জন্যে এটাকে আড়াল হিসেবে কাজে লাগাল রানা। চট করে এক পলক দেখে নেয়া নয়, কার কি পজিশন মাথায় গেঁথে রাখার জন্যে গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ।

ডক্টর ফারুক ফাহিমের নাক, কান ও কপাল থেকে রক্ত ঝরছে। তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে ঘরের মাঝখানে ফেলা একটা চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে। লাল ফকারের পাইলট অর্থাৎ কাকাস জাভালাকে চিনতে পারল রানা। জাভালা বসেছে বড় একটা লেদার সোফার মাঝখানে, সহজ ভঙ্গিতে একটা হাতলের দিকে কাত হয়ে আছে, শান্ত ভাবে মাঝে মধ্যে টান দিচ্ছে হাতের চুরুটে। দু'জন কোবরা ফায়ারপ্লেসের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে, পরনে ব্ল্যাক আউটফিট, হাতে বাগিয়ে ধরা অস্ত্র। আরেকজন কোবরা দাঁড়িয়েছে ডক্টর ফাহিমের পাশে, হাতের ছুরি তাঁর একটা চোখ বরাবর তাক করা। পঞ্চম কোবরা প্রকাণ্ড হাতি, লম্বা চুল মুঠোর ভেতর ধরে অনায়াসে কার্পেটের দু'ইঞ্চি ওপরে ঝুলিয়ে রেখেছে তৃষাকে, তৃষা হাত-পা ছুঁড়েও তার জন্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারছে না। মেয়েটার গলায় কোন চিৎকার নেই, মাঝেমধ্যে শুধু কাতর গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

খিলানের কাছ থেকে একটু পিছিয়ে এল রানা, ভাবছে মনিটরে ওকে মুরল্যান্ড দেখতে পাচ্ছে কিনা। ব্যাপারটা খুব উদ্ভট হবে এখন যদি ও পিস্তল উঁচিয়ে ঘরে ঢুকে ওদের সবাইকে আত্মসমর্পণ করতে বলে। কোবরারা ওকে বা ওর পিস্তলকে গ্রাহ্যই করবে না, একসঙ্গে গুলি করে অন্তত শখানেক বুলেট ঢুকিয়ে দেবে ওর শরীরে। খুন করার ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের, ট্রেনিং নেয়া আছে একটা মাইক্রোসেকেন্ডও নষ্ট না করার। এইসব লোকের কাছে মানুষ হত্যা দাঁত ব্রাশ করার মতই সহজ ও স্বাভাবিক একটা কাজ। কিন্তু কাউকে গুলি করার আগে প্রতিবার নিজেকে রানার প্রস্তুত করে নিতে হয়। আত্মরক্ষার জন্যে গুলি করাটা এই হিসাবের বাইরে–তখন এত বেশি রিফ্লেক্স অ্যাকশন আর ক্ষিপ্রতা দরকার হয় যে চিন্তা-ভাবনার কোন অবকাশই থাকে না, তা করতে গেলে মরে ভূত হয়ে যেতে হবে। এখানে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার কথা ভাবছে রানা। নিজেকে ওর শক্ত করতে হবে, যুক্তি দিয়ে মনকে বোঝাতে হবে যে তৃষা আর ডক্টর ফাহিমকে বাঁচাতে হলে গুলি না চালিয়ে ওর সামনে অন্য কোন পথ খোলা নেই।

অন্য আরেকটা হিসাব করতে হচ্ছে রানাকে। বিস্ময়ের আঘাত ওর অনুকূলে কাজ করবে। কামরার ভেতর ও যদি ঢোকে, পরনে কোবরা ক্লাবের ইউনিফর্ম

থাকায় সঙ্গে সঙ্গে ওকে তারা সন্দেহ করবে না বা বিপদ বলে চিনতে পারবে না। কিন্তু এ-সবের বিপরীতে ও যদি মাটির পাত্র আর ওটা থেকে বেরিয়ে আসা উদ্ভিদের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি করে? সঙ্গে সঙ্গে ওরা টের পাবে না কোত্থেকে আসছে বুলেটগুলো, ফলে ওদের রিয়াকশন টাইম মন্থর হয়ে পড়বে। তাছাড়া, টার্গেট বাছাই করার সুযোগ পাবে ও, সিদ্ধান্ত নিতে পারবে কাকে আগে বা পরে গুলি করবে।

দ্বিতীয় ধারণাটাও বাতিল করে দিল রানা। আড়াল থেকে গুলি করা হলে শত্রুপক্ষের কার কি প্রতিক্রিয়া হবে বলা মুশকিল। ডক্টর ফাহিম আর তৃষাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ওরা। নিজেদের সামনে ওদেরকে ধরে রাখবে, ওদের মাথায় অস্ত্রও তাক করবে, তারপর আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানাবে রানাকে। তৃষা আর ডক্টর ফাহিমের লাশ দেখতে না চাইলে আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের হাতে ধরা দিতে হবে ওকে। কিংবা, এসব যদি না-ও ঘটে, দু'পক্ষের বন্দুকযুদ্ধে তৃষা ও ডক্টর ফাহিম আহত হতে পারেন। রানা সিদ্ধান্ত নিল, ওদের কাছ থেকে সময় আদায় করাটাই একমাত্র আশা, যতক্ষণ না সোয়াট টীম পৌঁছায়। একটা ফ্লাওয়ার ভাসের পিছনে, টেবিলের ওপর ওয়ালথারটা রাখল ও, তারপর শান্ত পায়ে লিভিং রুমে ঢুকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

প্রথমে রানার দিকে কেউ কোন খেয়ালই দিল না। সবার দৃষ্টি তৃষার ওপর, হাতি গুজম্যানের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে সে। চোখ থেকে বেরুনো পানিতে গাল ভিজে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা মেয়ের ওপর শারীরিক নির্যাতন চলতে দেখা রানার জন্যে অত্যন্ত কষ্টকর। ওর হিসেবে সোয়াট টীম পৌঁছাতে আরও কমপক্ষে পাঁচ মিনিট লাগবে। পাঁচ মিনিট সাত বা দশ মিনিটেও দাঁড়াতে পারে। অথচ মাত্র এক মিনিট পরই তৃষার বুকে গুজম্যানের হাত পড়তে রানা সিদ্ধান্ত নিল, ওর পক্ষে এর বেশি সহ্য করা সম্ভব নয়।

রানা অত্যন্ত শান্ত গলায় জাভালাকে বলল, 'মোটকুকে বলো এখুনি ওকে ছেড়ে দিক।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল জাভালা, ভুরু উঁচু হতে শুরু করেছে, চোখে বিস্ময়। 'কি যেন বললে তুমি?'

'বললাম, তোমার ওই মোটা হাতিটাকে বলো মেয়েটাকে যেন ছেড়ে দেয়।' নিজের স্কী মাস্ক খুলে ফেলল রানা।

কামরার ভেতর উপস্থিত প্রত্যেক কোবরা চিনতে পারল রানা জাল লোক, সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে অস্ত্র তাক করল তারা।

'তুমি!' বিস্মিত জাভালা হাঁ হয়ে গেছে। 'স্টপ!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কেউ গুলি করবে না। অন্তত এখুনি নয়।'

আপাতত নিজের ব্যথা ও ভোগান্তি ভুলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে রানাকে দেখছে তৃষা। 'না! না!' ফুঁপিয়ে উঠল হঠাৎ, মাথাটা এদিক ওদিক নাড়ছে। 'এখানে আসা আপনার একদম উচিত হয়নি!'

'এরপর তোমাকে মরতে হবে, জাভালা,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা, 'ও যদি মেয়েটিকে না ছাড়ে।'

জাভালার চেহারায় সকৌতুক হাসি ফুটল। 'আরে, তাই? তো কে আমা[illegible] খুন করতে যাচ্ছে? তুমি?'

'যে-কোন মুহূর্তে একটা সোয়াট টীম পৌঁছে যাবে। পালাবার পথ একটাই–রাস্তা। তোমরা ফাঁদে আটকা পড়েছ।'

'মাফ করবে, মিস্টার রানা, যদি আমি তোমার কথা বিশ্বাস করে না থাকি।' তারপর হাতির উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল জাভালা। 'শ্রদ্ধেয়া লেডিকে তাঁর পায়ের ওপর দাঁড়াতে দাও, গুজম্যান।' আবার রানার দিকে মনোযোগী হলো। 'তুমি বোধহয় আমার একজন লোককে খুন করেছ।'

'না,' বলল রানা। 'অজ্ঞান করে সিকিউরিটি সেন্টারে ফেলে রেখেছি, তারপর তার এই ড্রেস ধার নিয়েছি।'

'তোমার সঙ্গে আমার একটা হিসাব বাকি আছে, মিস্টার রানা। অস্বীকার করো?'

'জিজ্ঞেস করছ, তাই বলা, তা না হলে নিজের প্রশংসা করার লোক আমি নই। সত্যি কথা বলতে কি, বেশ কয়েকটা সোনার মেডেল পাওনা হয়েছে আমার। একের পর এক তোমার প্ল্যানগুলো যেভাবে নষ্ট করে দিলাম।'

'কেউ তোমাকে বলেনি, তুমি মারা যাচ্ছ? তোমার মৃত্যু হবে ধীরে ধীরে। ও, ইয়েস! খুব কষ্ট পেয়ে মরবে তুমি।'

এটাই আসল কথা, রানা শোনার অপেক্ষায় ছিল। ওকে দ্রুত খুন করার কোন ইচ্ছে জাভালার নেই। তার মত লোকেরা মানুষ খুন করে আনন্দ পায়, বিশেষ করে যে লোক ব্যক্তিগত শত্রু হয়ে ওঠে। তাদের জন্যে এটা হলো সুদে-আসলে পাওনা মেটানোর সময়। রানা নিজের অনিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। মনিটরে এখানকার ছবি দেখে কি ভাবছে মুরল্যান্ড? সম্ভব হলে রানা তাকে জিজ্ঞেস করত, কি হে, সোয়াট টীম এত দেরি করছে কেন? কতক্ষণে পৌঁছাবে তারা? রানা জানে জাভালার কাছ থেকে খুব বেশি সময় আদায় করা সম্ভব হবে না। চেহারায় সরল একটা ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইল ও, 'জানি তোমাদের পার্টিতে বাধা দিয়েছি, কিন্তু আর কিছুতে বাধা দিইনি তো?'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ওর ওজন নেয়ার চেষ্টা করল জাভালা। 'মিস তৃষা আর মিস্টার ফাহিমের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা হচ্ছিল। বিষয় ছিল ডক্টর সিরাজুল ইসলামের বিজ্ঞান চর্চা।'

'সেই পুরানো রুটিন–তেলের ফর্মুলা খুঁজে বের করো,' ত্যক্ত-বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'তুমি কোথাকার বুদ্ধু, হে? দেখে-শুনে মনে হচ্ছে রাজ্য জুড়ে সবাই জানে ফর্মুলাটা কি, শুধু তুমি আর ফ্যালকনে তোমার বন্ধুরা ছাড়া।'

জাভালার চোখ দুটো সামান্য একটু চওড়া হলো। 'তুমি দেখছি অনেক খবরই রাখো।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কোথাও ঢাকঢোল বাজলে সেটা শুনে অর্থ বের করাই আমার কাজ।'

'নুমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর, এটা তোমার কাভার,' বলল জাভালা। 'তুমি আমেরিকার বন্ধু নও।'

'আমার আরও একটা কাজ আছে। খবর রাখা, কে কোথায় বেশি বাড়ল। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে আমাকে পাঠানো হয় কেটে ছোট করার জন্যে।'

'তুমি একজন স্পাই।'

'কখনও অস্বীকার করি না।'

ডক্টর ফাহিমের দিকে সরে গেছে তৃষা। ভদ্রলোকের মুখ থেকে ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, টেপটা খুলে নিয়েছে সে। এই মুহূর্তে ওড়না দিয়ে নাক-মুখের রক্ত মুছে দিচ্ছে। ডক্টর ফাহিম মুখ তুলে ভোঁতা দৃষ্টিতে তাকালেন তৃষার দিকে, বিড় বিড় করে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

হাতিটা সরে এসে পজিশন নিয়েছে রানার পিছনে। জাভালার কাছ থেকে একটা ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে সে, পাওয়া মাত্র দু'হাতে ধরে হ্যাঁচকা মোচড় দিয়ে ভেঙে দেবে রানার ঘাড়টা।

'কোবরার ড্রেস পরে থাকায় তুমি হয়তো আমাদের জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেবে,' রানাকে বলল জাভালা। তারপর তৃষার দিকে ফিরল সে। 'এবার, মিস তৃষা। হয় তুমি এখুনি আমাকে অয়েল ফর্মুলা সহ বাকি সবগুলো আবিষ্কারের ফর্মুলা দেবে, নয়তো আমি দশ পর্যন্ত গোণার পর এই লোকের হাঁটুতে গুলি করব। হাঁটুর পর কনুইয়ে, কনুইয়ের পর দুই কানের পাতায়।'

হঠাৎ চমকে উঠে ফ্যাল ফ্যাল করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল তৃষা। হিসেব করেই হুমকিটা দিয়েছে জাভালা। তৃষা বুঝতে পারল, জাভালা মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। ফাহিম চাচা আর রানা, চোখের সামনে দু'জনকে জখম হতে বা খুন হতে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। অকস্মাৎ ভেঙে পড়ল সে। 'ফর্মুলা যা থাকার কথা সব আপনি বাবার ল্যাবরেটরিতে পাবেন।'

'ল্যাবরেটরির কোথায়?' তীক্ষ্ণ হলো জাভালার কণ্ঠস্বর। 'সার্চ করে আমরা পাইনি কেন?'

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছে তৃষা, দ্রুত বাধা দিল রানা। 'বলো না। আমরা সবাই মরি মরব, তবু সভ্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার ফ্যালকনকে দেব না।'

'এনাফ!' ঘরে যেন বোমা ফাটাল জাভালা। চোখের পলকে শোল্ডারহোলস্টার থেকে একটা অটোমেটিক বের করে রানার বাঁ হাঁটুতে তাক করল। 'দেখা যাচ্ছে মিস তৃষাকে জানানো দরকার যে আমি সিরিয়াস।'

পিছন থেকে ঘুরে রানার সামনে চলে এল হাতি গুজম্যান। 'সার, আমি সন্দেহ করছি এই লোকটা আল কায়েদার সদস্য। এর ওপর আমাকে কাজ করার সুযোগ দিলে সেটাকে আমি একটা সম্মান বলে মনে করব। শালা টেররিস্ট হয়ে আমাকে বলে কিনা মোটকু, হাতি…'

সহকারীর দিকে দু'সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে হাসল জাভালা। 'আমারই ভুল। তোমার কথা বলাবার ক্ষমতাকে অবহেলা করা উচিত নয়। ওকে আমি তোমার হাতেই ছেড়ে দিলাম।'

হাতের রাইফেল একটা চেয়ারের গায়ে ঠেক দিয়ে রাখছে গুজম্যান। কামরার সবাই লক্ষ করল, চেহারা থেকে ভয়ের ভাব লুকাবার চেষ্টা করে রানা সফল হচ্ছে না। সেজন্যেই বিস্ময়ের ধাক্কা আরও জোরে অনুভব করল তারা। নিজেদের

লোকজনের কাছে অস্ত্র রয়েছে, তাই গুজম্যান কোন বিপদ আশঙ্কা করছে না, রাইফেলটা চেয়ারে ঠেক দিয়ে রাখার জন্যে রানার দিকে পিছন ফিরল সে। ঠিক তখনি রানা পরিণত হলো ছেড়ে দেয়া একটা স্প্রিঙে। ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে ঘুরল গুজম্যান, সঙ্গে সঙ্গে রানার ভাঁজ করা হাঁটু যেন তার উরুসন্ধিতে গেঁথে গেল। গুজম্যান যত শক্তিশালীই হোক, এরকম একটা মার খাওয়ার পর তার পক্ষে আর লড়াই করা সম্ভব নয়। কিন্তু হাঁটুর গুঁতোটা ঠিক যেখানে লাগার কথা সেখানে লাগেনি, স্পর্শকাতর অংশটাকে বাদ দিয়ে মূল ধাক্কাটা লেগেছে উরুর শেষ প্রান্তে।

বিস্মিত গুজম্যান ব্যথায় গুঙিয়ে উঠে কুঁজো হয়ে গেল, তবে তা মাত্র এক মুহূর্তের জন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিধে হলো সে, বিশাল দুই হাত এক করে সামনে এগিয়ে এসে ধাক্কা মারল রানার বুকে, একই সঙ্গে তার নাক দিয়ে বিস্ফোরিত হলো গরম নিঃশ্বাস। ছিটকে একটা টেবিলে পড়ল রানা, হড়কে পার হলো টেবিলের পুরোটা দৈর্ঘ্য, তারপর আলুর ভারী বস্তার মত খসে পড়ল কার্পেটে। এত জোরাল ধাক্কা আগে কখনও খায়নি ও। কিছুই ভাঙেনি, চামড়ায় একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি, অথচ সারা শরীরে শক্তি বলতে কিছুই যেন অবশিষ্ট নেই, বাতাসের অভাবে ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে। আড়ষ্ট একটা ভঙ্গিতে হাঁটুর ওপর সিধে হচ্ছে ও, বড় করে শ্বাস টেনে ফুসফুসের চাহিদা মেটাচ্ছে। এভাবে মার খেলে ওর পরবর্তী গন্তব্য হতে যাচ্ছে মর্গ। অথচ জানে নিজের এই হাত-পা দিয়ে দৈত্যটাকে কাবু করা সম্ভব নয়, এমনকি শুধু প্রতিরোধ করতে হলেও ড্রেনেজ পাইপের মত মোটা পেশী দরকার। একটা অস্ত্র পেতে হবে ওকে, যে-কোন একটা অস্ত্র। সিধে হয়ে হাতের কাছে যেটা পেল সেটাই তুলে নিল রানা। ছোট একটা কফি টেবিল। টেবিলটার কাঠের সারফেস কড়াৎ করে গুজম্যানের মাথায় ভাঙল। হাতির খুলি নিশ্চয়ই লোহা দিয়ে তৈরি। চোখেতে মনে হলো দৃষ্টি নেই, একটু টলছে। রানার ধারণা হলো, গুজম্যান পড়ে যাবে। লাফিয়ে জাভালার হাতের অটোমেটিক ছিনিয়ে নেবে, নিজেকে সেজন্যে তৈরি রাখছে ও। কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে ধকলটা ঝেড়ে ফেলল গুজম্যান, ফিরে পাওয়া দৃষ্টিতে ঘৃণা নিয়ে তাকাল রানার দিকে, নতুন উদ্যমে আবার হামলা শুরু করল।

রানা লড়ছে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। এবং হারছে ও। বক্সিং জগতে একটা সত্যকথন প্রচলিত আছে যে ছোট আকৃতির কোন লোক কখনোই বড় আকৃতির কোন লোকের সঙ্গে জিততে পারে না। অন্তত বিধি-বিধান মেনে চলতে হলে। ছুঁড়ে মারার মত কিছু একটা পাবার জন্যে উন্মত্ত হয়ে খুঁজছে রানা। দেয়াল ঘেঁষা টেবিল থেকে সিরামিকের তৈরি একটা ল্যাম্প তুলল, ছুঁড়ে মারল দু'হাতের সাহায্যে। প্যাটন ট্যাংকে লেগে ছিটকে পড়া পাথরের মত গুজম্যানের কাঁধে লেগে ফিরে এল ল্যাম্পটা। এরপর একটা টেলিফোন ছুঁড়ল রানা, সেটার পিছু নিল একটা ফ্লাওয়ার ভাস, ভাসের পিছু নিল এক কেজি ওজনের একটা টেবিল ক্লক। বলতে হয়, বেশ কিছু টেনিস বল ছুঁড়ছে রানা, কারণ ওর নিক্ষিপ্ত প্রতিটি জিনিস লক্ষ্যভেদে সফল হলেও গুজম্যানের অতিকায় শরীরের কোনই ক্ষতি হয়নি।

লোকটার ঠাণ্ডা দৃষ্টি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, রানার সঙ্গে খেলাটা তার একঘেয়ে লাগছে। কামরার আরেক মাথা থেকে খেপা ষাঁড়ের ভঙ্গি নিয়ে ছুটে এল

সে। তবে এখনও রানা যথেষ্ট ক্ষিপ্র, এক পাশে সরে গিয়ে এক্সপ্রেস ট্রেনটাকে জায়গা ছেড়ে দিতে পারল, সেটা যাতে সরাসরি একটা পিয়ানোয় ধাক্কা খায়। ছুটে কাছে চলে এল ও, পিয়ানো টুলটা ধরে মাথার ওপর তুলল, কায়দা মত পেয়ে গুজম্যানের মুখে মারতে যাচ্ছে। কিন্তু বিধি বাম!

তৃষা দু'হাত দিয়ে জাভালার গলা চেপে ধরেছে। তাকে এমন এক অনায়াস ঝাপটায় নিজের গা থেকে ছাড়াল জাভালা, সে যেন কাপড়ের তৈরি একটা পুতুল। পরমুহূর্তে তার হাতের পিস্তল রানার মাথার পিছনের খুলিতে নেমে এল সবেগে। আঘাতটা ওকে অজ্ঞান করল না, তবে সারা শরীরে ব্যথার সমস্ত উৎসমুখ যেন খুলে দিল। ওর হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে কার্পেটে নামল, আপাতত চোখে প্রায় কিছুই দেখছে না। ধীরে ধীরে কমছে ব্যথা, সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলোর ভোঁতা ভাব কেটে যাচ্ছে। অস্পষ্টভাবে তৃষার চিৎকার কানে এল। চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার হতে দেখল জাভালা তাকে ঠেকিয়ে রাখছে–একটা হাত ধরে এমন মোচড়াচ্ছে, ভাঙতে আর বোধহয় এক মিলিমিটার বাকি। গুজম্যানের সঙ্গে একতরফা লড়াই হচ্ছিল রানার, জাভালা সেটা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল, এই সময় তৃষা তার হাত থেকে অটোমেটিকটা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে।

হঠাৎ রানা একটা ঝাঁকি অনুভব করল। তারপর দেখল টান দিয়ে ওকে পায়ের ওপর দাঁড় করিয়েছে গুজম্যান। পিছন থেকে রানার বুক দু'হাত দিয়ে জড়াল সে, হাত দুটো পরস্পরকে শক্ত করে ধরল, তারপর শুরু করল চাপ দিতে। এ যেন মস্ত এক অজগরের প্যাঁচ, পিষে মেরে ফেলছে রানাকে। চাপটা সরাসরি ফুসফুসে লাগছে, ফলে ভেতরে বাতাস বলতে কিছু থাকছে না। রানার খোলা মুখ হাঁ হয়ে আছে, কিন্তু একটু হাঁপাতে পর্যন্ত পারছে না। চোখের সামনে অন্ধকার ভাবটা ফিরে আসছে আবার। আর কখনও দিনের আলো দেখতে পাবে কি পাবে না, এ নিয়ে ওর মনে কোন ভুল ধারণা নেই। অনুভব করল পাঁজরের হাড় যে-কোন মুহূর্তে ভাঙবে। হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকে মেনে নেয়ার অবস্থা থেকে রানার দূরত্ব মাত্র দু'সেকেন্ড, এই সময় হঠাৎ চাপ কমে গেল, বুকের ওপর থেকে নেমে গেল হাত দুটো।

রানা আসলে স্বপ্ন দেখছে, অন্তত ওর নিজের অভিজ্ঞতা সেরকমই হলো। কামরার ভেতর দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় সমান মুরল্যান্ড ঢুকল বীরদর্পে, ঢুকেই পিছন থেকে জাভালার কিডনি বরাবর প্রচণ্ড এক ঘুসি। জাভালার শরীর দু'ভাঁজ হয়ে গেল, হাতের পিস্তল ও তৃষার কব্জি ছেড়ে দিল সে।

বাকি কোবরারা পাথরের মূর্তি, সবার অস্ত্র এখন মুরল্যান্ডের দিকে তাক করা, জাভালার নির্দেশ পেলেই ট্রিগার টেনে দেবে।

মুহূর্তের জন্যে সমীহ ভরা দৃষ্টিতেই মুরল্যান্ডকে দেখল গুজম্যান। কিন্তু তারপর যখন লক্ষ করল যে আগন্তুকের কাছে কোন অস্ত্র তো নেই-ই, তার তুলনায় অন্তত এক ফুট খাটোও সে, সঙ্গে সঙ্গে চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটিয়ে বলল, 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।'

কথাটা বলার মুহূর্তেই রানাকে ছেড়ে দিল গুজম্যান। কার্পেটের ওপর একটা স্তূপের মত পড়ল রানা। গুজম্যান দু'পা এগোল, প্রায় ছোঁ দিয়ে মেঝে থেকে

তুলে নিল মুরল্যান্ডকে, নিজের বুকে ফেলে কঠিন আলিঙ্গনে জড়াল–মুরল্যান্ডের পা দুটো শূন্যে ঝুলছে। প্রতিপক্ষের সামনে টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে নেই গুজম্যান, পরস্পরের মুখোমুখি তারা, তাকিয়ে আছে চোখে চোখে, ব্যবধান কয়েক ইঞ্চির বেশি নয়। গুজম্যানের ঠোঁট ভাঁজ হয়ে মুখের ভেতর সেঁধিয়ে গেছে, এ হলো তার শয়তানি হাসির নমুনা; কিন্তু মুরল্যান্ডের চেহারা সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, ভয়ের বিন্দুমাত্র অস্তিত্ব নেই সেখানে।

গুজম্যান যখন জড়িয়ে ধরছে, বুদ্ধি করে হাত দুটো ওপরে তুলে নিয়েছিল মুরল্যান্ড। এখনও তার হাত দুটো সিলিঙের দিকে খাড়া হয়ে আছে। তোলা এই হাত দুটো গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে চাপ দিয়ে মুরল্যান্ডের প্রাণবায়ু বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গুজম্যান। নিজের বিপুল শক্তির প্রতিটি আউন্স কাজে লাগাচ্ছে সে।

রানা এখনও প্রচণ্ড ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে, আচ্ছন্ন ভাবটাও কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তাসত্ত্বেও ধীরে ধীরে ক্রল করছে ও। ওর নিঃশ্বাস পড়ছে কাঁপা কাঁপা, খুলি আর বুকের চামড়া বহু জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়ায় হু-হু করে জ্বালা করছে।

মেঝে থেকে প্রকাণ্ড একটা ব্যাঙের মত লাফ দিল তৃষা, গুজম্যানের পিঠে বসে দু'হাত দিয়ে তার চোখ-মুখ খামচে ধরল, মাথাটা ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে। অনায়াসে তাকে ছুঁড়ে ফেলল গুজম্যান, সে যেন শো উইন্ডোর নিষ্প্রাণ একটা ম্যানিকিন। শূন্যে নিক্ষিপ্ত তৃষা ধপাস করে পড়ল একটা সোফায়, তা না হলে খুলি সহ ক'টা হাড় ভাঙত কে জানে। গুজম্যান আবার মুরল্যান্ডকে পিষতে শুরু করল।

তবে মুরল্যান্ডের কোন সাহায্য দরকার নেই। খাড়া করা হাত দুটো নামিয়ে গুজম্যানের গলায় আঙুল জড়াল সে। দানবটা হঠাৎ উপলব্ধি করল, তার প্রতিপক্ষ নয়, সে-ই মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। মুখের তাচ্ছিল্য ভরা কদর্য হাসি বদলে গেল, নগ্ন আতংকে বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা, কারণ তার ফুসফুস থেকে বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। উন্মাদের মত হয়ে উঠল তার আচরণ। একবার মুরল্যান্ডের বুকে দমাদম ঘুসি মারছে, পরমুহূর্তে গলা ছাড়াবার চেষ্টা করছে তার আঙুলগুলো। কিন্তু মুরল্যান্ড মায়া-মমতাহীন পাষাণ। ঢিল দেয়ার কোন লক্ষণই তার মধ্যে দেখা গেল না। ভূতে পাওয়া মানুষের মত কামরার চারদিকে ছুটোছুটি শুরু করল গুজম্যান, মুরল্যান্ড বিরতিহীন ঝুলে থাকল একটা বুলডগের মত।

রোমহর্ষক একটা গোঙানির আওয়াজ বেরুল গুজম্যানের নাক দিয়ে, পরমুহূর্তে নিস্তেজ হয়ে গেল শরীরটা। গোড়া কাটা বৃক্ষের মত দড়াম করে পড়ল সে, বুকে বসে আছে মুরল্যান্ড।

ঠিক সেই মুহূর্তে শেরিফ-এর এক ঝাঁক পেট্রল কার আর সোয়াট ভ্যান কাঁকর ছড়ানো ড্রাইভওয়েতে এসে থামল। হাতে ভারী অস্ত্র, ইউনিফর্ম পরা পুলিস বাড়ির চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুত। জানালা দিয়ে হেলিকপ্টার এঞ্জিন ও রোটরের শব্দও ভেসে এল।

'পিছনের পথ ধরো!' নিজের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করছে জাভালা। কোমরের কাছে সালোয়ার আর কামিজ খামচে ধরল সে, তৃষাকে টানতে টানতে কামরা থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে।

'তুমি ওর ক্ষতি করো,' পিছন থেকে বলল রানা, গলার স্বর যেন ঠাণ্ডা পাথর, 'আমি তোমাকে নিজের হাতে দুনিয়া থেকে বিদায় করব।'

রানা পরিষ্কার বুঝল, ওর হুমকিতে ভয় পায়নি জাভালা। তবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার পর হিসেব করছে, অস্থির একজন বন্দিনী তার পালাবার পথে কতটা বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

'ঘাবড়াচ্ছ কেন?' বলে তৃষাকে কামরার ভেতর, রানার দিকে ছুঁড়ে দিল জাভালা। 'আপাতত এ তোমার কাছেই থাক। মানে, যতদিন না আবার আমাদের দেখা হয়। বলে গেলাম, শিগ্‌গির আবার দেখা হবে।'

রানা পিছু নেয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছু করার অবস্থা ওর নেই, কিছুক্ষণ পরই হোঁচট খেতে শুরু করল, তারপর থেমে হেলান দিল একটা গাছের গায়ে। চোখ থেকে ঝাপসা ভাব আর ব্যথা দূর হতে লিভিং রুমে ফিরে এল ও।

ডক্টর ফাহিমের বাঁধন খুলে দিচ্ছে মুরল্যান্ড। তরল অ্যান্টিসেপটিকে ভেজানো তুলো দিয়ে ভদ্রলোকের মুখের ক্ষতগুলো পরিষ্কার করে দিচ্ছে তৃষা।

মেঝেতে পড়ে থাকা গুজম্যানের দিকে তাকাল রানা। 'ওর কি অবস্থা?'

মাথা নাড়ল মুরল্যান্ড। 'এখনও মরেনি। বাঁচলেই বোধহয় ভাল হয়। পুলিস আর এফবিআই হয়তো মুখ খোলাতে পারবে।'

'ঠিক সময় মতই পৌঁছেছিলে। ধন্যবাদ।' রানার ঠোঁটে টান টান হাসি।

ওর দিকে চোখ তুলে কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'তোমার অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ার আগেই আমি রওনা দিই, কিন্তু গোলাবাড়ির সামনে দাঁড়ানো গার্ডটাকে কাবু করার জন্যে একবার থামতে হয় আমাকে।'

'ওই সময় তুমি না পৌঁছালে একজন বন্ধু হারাতে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমার হস্তক্ষেপ একঘেয়ে হয়ে উঠছে।'

যে-কোন আলোচনায় শেষ যে কথাটা মুরল্যান্ড বলবে, তার কোন জবাব হয় না। এগিয়ে এসে ডক্টর ফাহিমকে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। 'খুব কি অসুস্থবোধ করছেন?'

অভয় দিয়ে হাসতে চেষ্টা করলেন ডক্টর ফাহিম। 'অসুস্থ, হ্যাঁ, তবে কয়েকটা স্টিচ পড়লে দ্রুত সেরে উঠব। আপনারা এসে পড়ায় প্রাণে বেঁচে গেছি, এটাই হলো বড় কথা।'

রানা একটা হাত ধরতে তৃষার মুখে একটু হাসি ফুটল। 'আপনি সত্যি খুব শক্ত মেয়ে।'

'সে কি পালিয়েছে?'

'কে, জাভালা?'

'হ্যাঁ?'

'বোধহয়, যদি না শেরিফের ডেপুটিরা ধাওয়া করে তাকে ধরে থাকে।'

'তাকে ধরা অত সহজ নয়,' চোখে অস্বস্তি নিয়ে বলল তৃষা। 'ওরা তাকে খুঁজেই পাবে না। দেখবেন, লোকটা আবার ফিরে আসবে। ফ্যালকনে ওর বস বাবার ফর্মুলাগুলো না পাওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

আট

পড়ন্ত বিকেলে গুজম্যান আর তার দু'জন সঙ্গীর জ্ঞান ফিরে এল। হ্যান্ড কাফ পরিয়ে পেট্রল কারে তোলা হলো তাদের, শেরিফ-এর ডিপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে তাদের নামে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের সিকিউরিটি গার্ডদের খুন করার অভিযোগ দায়ের করা হবে।

শেরিফের হোমিসাইড ইনভেস্টিগেটরদেরকে একটা লিখিত জবানবন্দি দিলেন ডক্টর ফাহিম ও তৃষা, পরে রানা ও মুরল্যান্ডও। গার্ডদের লাশগুলো স্টর্ম সেলার থেকে উদ্ধার করে মর্গে পাঠিয়ে দেয়া হলো।

তৃষার কথাই সত্যি প্রমাণিত হলো, ধাওয়া করেও কাকাস জাভালাকে ধরতে পারেনি শেরিফের ডেপুটিরা। খুনী লোকটার পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হাডসন নদীর ওপর পাহাড়ের উঁচু মাথায় চলে এল রানা। এখানে একটা রশি দেখতে পেল ওরা, নদীর দিকে নেমে গেছে।

'তারমানে ওদের জন্যে একটা বোট অপেক্ষা করছিল,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

নদীর ওপারে সবুজ পাহাড় আর বনভূমির দিকে তাকাল রানা। 'এই জাভালা লোকটা প্রতিটি দিক কাভার না করে কোন অপারেশনে নামে না। এমন ধূর্ত লোক আমি খুব কমই দেখেছি। চিন্তা করে দেখো, কি সব ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে দিব্যি পালিয়ে গেছে, গায়ে একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।'

মুরল্যান্ড হেসে ফেলল। 'আমাদের হিরো কিন্তু তুমি।' তারপর জানতে চাইল, 'তোমার কি মনে হয়, ইন্টারোগেট করার সময় কোবরা তিনটে মুখ খুলবে?'

'মুখ খুললেও বিশেষ কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'আমি যত দূর জানতে পেরেছি, কোবরা ক্লাব নামে ওদের অর্গানাইজেশন একটা সেল-কে ইউনিট ধরে কাজ করে, সেল বা ইউনিটগুলো পরস্পর সম্পর্কে অজ্ঞ। শুধু সেল কমান্ডাররা তাদের লীডার হিসেবে জাভালাকে চেনে। তাদের কাছে চেইন অভ কমান্ড জাভালা পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, কেউ ওরা জানে না যে ওদের সত্যিকার বস্ ফ্যালকনের করপরেট অফিসে বসে আছে।'

'মূল অপরাধীদের বিরুদ্ধে কেউ সাক্ষী না দিলে তাদের তাহলে বিচার হবে কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'কেস করে, প্রমাণ সংগ্রহ করে–মানে, আইনের সাহায্যে তাদের বিচার করা সম্ভব নয়। সরকারী উকিলরা নিরেট কোন প্রমাণই দাখিল করতে পারবে না। ওদেরকে শাস্তি দিতে হবে অন্যভাবে।'

'চলুন, বাড়ি ফিরি,' রানার একটা হাত ধরল তৃষা। 'আপনাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।'

'আপনি আমারও একটা হাত ধরুন,' বলে তৃষার সামনে নিজের একটা হাত বাড়িয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'তা না হলে আমার আয়ু কমে যাবে।'
'আয়ু কমে যাবে–কেন?' তৃষা অবাক।
'আপনার মত আশ্চর্য সুন্দর কোন মেয়ে কারও হাত ধরলে তার আয়ু বাড়ে, তাই!'
তিনজনই ওরা হেসে উঠে বাড়ির পথ ধরল।

কফি আর বিস্কিট খেয়ে তৃষার নেতৃত্বে কিচেনে ঢুকল ওরা ডিনার তৈরি করতে। মাছ, মাংস ও শাকসব্জি কাটা-বাছার কাজ শেষ হতে মুরল্যান্ডকে নিয়ে লিভিং রুমে ফিরে এল রানা, দু'জন মিলে সমস্ত ফার্নিচার আগের জায়গায় ঠিকঠাক মত বসাল–হাতে এক গ্লাস মার্টিনি নিয়ে ডক্টর ফাহিম দেখিয়ে দিলেন কোনটা কোথায় ছিল।
খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে সবাই এসে বসল নতুন করে সাজানো লিভিং রুমে, সবার হাতে কফির কাপ। তৃষার দিকে তাকাল রানা। 'জাভালাকে তুমি বললে, তোমার বাবার ফর্মুলা ল্যাবরেটরিতে লুকানো আছে।'
ওদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে, শুধু ওরা দু'জন যখন একবার কিছুক্ষণের জন্যে কিচেনে ছিল।
তৃষা ডক্টর ফাহিমের দিকে তাকাল, যেন অনুমতির আশায়। মৃদু হেসে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'বাবার ফর্মুলাটা আছে একটা ফাইল ফোল্ডারে, দরজার পিছনে লুকানো একটা প্যানেলে সেটা ফিট করে।'
কফির কাপে চুমুক দিতে গিয়ে কাপটা নামিয়ে নিল মুরল্যান্ড। 'উনি আমাকে অন্তত ঠিকই বোকা বানাতেন। একটা দরজার ভেতর কখনোই আমি দেখতাম না।'
'ডক্টর ইসলাম জ্ঞানী মানুষ ছিলেন।'
'আর ডক্টর ফাহিম হলেন সাহসী পুরুষ,' সশ্রদ্ধচিত্তে বলল মুরল্যান্ড। 'এই বয়সে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন, কিন্তু জাভালাকে কিছুই বলেননি।'
মাথা নেড়ে ডক্টর ফাহিম বললেন, 'বিশ্বাস করুন, ওই সময় মিস্টার রানা হাজির না হলে আমি ঠিকই বলে দিতাম ফর্মুলাটা কোথায় আছে। কারণ তা না হলে তৃষার ওপর টরচার বন্ধ করা যেত না।'
'ফাহিম চাচা, রানাকে তুমি মিস্টার না বললেও পারো,' বলল তৃষা। 'আমার মনে হয় ওকে তোমার আপনি না বলে তুমিই বলা উচিত।'
'তুই বলছিস?'
'বাংলা ভাষার এই তুমি আর আপনি রহস্য আমিও বুঝি,' তাড়াতাড়ি বলল মুরল্যান্ড। 'মিস্টার ফাহিম, আপনি আমাকেও তুমি বলবেন, প্লীজ।'
হেসে ফেললেন ডক্টর ফাহিম। 'আচ্ছা, বেশ।'
তৃষা আবার সিরিয়াস হয়ে উঠল। 'আমার ভয় লাগছে, ওরা না আবার ফিরে আসে। আজ রাতেই যে আসবে না, তার কি নিশ্চয়তা?'
'না, আজ রাতে আসবে না,' তাকে অভয় দিয়ে বলল রানা। 'আরেক দল

লোককে জড়ো করতে সময় লাগবে জাভালার। দু'চারদিনের মধ্যে তার আসার সম্ভাবনা নেই।'
'আসুক বা না আসুক,' ডক্টর ফাহিম বললেন, 'আমরা সম্ভাব্য সব রকম সাবধানতা অবলম্বন করব। আমি মনে করি এই বাড়িতে তৃষার থাকা উচিত হবে না। ওকে অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।'
'আমি তোমার আর মুরল্যান্ডের সঙ্গে ওয়াশিংটনে চলে যেতে পারি,' বলল তৃষা, চোখে দুষ্টামির ঝিলিক। 'তোমার কেয়ারে আমি নিরাপদ থাকব।'
একটু বিব্রত দেখাল রানাকে। 'কিন্তু আমি তো এখনও নিশ্চিত নই যে আমরা ওয়াশিংটনেই ফিরছি।' কফির কাপটা খালি করে টেবিলে নামিয়ে রাখল ও। 'তোমার বাবার ল্যাবরেটরিটা দেখাবে, প্লীজ।'
'দেখার খুব বেশি কিছু নেই,' বললেন ডক্টর ফাহিম, পথ দেখিয়ে সবাইকে গোলাবাড়ির দিকে নিয়ে যাচ্ছেন।
গোলাবাড়ির ভেতর যে ঘরটায় ওরা ঢুকল সেখানে তিনটে কাউন্টারে নানা রকম অ্যাপারেটাস সাজানো রয়েছে। এ-সব বেশিরভাগ কেমিস্ট্রি ল্যাবেই থাকে।
'আহামরি কিছু নয়,' বললেন ডক্টর ফাহিম। 'তবে এখানেই আমরা স্লীক সিক্সটিসিক্স-এর ফর্মুলা আবিষ্কার করি, আর তারপর সেটাকে ডেভেলপ করি।'
কামরাটার চারদিকে হাঁটাহাঁটি করছে রানা। 'আমি ঠিক এরকম কিছু আশা করিনি।'
ডক্টর ফাহিম অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানাকে দেখছেন। 'তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'
'ডক্টর ইসলাম তাঁর ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের ডিজাইন এখানে বসে করেছিলেন, এ সম্ভব নয়,' দৃঢ় স্বরে বলল রানা।
'কেন তুমি এ-কথা বলছ?' সাবধানে জানতে চাইলেন ডক্টর ফাহিম।
'এটা স্রেফ একটা কেমিস্ট্রি ল্যাব, তার বেশি কিছু নয়। অথচ ডক্টর ইসলাম এঞ্জিনিয়ারিঙে ছিলেন দুর্লভ এক প্রতিভা। আমি কোন ড্রাফটিং টেবিল দেখছি না, দেখছি না থ্রী-ডাইমেনশন্যাল কমপোনেন্ট ডিসপ্লে করার জন্যে প্রোগ্রাম করা কোন কমপিউটর। ওয়ার্কিং মডেল তৈরির ফ্যাসিলিটি ও মেশিনারিও তো নেই। আমি দুঃখিত, তবে এটা সেই জায়গা নয় যেখানে একটা উর্বর মস্তিষ্ক তার উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগিয়ে প্রপালশান টেকনোলজিতে বিরাট অবদান রেখেছে।' থেমে পালা করে তৃষা ও ডক্টর ফাহিমের দিকে তাকাল রানা। দু'জনেই চোখ নামিয়ে দাগবহুল কাঠের মেঝের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 'আমি যেটা বুঝতে পারছি না, আপনারা আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন কেন?'
'তৃষা বা আমি, কেউই আমরা কিছু লুকাচ্ছি না, রানা,' ভারী গলায় বললেন ডক্টর ফাহিম। আসল কথা হলো, আমরা কেউই জানি না সিরাজ কোথায় বসে তাঁর গবেষণা সম্পন্ন করেছিলেন। একজন মানুষ আর একজন বন্ধু হিসেবে তিনি ছিলেন আদর্শ, কিন্তু সব কিছু গোপন করে রাখার যে প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি সেটাকে ফ্যানাটিকাল বলা ছাড়া কোন উপায় নেই। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ গায়েব হয়ে যেতেন সিরাজ, কখনও দু'চারদিন আবার কখনও দু'চার হপ্তা

পর ফিরে আসতেন। আমরা বুঝতে পারতাম গোপন কোন ল্যাবরেটরি আছে তাঁর, সেখানে গবেষণা করতে যান। কিন্তু সেই ল্যাবরেটরি কোথায় তা আমাদেরকে কোনদিন তিনি জানাননি। তৃষা আর আমি বেশ কয়েকবার তাঁর পিছু নিই, কিন্তু প্রতিবারই টের পেয়ে যান তিনি, আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান। অনেকটা ভোজবাজির মত এই আছে তো এই নেই।'

'তারমানে আপনারা নিশ্চিত যে তাঁর গোপন ল্যাবটা এই খামারবাড়ির কোথাও নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন ডক্টর ফাহিম। 'আপনাকে আমরা কোন ধারণাই দিতে পারব না। এই ফার্ম থেকে বেরিয়ে যাবার পর অদৃশ্য হবার ঘটনা যেমন ঘটেছে, তেমনি এই ফার্ম থেকেও গায়েব হয়ে যেতে দেখা গেছে তাঁকে। তবে এমনও হতে পারে যে তিনি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা জানতে পারিনি, তাই ধরে নিয়েছি তিনি ফার্মের ভেতর থেকে গায়েব হয়ে গেছেন।'

'আপনারা তাঁকে এ বিষয়ে কিছু বলেননি?'

'একবার?' জবাব দিচ্ছে তৃষা। 'যতবারই প্রসঙ্গটা তুলতে গেছি, আমাদেরকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন, "তোমাদের না জানাই ভাল। শুধু জেনে রাখো আমার কিছু আবিষ্কার বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জগতে বিপ্লব ঘটাতে যাচ্ছে"।'

ডক্টর ফাহিম বললেন, 'ফার্মের সম্ভাব্য সব জায়গায় তল্লাশী চালিয়ে দেখেছি আমরা, কিন্তু তাঁর গোপন ল্যাব সম্পর্কে কোন ক্লুই আমরা পাইনি।'

'মারা যাবার আগে তিনি কি নিয়ে গবেষণা করছিলেন?'

মাথা নাড়লেন ডক্টর ফাহিম। 'আমার কোন ধারণা নেই।'

'আপনি ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু,' বলল মুরল্যান্ড। 'এটা অদ্ভুত শোনায় না যে আপনাকে বিশ্বাস করে কিছুই তিনি বলতেন না?'

'সিরাজকে চিনতে হবে তোমাদের। তিনি ছিলেন দু'জন মানুষ। এই এখন অ্যাবসেন্টমাইন্ডেড, অথচ আদর-স্নেহের উৎস প্রিয় বাবা ও অকপট প্রাণের বন্ধু; পরমুহূর্তেই পাগলাটে মাস্টার এঞ্জিনিয়ার, যিনি কাউকে বিশ্বাস করেন না, এমনকি সবচেয়ে যারা ঘনিষ্ঠ তাদেরকেও নয়।'

'ঠিক কেমন মানুষ ছিলেন ডক্টর ইসলাম?' অবাক হয়ে ভাবছে রানা, সেই ভাবনাটাই উচ্চারণ করছে ওদের সামনে। 'তিনি কি মদ খেতেন? পার্টিতে যেতেন? ছুটি নিতেন? ব্যক্তিগত কোন দুর্বলতা ছিল তাঁর? বিচিত্র কোন শখ?'

তৃষা ও ডক্টর ফাহিম দু'জন একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

'মানে?'

'একটা ছাড়া তোমার সব প্রশ্নের জবাব–না,' বললেন ডক্টর ফাহিম।

'অবসর সময়টা বাবা লাইব্রেরিতে কাটাতেন। বই পড়ার সাংঘাতিক নেশা ছিল, আর নেশা ছিল ভাইকিংদের সম্পর্কে তথ্য পেলে তা নোট করে রাখা। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জলদস্যুদের সম্পর্কে তথ্য আছে, এমন কিছু প্রাচীন শিলাও তিনি কোত্থেকে যেন যোগাড় করেছিলেন। আমাদের মূল বাড়ির সামনে যে পাথরের পিলারগুলো রয়েছে, ওগুলোও ওই আমলের, মানে ভাইকিংদের সময়কার। ওগুলোয় খোদাই করা লিপিও আছে। আর বই পড়ার নেশাটা ছিল বিজ্ঞান চর্চার

সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন। কারণ বাবাকে আমি সবসময় সাহিত্যই পড়তে দেখতাম...'

সেই কাগজটার কথা মনে পড়ে গেল রানার; তিন বছর আগের ঘটনা, হেলিকপ্টার নিয়ে টেক্সাস থেকে নিরুদ্দেশ হবার সময় পাইলটের হাতে যে কাগজটা গুঁজে দিয়ে গিয়েছিলেন ডক্টর সিরাজুল ইসলাম। তাতে রবি ঠাকুরের সঞ্চয়িতা থেকে নেয়া 'বসুন্ধরা' কবিতাটির উদ্ধৃতি ছিল। সাহিত্যের প্রতি তাঁর যে আকর্ষণ ছিল, এটা একটা প্রমাণ বটে। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার হরফগুলোকে নিজের পাঠানো মেসেজের কোড ভাঙার কী বা চাবি হিসেবে ব্যবহার করার কথা তিনি ভাবতেন না। ল্যাবরেটরির চারদিকে চোখ বুলিয়ে রানা বলল, 'কিন্তু উনি যে বইয়ের পোকা ছিলেন, তার তো কোন লক্ষণ এখানে দেখছি না।'

আবার হেসে উঠল তৃষা। 'আমরা এখনও তোমাকে বাবার লাইব্রেরি দেখাইনি।'

'আমি দেখতে চাই।'

'বাড়ির বাইরে ওটা একটা আলাদা দালান, নদীর কাছাকাছি। বাবা ওটা আজ প্রায় বিশ বছর আগে বানিয়েছিলেন। ওটা ছিল বাড়ির ভেতর বাবার আলাদা একটা জগৎ, অবসর সময়টা একা ওখানে কাটাতেন।'

রানা দেখে বিস্মিত হলো যে পুরো দালানটাই নিরেট, গম্ভীরদর্শন পাথরের তৈরি। ছাদেও স্লেট পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। একটা চাবি দিয়ে মোটা ওক কাঠের দরজাটা খুললেন ডক্টর ফাহিম।

লাইব্রেরির ভেতরটা রানার কল্পনার সঙ্গে মিলে গেল। মেহগনি কাঠের সারি সারি বুকশেলফ আর প্যানেল ফিট করা দেয়াল মার্জিত রুচি আর সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করছে। অ্যান্টিকস্ চেয়ার আর কাউচগুলো লেদারে মোড়া। ডেস্কটা, ওপরে এখনও রিসার্চ পেপার ছড়িয়ে রয়েছে, রোজউড-এর তৈরি।

বুকশেলফগুলোর সামনে দিয়ে হাঁটছে রানা, প্রতিটি মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত উঁচু। চাকা লাগানো অ্যালুমিনিয়ামের মই আছে, ওপর থেকে বই নামাতে কোন অসুবিধে নেই। একদিকের দেয়ালে বুকশেলফ অনুপস্থিত, তার বদলে বাংলাদেশের বিশাল এক মানচিত্র সাঁটা, পুরো দেয়াল জুড়েই। রানা দেখল ম্যাপটা ছাপা নয়, হাতে আঁকা। মানচিত্রের নিচে বাংলাদেশের জাতীয়সঙ্গীতের পুরোটা লেখা হয়েছে।

'রানা, এদিকে এসো!' একটু উত্তেজিত গলায় ডাকল মুরল্যান্ড। রানার মত সে-ও ঘুরে ঘুরে এটা-সেটা দেখছিল, একটা শেলফে কয়েকটা নোটবুক চোখে পড়ায় হাতে তুলে নেয়। রানা কাছে আসতে তারই একটা ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'খুলে দেখো।'

খোলার আগে নোটবুকের কাভারটা ভাল করে দেখল রানা। কাভারে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের নাম লেখা রয়েছে। তারপর লেখা হয়েছে–'ভাইকিংস নোটস'। খুলল রানা। আর খুলেই অবাক হয়ে গেল। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নোটবুকের প্রতিটি পাতা খালি। কোথাও কিছু লেখা নেই।

এরকম প্রতিটি নোটবুক।

'আশ্চর্য! এর মানে কি?' বলল তৃষা, ইতিমধ্যে ডক্টর ফাহিমের সঙ্গে সে-ও ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমিও তো কিছু বুঝতে পারছি না,' বললেন ডক্টর ফাহিম।

'কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে,' বলল তৃষা। 'শিলালিপির অর্থ বের করে ওগুলোয় টুকে রাখতে দেখেছি বাবাকে।'

'অবশ্যই দেখেছ,' বলল রানা। 'তবে এই নোটবুকগুলোয় ন.। এগুলোর একটাকে দেখেও মনে হচ্ছে না যে আসল পাতা সরিয়ে তার জায়গায় খালি পাতা আটকানো হয়েছে। এর মানে হলো, তোমার বাবা অরিজিন্যাল নোটবুকগুলো অন্য কোথাও সরিয়ে রেখে গেছেন।'

'কোন সন্দেহ নেই, রানা, তোমার নিখোঁজ ল্যাবরেটরিতে ধুলো জমছে,' বলল মুরল্যান্ড।

তৃষার অপরূপ মুখশ্রী বিস্ময়ে লালচে হয়ে উঠল। 'কিন্তু বাবা এরকম একটা কাজ কেন করবেন? তোমরা বলতে চাইছ আমার বাবাকে আমি চিনতাম না? তাঁর মধ্যে কখনও এতটুকু লোভ বা অসততা দেখিনি আমি...'

'পাগল নাকি!' মুরল্যান্ডের চেহারা দেখে মনে হলো কেউ যেন তার পা মাড়িয়ে দিয়েছে। 'আমরা কখন তাঁকে অসৎ বা লোভী বললাম!'

ডক্টর ফাহিম নিচু গলায় রানাকে বললেন, 'সিরাজ যদি তাঁর নোটবুকগুলো কোথাও লুকিয়ে রেখে গিয়ে থাকেন, নিশ্চয়ই তাঁর পিছনে সঙ্গত কোন কারণও ছিল।'

তৃষার মনমরা ভাব দেখে রানা বলল, 'অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। আজ আমরা কিছুরই সমাধান করতে পারব না। চলো সবাই ফিরে যাই, কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে নতুন করে ভাবা যাবে।'

সবাই ওরা ভীষণ ক্লান্ত, কেউ দ্বিমত পোষণ করল না। তবে রানার মাথায় অন্য বুদ্ধি। লাইব্রেরি ছেড়ে সবার শেষে বেরুল ও। ডক্টর ফাহিমের হাতে চাবির গোছাটা তুলে দেয়ার আগে দরজায় তালা লাগানোর ভান করল। পরে, সবাই যখন যে-যার কামরায় ঘুমিয়ে পড়েছে, চুপিসারে লাইব্রেরিতে ফিরে এল আবার, ভেতরে ঢুকল তালা না দেয়া দরজা ঠেলে।

আলো জ্বেলে কাজ শুরু করল রানা, প্রাচীন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শিলালিপি সম্পর্কে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের রিসার্চ ম্যাটিরিয়ালের ভেতর তল্লাশী চালাচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা ট্রেইল ও একটা কাহিনী স্পষ্ট হতে শুরু করল।

ভোর চারটের দিকে যা খুঁজছিল পেয়ে গেল রানা। অবশ্য এখনও অনেক উত্তর ফাঁকি দিচ্ছে ওকে। তবে কাদা সরে গিয়ে তলাটা দেখতে দেয়ার মত পরিষ্কার হয়েছে পানি। খুশি ও তৃপ্ত, নিজের ঘরে ফিরে এসে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

সকালে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে সবাইকে অবাক করে দিল মুরল্যান্ড। একটু বেলা হতে, লাল চোখ নিয়ে ক্লান্ত রানা প্রথমে সরাসরি রাহাত খানের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলল। বাংলাদেশে এখন রাত দশটা, বসকে বাড়িতেই পেল রানা। ও যখন কথা বলছে, সৌজন্যের খাতিরেই লিভিং রুম ছেড়ে চলে গেল তৃষা, তার পিছু

নিয়ে মুরল্যান্ডও। ডক্টর ফাহিম নিজের কামরায় তাঁর গবেষণার কিছু কাগজ-পত্র গোছাতে ব্যস্ত, নিউ ইয়র্ক সিটি সায়ান্স ইউনিভার্সিটিতে আজ তাঁকে লেকচার দিতে যেতে হবে।

এরপর রানা নুমা চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনকে ফোন করে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দিল। অ্যাডমিরাল অবশ্য ওকে একটু হতাশই করলেন। ফ্যালকন করপরেশনকে নিয়ে তদন্ত শুরু হলেও, ভাল-মন্দ কোন রিপোর্টই তিনি পাননি এখনও। কথা প্রসঙ্গে বললেন–রানা ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসে চুপি চুপি কে কিভাবে তেল ভরে দিয়ে গেছে, এই ধাঁধার সমাধান করতে না পেরে ল্যারি কিং বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে। কথাটা শুনে রানাও কম বিস্মিত হলো না, তবে ধরতে পারল না চালাকিটা কে করছে।

ল্যাবে কিছু কাজ আছে, ডক্টর ফাহিমকে সাহায্য করতে গেল মুরল্যান্ড। তৃষাকে নিয়ে লাইব্রেরিতে চলে এল রানা। ডেস্কের ওপর বই ও কাগজ-পত্রের স্তূপ দেখে ভুরু কোঁচকাল তৃষা। 'দেখা যাচ্ছে এবাড়িতে জিন-টিনের উপদ্রব শুরু হয়েছে।'

রানা হাসছে না। 'বিশ্বাস করো, সত্যি জিন নয়।'

'এখন আমি বুঝতে পারছি ঘুম থেকে ওঠার পর চোখ অমন লাল লাগছিল কেন।' হাসছে তৃষা। এগিয়ে এসে রানার গালে হালকা করে একটু ঠোঁট বুলাল। 'কাল রাতে তুমি বাবার লাইব্রেরিতে না এসে আমার কাছে গেলে খুশি হতাম।'

রানা বলতে যাচ্ছিল, 'আগে কাজ, তারপর–' তবে সময়মত নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'মনটা হাজার মাইল দূরে থাকলে আমি ঠিক প্রেম করতে পারি না।'

'দূরে মানে সম্ভবত অতীতে বোঝাতে চাইছ,' বলল তৃষা, ঝুঁকে খোলা ভাইকিং বইগুলো দেখছে। 'তুমি কি খুঁজছ বলো তো? প্রাচীন জলদস্যু সম্পর্কে তোমার এই আগ্রহের কারণ কি?'

'তোমার বাবার আগ্রহের কারণটা বুঝতে চেষ্টা করা।'

'সেক্ষেত্রে সবচেয়ে আগে আমার সঙ্গে আলাপ করা উচিত ছিল তোমার,' বলল তৃষা, কৌতুকে চকচক করছে চোখ দুটো। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম।'

'বেশ, করো সাহায্য।'

'উঁহুঁ। আগে বলো কাগজ-পত্র ঘেঁটে তুমি কি জানতে পারলে।'

'তার আগে আমার ধারণাটা ব্যাখ্যা করি,' বলল রানা। 'ডক্টর ইসলামের মত একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী বিনা কারণে, শুধু শখের বশে, প্রাচীন ভাইকিং শিলালিপি খুঁজে বেড়িয়েছেন, এ বিশ্বাস্য নয়। আমার বিশ্বাস, এর সঙ্গে তাঁর আবিষ্কারগুলোর কোন না কোন সম্পর্ক আছে।'

'আছেই তো,' বলল তৃষা। 'প্রশ্ন হলো, তুমি কি সেই সম্পর্কটা ধরতে পেরেছ?'

ডেস্ক থেকে একটা বই তুলল রানা। বইটার নাম–'মেসেজ ফ্রম দা এনশেন্ট ভাইকিংস', লেখিকার নাম মার্লিন কাইজার। 'এই ভদ্রমহিলা জুল ভার্ন, তাঁর গল্পের চরিত্র, কাহিনীতে ব্যবহার করা ডুবোজাহাজ, ঐতিহাসিক তথ্য, বিস্ময়কর

সব গুজব ইত্যাদি সম্পর্কেও গবেষণা করেছেন দীর্ঘ এক যুগ ধরে।'

'তো?'

'এই লেখিকা তাঁর একটা বই তোমার বাবাকে উৎসর্গ করেছেন। বইটা জুল ভার্ন সম্পর্কে লেখা। উৎসর্গ করতে গিয়ে লিখেছেন–"নটিলাসের অস্তিত্ব আছে, এই বিশ্বাস আমার ভেতর যিনি সংক্রমিত করেছেন সেই ডক্টর সিরাজুল ইসলামকে"।

'তো?' আবার সেই একই প্রশ্ন তৃষার।

'গোটা ব্যাপারটা শুধু দুর্বোধ্য নয়, অবিশ্বাস্য হয়ে উঠছে, তাই না?' বিখ্যাত গল্পের একটা উপকরণ নটিলাস, সেটার অস্তিত্ব থাকে কি করে? শুধু যে এই একটা ব্যাপার, তা-ও নয়। লেখিকা তাঁর অন্য একটা বইতে লিখেছেন, আমেরিকার হাডসন নদীতে নাকি এমন একটা বিশাল গুহা আছে, যার সঙ্গে টোয়েনটি থাউজেন্ড লীগস আন্ডার দা সী-তে বর্ণনা করা গুহার প্রায় হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু অনেক খুঁজেও সেই গুহা বা গহ্বরের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি,' বলল তৃষা।

'আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে কেউ সেটা কোনদিন খুঁজে পাবে না। অর্থাৎ একটা ম্যাপ দরকার। গুহাটায় ঢোকার রাস্তা সম্ভবত পানির তলা দিয়ে। এবং আমার বিশ্বাস, এই বাড়ির নিচেই কোথাও তোমার বাবার ল্যাবরেটরি আছে, আর সেটা ওই গুহার ভেতর না হয়ে যায় না। ডক্টর ইসলামের গায়েব হয়ে যাবার রহস্য হলো, এই খামারবাড়ি থেকেই ওখানে যেতে পারতেন তিনি।' মাথার চুলে আঙুল চালাল রানা। 'এ তো গেল গুহা আর ল্যাবরেটরি প্রসঙ্গ। ডক্টর ইসলামকে লেখা মার্লিন কাইজারের কয়েকটা চিঠি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে···নাহ্, থাক–ব্যাপারটা হাস্যকর শোনাবে।'

'তোমার ধারণা হয়েছে, বাবা তাঁর ম্যাগনিটো-হাইড্রোডাইনামিক এঞ্জিনের আইডিয়াটা পান জুল ভার্নের বই পড়ে, এই তো?' রানা মাথা ঝাঁকাতে হাসল তৃষা। 'এর মধ্যে কিছুই হাস্যকর নেই। একটা ডায়েরীতে বাবা নিজেই কথাটা লিখে রেখে গেছেন।'

'কোথায় সেই ডায়েরী?' জানতে চাইল রানা।

'বছর কয়েক আগে এই বাড়িতে পরপর দু'বার ডাকাতি হয়েছিল, অনেক দামী জিনিসের সঙ্গে প্রচুর কাগজ-পত্রও খোয়া যায়, সেগুলোর মধ্যে ওই ডায়েরীটাও ছিল। তবে তাতে কি লেখা ছিল সব আমার মনে আছে।' হঠাৎ একটু চিন্তিত, একটু অন্যমনস্ক দেখাল তৃষাকে। 'যদিও অন্তত একটা কথার মানে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

'কি কথা?'

'লাইনগুলো স্পষ্ট মনে আছে আমার–"জন্মভূমির ঋণ শোধ করার জন্যে অমূল্য সম্পদের একটা ভাণ্ডার রেখে যাব আমি"। এই অমূল্য সম্পদের ভাণ্ডার বলতে বাবা ঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, কোনদিনই আমার তা জানার সুযোগ হয়নি।'

রানা প্রস্তাব দিল, 'দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে দেখলে হয় না?'

'কি রকম?'

'জলদস্যুদের স্বভাবই ছিল লুঠ করা সম্পদ কোথাও লুকিয়ে রাখা। লিপিলিপির অর্থ বের করে ডক্টর ইসলাম হয়তো এরকম কোন গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছিলেন।'

'অসম্ভব নয়,' বলল তৃষা। 'কিন্তু সে-সব যদি জন্মভূমিকে দিয়ে যাবারই ইচ্ছে ছিল, কোথায় আছে তা আমাদেরকে বলে যাননি কেন? বা কোথাও লিখে রেখে যাননি কেন?'

'তিনি জানিয়ে গেছেন, তৃষা,' বলল রানা। 'ঢাকায় সব মিলিয়ে পঁচিশ পাতা ই-মেইল পাঠিয়েছিলেন। ওই ই-মেইলের সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারার কোড ভাঙতে পারলে তাঁর আবিষ্কৃত কিছু যন্ত্র বানাবার টাকা বাংলাদেশ পেয়ে যাবে, নিজের হাতে এ-কথা লিখে রেখে গেছেন তিনি।'

তৃষা হাঁ হয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'তাহলে সব ফেলে ওই গুপ্তধনের পিছনে ছুটতে হয় আমাদের!'

'তার কোন দরকার নেই,' বলল রানা, হাসছে। 'বাংলাদেশের সরকারী সাইফার বিশেষজ্ঞরা ওই সতেরো নম্বর পাতার কোড ভাঙার চেষ্টা করছেন। টাকা বা গুপ্তধনের কোন সূত্র পাওয়া গেলে আমার বস্ আমাকে জানাতে দেরি করবেন না।'

'এখন তাহলে আমাদের কাজ কি?'

'আমার কাজ ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে ফ্যালকনের বিরুদ্ধে লবিং শুরু করা। ওখানে আমার বন্ধু-বান্ধব আছে, তাদের সাহায্যে চেষ্টা করব কংগ্রেসকে দিয়ে একটা কমিটি গঠন করাতে। ফ্যালকন আর তার মালিক লীফ হেরকুলের কীর্তিকলাপ তদন্ত করে দেখবে ওই কমিটি।'

'কিন্তু আমি? আমার কি হবে?'

তৃষাকে ধরে ধীরে ধীরে কাছে টেনে নিল রানা। কোন রকম বাধা না পাওয়ায় তার রাঙা ঠোঁট জোড়ায় একটা চুমো খেলো। 'তুমিও আমাদের সঙ্গে থাকছ। নিরাপত্তার কথা ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তোমাকে একা কোথাও থাকতে দেয়া যাবে না। অন্তত যত দিন না এই সমস্যার সমাধান হয়।'

ল্যাংলি এয়ারফিল্ডে নুমা জেট ল্যান্ড করার পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি ভ্যান্সকে দেখতে পেল রানা। পুরো নাম লরেলি ভ্যান্স থাপা। লরেলি কংগ্রেসের সর্বকনিষ্ঠ সদস্যা, দেখতে ডানাকাটা পরী বললেই হয়। তার জন্ম নেপালে, বাবা নেপালি-আমেরিকান।

'হাই, দেয়ার, সেইলর!' সুন্দর ভুরু জোড়া নাচিয়ে, আবেগঘন রিনিঝিনি সুরে বলল লরেলি, রানার একটা হাত ধরে নিজের দিকে টানল, তবে প্লেনের দোরগোড়ায় তৃষাকে দেখে চুমো খাওয়ার ঝোঁকটা দমন করতে হলো তার। 'আমার পরদেশী বাবু এবার অনেক দিন পর ফিরেছে।'

প্লেন থেকে নামার সময় রানা ও লরেলিকে দেখেই তৃষা বুঝে নিল, ওদের

জিততে পারি ততদিন ফুটন্ত তেলে জানটা ভাজা ভাজা হতে থাকবে।'

'তাহলে তো তোমাকে বিড়ম্বনায় ফেলা আমাদের উচিত হচ্ছে না,' চেহারায় কাঁচুমাচু একটা ভাব ফুটিয়ে ম্লান সুরে বলল রানা। 'তুমি গাড়ি থামাও, লরেলি, আমরা বরং এখানেই নেমে যাই।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড কমে এল, তারপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। লরেলি শুকনো গলায় বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা।'

'হোয়াট ইজ দিস? কি ঘটছে এখানে?' রানা হতভম্ব। 'আমি তো স্রেফ কৌতুক করছিলাম, অথচ তুমি সত্যি সত্যি আমাদেরকে রাস্তার মাঝখানে নামিয়ে দিচ্ছ?'

'আউট!' লরেলির গলা তীক্ষ্ণ।

ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল তৃষা, সরাসরি মুরল্যান্ডের দিকে। চোখে প্রশ্ন, হঠাৎ কি হলো?

মুরল্যান্ড তাকে অভয় দিয়ে বলল, 'তুমি চুপচাপ বসে ওদের নাটক উপভোগ করো, তৃষা। কিছু না, ওরা স্রেফ খুনসুটি করছে। এ অতি পুরাতন ভাব, শুধু প্রকাশটা নতুন।'

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লরেলি বলল, 'তোমার দ্বারা আমি বিড়ম্বিত হই বা হতে পারি, এই চিন্তা মাথায় কেন এল তার জবাব চাই আমি। বাড়িতে চলো, বোঝাপড়াটা সেখানেই হবে।'

'তৃষা আর মুরল্যান্ড সাক্ষী,' বলল রানা, 'এ-ধরনের কোন কথা আমি বলিনি।'

'বলেছ, বলেছ!' ওরা দু'জন প্রায় একইসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

'ষড়যন্ত্রটা টের পাচ্ছ, লরেলি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওরা দু'জন আমাদের সম্পর্কটায় চিড় ধরাতে চাইছে। তুমি ভেবে দেখতে পারো ওদেরকে নামিয়ে দেবে কিনা।'

শুরু করল লরেলি, যোগ দিল মুরল্যান্ড ও তৃষা, তারপর রানাও ওদের সঙ্গে হেসে উঠল।

লরেলির বাড়িতে গেস্ট রুমের কোন অভাব নেই, যে-যার কামরার উদ্দেশে রওনা হবার আগে রানা সবাইকে জানিয়ে দিল বিশ্রাম নেয়ার পর শাওয়ার সেরে তৈরি হতে কেউ যেন এক ঘণ্টার বেশি সময় না নেয়, কারণ ডিনারের জন্যে টেলিফোনে টেবিল রিজার্ভ করে রাখবে ও।

নিজের কামরায় ঢুকে প্রথমেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করল রানা। তারপর শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল। ক্যাজুয়াল স্ল্যাকস আর হাতে বোনা সুতি শার্ট পরল, শার্টের ওপর চড়াল লাইট ফ্যাবরিক স্পোর্ট কোট।

ঠিক এক ঘণ্টা পর গাঢ় সবুজ মার্সিডিজটায় আবার এসে বসল রানা, মুরল্যান্ডের সপ্রশংস দৃষ্টির জবাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। মুরল্যান্ড একই পরিচ্ছদ ব্যবহার করছে, শুধু সন্ধ্যাটা তার একটু বেশি গরম লাগায় কোটটা ঝুলিয়ে রেখেছে সীটে।

'সব ঠিক?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'অ্যাডমিরাল ছোট্ট একটা পার্টির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সাবধানের মার নেই ভেবে।'

'তুমি সশস্ত্র?'

জ্যাকেট একটু সরাল রানা, ওয়ালথার সহ শোল্ডার হোলস্টার দেখা গেল ভেতরে। 'তুমি?'

শরীরটা বাঁকা করে বগলের নিচে, হাতের উল্টোপিঠে আটকানো ফরটি-ক্যালিবার অটোমেটিক দেখিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'আমরা বোধহয় একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছি।'

ধাপ বেয়ে গাড়ি বারান্দায় নেমে আসতে দেখা গেল লরেলিকে। সুতি মক টার্টেলনেক পরেছে, দু'পাশ চেরা; গাউনটা ঝুলন্ত নিভাঁজ পর্দার মত, নেমেছে প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত। সব মিলিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় লাগছে তাকে। তৃষা এল গলায় জড়ানো প্রজাপতির বহুরঙা ডানার মত ওড়না উড়িয়ে, ফুলপ্যান্টের সঙ্গে পাঞ্জাবি পরেছে, পাঞ্জাবির ওপর এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেট। অত্যন্ত তাজা আর প্রাণবন্ত লাগছে তাকে।

ওরা দু'জন সামনের সীটে বসতেই রানা বলল, 'টেলিগ্রাফ রোড ধরে ছোট্ট শহর রোজ হিল-এ, লরেলি। ওয়েলকাম ইন নামে ওখানে একটা রেস্তোরাঁ আছে। এলাকার সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য বজায় রাখে ওরা, পরিবেশন করে বাড়িতে রান্না করা ডিশ। শুনলাম অল্প একটু ঝালও দেয়।'

'আমার কাছে শোনো। দোপিঁয়াজি, সরষে ইলিশ, সালাদ আর দোলমায় ওরা ধনে আর পুদিনা পাতাও ব্যবহার করে।'

'আমার জিভে পানি,' প্রায় কাতরে উঠল তৃষা।

টুকটাক গল্প করতে করতে যাচ্ছে ওরা। কেউ কারও অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলছে না, এমন কি ফ্যালকন বা হেরকুল প্রসঙ্গও উঠল না। মেয়েরা আলাপ করছে বেড়াতে বেরিয়ে কোথায় যাওয়া হয়েছে বা হয়নি। রানা ও মুরল্যান্ড চুপচাপ বসে আছে, তবে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওভারটেক করা যানবাহন আর সামনের রাস্তা। যে-কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি ওরা।

গরমের দিনে সূর্য অনেক দেরি করে ডোবে, ওদের ডিনার খাবার পরও দিনের আলো ফুরাবে না। ওয়েলকাম ইন-এর পার্কিং লটে থামল মার্সিডিজ। রানার নির্দেশে গাড়ি থেকে নেমে তৃষাকে নিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগোচ্ছে লরেলি, গাড়ির চাবি রানার হাতে দিয়ে এসেছে।

রানা ও মুরল্যান্ড ওখানে দাঁড়িয়ে পার্কিং এরিয়ার চারদিকে চোখ বুলাল কিছুক্ষণ। সন্দেহ জাগে এমন কোন তৎপরতা চোখে পড়ল না।

রানা সামনে, মুরল্যান্ড পিছনে, এভাবে রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকল ওরা। সতেরোশো বাহাত্তর সালে স্টেজ কোচ শপ ছিল, সেটাকেই আধুনিক রেস্তোরাঁয় রূপান্তর করা হয়েছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল মেয়েরা। ডাকতে হলো না, পুরুষরা হাজির হয়েছে দেখে মেট্রো ডুটেল অর্থাৎ হেড ওয়েটার ছুটে এল। পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা উঠানে বের করে আনল সে, বসল বিশাল এক ওক

জিততে পারি ততদিন ফুটন্ত তেলে জানটা ভাজা ভাজা হতে থাকবে।'

'তাহলে তো তোমাকে বিড়ম্বনায় ফেলা আমাদের উচিত হচ্ছে না,' চেহারায় কাঁচুমাচু একটা ভাব ফুটিয়ে ম্লান সুরে বলল রানা। 'তুমি গাড়ি থামাও, লরেলি, আমরা বরং এখানেই নেমে যাই।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড কমে এল, তারপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ। লরেলি শুকনো গলায় বলল, 'সত্যি আমি দুঃখিত, রানা।'

'হোয়াট ইজ দিস? কি ঘটছে এখানে?' রানা হতভম্ব। 'আমি তো স্রেফ কৌতুক করছিলাম, অথচ তুমি সত্যি সত্যি আমাদেরকে রাস্তার মাঝখানে নামিয়ে দিচ্ছ?'

'আউট!' লরেলির গলা তীক্ষ্ণ।

ভয়ে ভয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল তৃষা, সরাসরি মুরল্যান্ডের দিকে। চোখে প্রশ্ন, হঠাৎ কি হলো?

মুরল্যান্ড তাকে অভয় দিয়ে বলল, 'তুমি চুপচাপ বসে ওদের নাটক উপভোগ করো, তৃষা। কিছু না, ওরা স্রেফ খুনসুটি করছে। এ অতি পুরাতন ভাব, শুধু প্রকাশটা নতুন।'

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে লরেলি বলল, 'তোমার দ্বারা আমি বিড়ম্বিত হই বা হতে পারি, এই চিন্তা মাথায় কেন এল তার জবাব চাই আমি। বাড়িতে চলো, বোঝাপড়াটা সেখানেই হবে।'

'তৃষা আর মুরল্যান্ড সাক্ষী,' বলল রানা, 'এ-ধরনের কোন কথা আমি বলিনি।'

'বলেছ, বলেছ!' ওরা দু'জন প্রায় একইসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

'ষড়যন্ত্রটা টের পাচ্ছ, লরেলি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ওরা দু'জন আমাদের সম্পর্কটায় চিড় ধরাতে চাইছে। তুমি ভেবে দেখতে পারো ওদেরকে নামিয়ে দেবে কিনা।'

শুরু করল লরেলি, যোগ দিল মুরল্যান্ড ও তৃষা, তারপর রানাও ওদের সঙ্গে হেসে উঠল।

লরেলির বাড়িতে গেস্ট রুমের কোন অভাব নেই, যে-যার কামরার উদ্দেশে রওনা হবার আগে রানা সবাইকে জানিয়ে দিল বিশ্রাম নেয়ার পর শাওয়ার সেরে তৈরি হতে কেউ যেন এক ঘণ্টার বেশি সময় না নেয়, কারণ ডিনারের জন্যে টেলিফোনে টেবিল রিজার্ভ করে রাখবে ও।

নিজের কামরায় ঢুকে প্রথমেই অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে ফোন করল রানা। তারপর শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল। ক্যাজুয়াল স্ল্যাকস আর হাতে বোনা সুতি শার্ট পরল, শার্টের ওপর চড়াল লাইট ফ্যাব্রিক স্পোর্ট কোট।

ঠিক এক ঘণ্টা পর গাঢ় সবুজ মার্সিডিজটায় আবার এসে বসল রানা, মুরল্যান্ডের সপ্রশংস দৃষ্টির জবাবে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। মুরল্যান্ড একই পরিচ্ছদ ব্যবহার করছে, শুধু সন্ধ্যাটা তার একটু বেশি গরম লাগায় কোটটা ঝুলিয়ে রেখেছে সীটে।

'সব ঠিক?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'অ্যাডমিরাল ছোট্ট একটা পার্টির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, সাবধানের মার নেই ভেবে।'

'তুমি সশস্ত্র?'

জ্যাকেট একটু সরাল রানা, ওয়ালথার সহ শোল্ডার হোলস্টার দেখা গেল ভেতরে। 'তুমি?'

শরীরটা বাঁকা করে বগলের নিচে, হাতের উল্টোপিঠে আটকানো ফরটি-ক্যালিবার অটোমেটিক দেখিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'আমরা বোধহয় একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করছি।'

ধাপ বেয়ে গাড়ি বারান্দায় নেমে আসতে দেখা গেল লরেলিকে। সুতি মক টার্টেলনেক পরেছে, দু'পাশ চেরা; গাউনটা ঝুলন্ত নিভাঁজ পর্দার মত, নেমেছে প্রায় গোড়ালি পর্যন্ত। সব মিলিয়ে দারুণ আকর্ষণীয় লাগছে তাকে। তৃষা এল গলায় জড়ানো প্রজাপতির বহুরঙা ডানার মত ওড়না উড়িয়ে, ফুলপ্যান্টের সঙ্গে পাঞ্জাবি পরেছে, পাঞ্জাবির ওপর এমব্রয়ডারি করা জ্যাকেট। অত্যন্ত তাজা আর প্রাণবন্ত লাগছে তাকে।

ওরা দু'জন সামনের সীটে বসতেই রানা বলল, 'টেলিগ্রাফ রোড ধরে ছোট্ট শহর রোজ হিল-এ, লরেলি। ওয়েলকাম ইন নামে ওখানে একটা রেস্তোরাঁ আছে। এলাকার সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য বজায় রাখে ওরা, পরিবেশন করে বাড়িতে রান্না করা ডিশ। শুনলাম অল্প একটু ঝালও দেয়।'

'আমার কাছে শোনো। দোপিয়াজি, সরষে ইলিশ, সালাদ আর দোলমায় ওরা ধনে আর পুদিনা পাতাও ব্যবহার করে।'

'আমার জিভে পানি,' প্রায় কাতরে উঠল তৃষা।

টুকটাক গল্প করতে করতে যাচ্ছে ওরা। কেউ কারও অতীত অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলছে না, এমন কি ফ্যালকন বা হেরকুল প্রসঙ্গও উঠল না। মেয়েরা আলাপ করছে বেড়াতে বেরিয়ে কোথায় যাওয়া হয়েছে বা হয়নি। রানা ও মুরল্যান্ড চুপচাপ বসে আছে, তবে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে ওভারটেক করা যানবাহন আর সামনের রাস্তা। যে-কোন অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি বা বিপদের জন্যে সম্পূর্ণ তৈরি ওরা।

গরমের দিনে সূর্য অনেক দেরি করে ডোবে, ওদের ডিনার খাবার পরও দিনের আলো ফুরাবে না। ওয়েলকাম ইন-এর পার্কিং লটে থামল মার্সিডিজ। রানার নির্দেশে গাড়ি থেকে নেমে তৃষাকে নিয়ে রেস্তোরাঁর দিকে এগোচ্ছে লরেলি, গাড়ির চাবি রানার হাতে দিয়ে এসেছে।

রানা ও মুরল্যান্ড ওখানে দাঁড়িয়ে পার্কিং এরিয়ার চারদিকে চোখ বুলাল কিছুক্ষণ। সন্দেহ জাগে এমন কোন তৎপরতা চোখে পড়ল না।

রানা সামনে, মুরল্যান্ড পিছনে, এভাবে রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকল ওরা। সতেরোশো বাহাত্তর সালে স্টেজ কোচ শপ ছিল, সেটাকেই আধুনিক রেস্তোরাঁয় রূপান্তর করা হয়েছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল মেয়েরা। ডাকতে হলো না, পুরুষরা হাজির হয়েছে দেখে মেট্রা ডুটেল অর্থাৎ হেড ওয়েটার ছুটে এল। পথ দেখিয়ে ওদেরকে একটা উঠানে বের করে আনল সে, বসল বিশাল এক ওক

গাছের নিচে ফেলা সুন্দর একটা টেবিলে।

'আমরা যা অর্ডার দিতে যাচ্ছি,' বলল রানা, 'তার সঙ্গে ককটেল বা ওয়াইন কিছুই চলে না।' আসলে নিজেরা তো খাবেই না, মুরল্যান্ড আর লরেলিকেও নেশা করতে দিতে চাইছে না ও। যদি কিছু ঘটেই, ওদের সাহায্য দরকার হবে ওর।

বসার পর অবশ্য রানা ও মুরল্যান্ড দু'জনেই শান্ত বোধ করছে। সময় বয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে। পাগল করা এমন সব কৌতুক শোনাচ্ছে মুরল্যান্ড, খানিক পরই দেখা গেল প্রবল হাসিতে পড়ে যাবার উপক্রম হওয়ায় যে যার চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরেছে। রানার ঠোঁটে ভদ্রতাসূচক মৃদু হাসি, প্রতিটি জোক অন্তত পঞ্চাশবার করে শুনেছে। উঠানের প্রতিটি পাঁচিল আর অন্যান্য ডাইনারদের টিভির সিকিউরিটি ক্যামেরার মত নিজের চোখ দিয়ে স্ক্যান করল ও-এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে। তবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কিছু দেখতে পেল না।

বারবিকিউ করা মাটন ও চিকেন, আধভাঙা যবের সঙ্গে শ্রিম্প আর কাঁকড়া, বাঁধাকপির সালাদ, সবশেষে ভেজিটেবল সুপ-এর অর্ডার দেয়া হলো, ডিনারের লাস্ট কোর্স অর্থাৎ ডিজার্ট হিসেবে কী লাইম পাই খাচ্ছে ওরা, এই সময় প্রথমবারের মত রানার পেশীতে টান পড়ল। লোকটার সব কিছু লাল, যেন মূর্তিমান একটা ডেঞ্জার সিগন্যাল। মুখ একটুও ভেজা নয় অথচ রক্তাক্ত দেখাচ্ছে, এতই লাল। চুলে মেহেদি লাগানো। তার দু'পাশে পাথুরে দেয়ালের মত চওড়া দুজন বডিগার্ড, নিজেরাই যেন সচল সাইনবোর্ড, তাতে লেখা 'সশস্ত্র খুনী।' মনিবকে সঙ্গে নিয়ে ওদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে তারা দু'জন।

আগন্তুক দামী একটা সুট পরে আছে, রঙটা ব্রাউন, নাম করা কোন দর্জি কেটেছে। টাই লাল-সাদা ডোরা। ব্রিটেনে তৈরি জুতো জোড়া লালচে। কয়েকটা টেবিলের মাঝখান দিয়ে হেঁটে আসার সময় তার নীল-সাদা চোখের দৃষ্টি রানার ওপর গেঁথে গেল। লোকটার হাঁটার মধ্যে স্টাইল আছে, তবে তারচেয়ে বেশি আছে দম্ভ, ভাবটা যেন দুনিয়ার অর্ধেকটাই তার।

রানার মাথার ভেতর একটা অ্যালার্ম বেজে উঠল। জুতোর ডগা দিয়ে মুরল্যান্ডের উরুতে খোঁচা মারল ও। চমকে উঠল না, এমনকি একটু নড়লও না, তবে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক ও প্রস্তুত হয়ে গেল লম্বা-চওড়ায় প্রায় সমান ওর ইটালিয়ান বন্ধু।

আগন্তুক সোজা ওদের টেবিলের সামনে এসে থামল। ওখানে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে পালা করে প্রত্যেকের মুখ খুঁটিয়ে দেখছে সে। তার দৃষ্টি বার বার ফিরে এল রানার ওপর। 'আমাদের পরিচয় হয়নি, মিস্টার রানা, তবে আমার নাম লীফ গডফ্রে হেরকুল।'

ওদের মধ্যে একা শুধু লরেলি চেনে সিনেটর হেরকুলকে, বাকি সবাই শুধু নাম শুনেছে। লরেলির কোন প্রতিক্রিয়া নেই। সে হাসছে না, আবার গম্ভীরও নয়। তবে একটু ঠাণ্ডা ও ভাবলেশহীন। এই লোকের সঙ্গে তার একটা বিরোধ আছে, তবে সেটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়। আগের কমিটিতে লরেলি তাকে অপ্রীতিকর অনেক প্রশ্ন করেছিল, অপ্রাসঙ্গিক ও ব্যক্তিগত বলে সেগুলো এড়িয়ে গিয়েছিল হেরকুল। কিন্তু নতুন কমিটির চেয়ারপারসন হবার পর হেরকুলের বিরুদ্ধে তৈরি

করা সমস্ত ফাইল লরেলির হাতে চলে আসছে। তার ওপর, নুমার কাছ থেকে ওর অপরাধের আরও তথ্য-প্রমাণ পাবে সে। অর্থাৎ হেরকুল জানে তাকে লরেলির হাতে নাস্তানাবুদ হতে হবে।

কিংবদন্তীর সেই হিংস্র দানবটাকে রক্ত মাংসের রূপ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একেকজনের একেকরকম প্রতিক্রিয়া হলো। জোরে শ্বাস টেনে সেটা আটকে রাখল তৃষা, চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মুরল্যান্ড ভাল করে তার দিকে তাকালই না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে দুই বডিগার্ডের প্রতিটি নড়াচড়া। পেটের ভেতরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগলেও, চোখে পরখ করার ধারাল দৃষ্টি ধরে রাখল রানা। যে লোক বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতায় মজা পায়, তাকে দেখে অস্বস্তিবোধ করাটাই স্বাভাবিক। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াবার কোন লক্ষণই রানার মধ্যে দেখা গেল না।

মেয়েদের উদ্দেশে কথা বলবার সময় খানদানী ঢঙে প্রায় কুর্নিশ করল সে। 'মিস তৃষা ইসলাম, কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি, এখানে তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াটা আমার জন্যে একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা।' আবার সে রানা ও মুরল্যান্ডের দিকে ফিরল। 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমরা চরম গোয়ার্তুমি করেছ। তোমাদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ আমার কোম্পানিকে নিদারুণ হতাশায় ভুগিয়েছে।'

'তুমি নির্লজ্জ লোভী এক সোশিওপ্যাথ, তোমার এই পরিচয়টাই সবার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ছে, এ খবর রাখো কি?' তিক্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল রানা।

দু'জন বডিগার্ড একযোগে সামনে বাড়ল, তবে ইঙ্গিতে তাদেরকে পিছু হটতে বলল হেরকুল। 'আমি আশা করেছিলাম, সবাই লাভবান হব এমন একটা সমঝোতার ভিত্তিতে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ পাওয়া যাবে,' বলল সে, চোখে মুখে রাগ বা শত্রুতার চিহ্নমাত্র নেই।

এরকম বিপজ্জনক লোক খুব কম দেখা যায়, ভাবল রানা। স্বার্থ রক্ষার প্রশ্নে অপমান গায়ে মাখে না। সাপ বা কেঁচোর মত পিচ্ছিল। 'আমাদের অভিন্ন কোন স্বার্থ আমি অন্তত দেখছি না। তুমি টাকা কামাবার জন্যে মানুষ মারো। মহিলা ও শিশুদের খুন করতেও তোমার হাত কাঁপে না। তোমার সঙ্গে আবার আমাদের আলাপ কি? যদি ভেবে থাকো আমাদেরকে কিনে নিয়ে একের পর এক অপরাধ করে যাবে, ভুলে যাও।'

'তা যাতে না ঘটে, আমরা সেটাই দেখব,' বলল লরেলি।

'আমরা যে ওকে বাঁশ দেয়ার তালে আছি, ও জানে না,' বডিগার্ডদের উদ্দেশে হাসিমুখে বলল মুরল্যান্ড-সে যেন ওদের বন্ধু, আর হেরকুল এখানে অনুপস্থিত। 'তবে তার আগে বাঁশে তেল মাখিয়ে নেব।'

'আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে তোমরা পুরোপুরি অবহিত নও?' রানার সঙ্গেই কথা বলছে হেরকুল, ভান করল মুরল্যান্ড আর লরেলির কথা শুনতে পায়নি।

'নিজেকে যদি তুমি আমেরিকান অপরাধ প্রবণতার দৃষ্টান্ত বলে মনে করো, তাহলে কারও কিছু বলবার নেই,' বলল লরেলি। 'কিন্তু মনে রেখো, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করলে প্রেসিডেন্টকেও ছাড়া হবে না, তুমি তো কোন ছার।

কংগ্রেসের ওই কমিটিই তোমার প্রতিটি ক্ষতিকর প্ল্যানে বাদ সাধতে যাচ্ছে, দেখে নিয়ো তুমি। কাল সকালেই ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিন স্যাবটাজে তোমার ভূমিকা সম্পর্কে তদন্ত শুরু করার নির্দেশ দেব আমি।'

হাসি হাসি মুখ করে লরেলির দিকে তাকাল হেরকুল। 'তুমি কি মনে করো সেটা উচিত হবে? আমার মনে হয় ঝোঁকের বশে আবোলতাবোল বকছ। মুড়ি-মুড়কি এক দর করে ফেলো না। আমার ব্যাপারটা একটু অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে, কারণ আমি জানি যে-কোন রাজনীতিকের ক্যারিয়ার কলংক ছড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া যায়, বিশেষ করে সে যদি মেয়ে হয়। তাছাড়া, অ্যাক্সিডেন্ট তো আছেই।'

ঝট করে দাঁড়িয়ে পড়ল লরেলি, পিছন দিকে উড়ে গেল চেয়ারটা। 'তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ!' রাগে হিস হিস করে উঠল সে।

হেরকুল পিছাবে না, হাসিটাও ধরে রাখল মুখে। 'দূর, না, কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি–আমি তো শুধু বিভিন্ন সম্ভাবনার কথা তুলে ধরছি। তোমরা যদি ফ্যালকনকে ধ্বংস করার জন্যে যুদ্ধে নামো, তাহলে তো তার পরিণতির জন্যেও তৈরি থাকতে হবে, তাই না?'

খেপে গিয়ে লরেলি আরও কিছু বলতে যাবে, তার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল রানা। ইতোমধ্যে চেয়ারটা তুলে দিয়ে গেছে একজন ওয়েটার। সেটায় বসে লরেলি থুথু ছিটাবার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল, 'তুমি একটা উন্মাদ।'

'আসলে ঠিক উল্টোটা, পুরোপুরি সুস্থ আমি। সব সময়, প্রতি মুহূর্তে জানি কোথায় আমার অবস্থান। বিশ্বাস করো, মিস লরেলি, ওরকম দু'চারটে কমিটিকে আমি কোন পাত্তাই দিই না। ক্যাপিটল-এ প্রায় সবাই আমার বন্ধু। যারা এখনও বন্ধু নয় তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে মাত্র ঘণ্টা কয়েক সময় লাগবে আমার।'

'জানি, ঘুষ আর ব্ল্যাকমেইল তোমার অস্ত্র,' মন্তব্য করল রানা।

লরেলির দু'চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে যেন। 'হ্যাঁ। কিন্তু যখন জানা যাবে কাদেরকে ঘুষ দিয়েছ, কি ছিল তার পরিমাণ, এক হাজার এক ধরনের ক্রিমিনাল চার্জের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে।'

শান্তশিষ্ট হেরকুল ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। 'আমি তা মনে করি না।'

'হেরকুলের সঙ্গে আমি একমত,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'কাঠগড়ায় কোনদিন-ই তাকে দাঁড়াতে হবে না।'

'যতটা ভেবেছিলাম তুমি দেখছি তারচেয়ে অনেক বেশি খবর রাখো,' বলল হেরকুল।

'না,' রানা নিজের কথার জের টেনে বলে যাচ্ছে, ঠোঁটে ক্ষীণ বিদ্রূপাত্মক হাসি, 'আদালতে তোমার কোন অপরাধের বিচার হবে না। কারণ প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে তার আগেই তুমি মারা যাবে। বিশ্বাস করো, হেরকুল, তোমার মরাটা অত্যন্ত জরুরী একটা প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। তোমার আর তোমার ভাড়াটে কোবরাদের।'

'তুমি দেখছি অনেক গোপন খবরও রাখো!'

'তোমার বিচার হবে না, এ-কথা সত্যি, হেরকুল। কিন্তু যারা আইনের

বাইরে থেকে কাজ করে তাদের কাছে তুমি খুব কঠিন কোন টার্গেট নও। তোমার কোবরার চেয়েও ভয়ংকর, একটা গ্রুপ গঠন করা হয়েছে–তাদের কাজ তোমার ব্যবস্থা করা। এখন থেকে তোমাকেই কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাতে হবে।'

'নিজের অবস্থা সম্পর্কে জানার সুযোগ হলো, সেজন্যে আমি খুশি,' বলল হেরকুল। 'আমি চলে যাচ্ছি, তবে আমার বন্ধুরা এখানে থাকবে।'

'ও কি বলতে চাইছে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল তৃষা।

'বলতে চাইছে, লিমুজিন নিয়ে হাইওয়ের পাশের কোন রেস্তোরাঁয় চলে গেলে নিশ্ছিদ্র একটা অ্যালিবাই তৈরি হবে ওর, তখন ওর বডিগার্ডরা আমাদেরকে গুলি করে কেটে পড়বে।'

'এখানে? এত সব লোকের সামনে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'তা-ও কোন মুখোশ না পরে? ধ্যাত্, তোমার নাটুকেপনার একটা সীমা থাকা দরকার।'

হেরকুলের যেন নতুন করে চোখ খুলছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, তার জীবনে এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। কিন্তু এই লোকগুলো তার প্রত্যাশা অনুসারে আচরণ করছে না। এরা দেখা যাচ্ছে মৃত্যুকে ভয় পায় না।

'শত্রুর চেহারা আমাদের দেখা হয়ে গেছে,' বলল রানা, আগের মতই শান্ত। 'এখন সে মাথা হেঁট করে চলে যেতে পারে, বিশেষ করে এখনও যখন হাঁটার মত দুটো পা তার আছে। একটু পরে হয়তো দেরি হয়ে যাবে।'

'তুমি বলতে চাইছ পা দুটো ওর বডিগার্ডদের বহন করতে হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

তার কথার জবাব না দিয়ে রানা বলে যাচ্ছে, 'সে যদি তৃষা বা এই টেবিলের অন্য কাউকে গুলি করার কথা ভেবে থাকে, আমি ভুলে যেতে বলছি।'

সারা শরীর রাগে জ্বলে গেলেও বাইরের চেহারা একদম শান্ত রাখল হেরকুল। 'যদিও তোমাদের হস্তক্ষেপ আমার পছন্দ হয়নি, তবু মিস্টার মুরল্যান্ড আর তোমাকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সমীহ করতে ইচ্ছে হয়েছে আমার। কিন্তু এখন দেখছি দু'জনেই তোমরা গর্দভ।'

'ও ঠিক কি বলতে চাইছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'বলছে, আমি ওর নিতম্বে কষে একটা লাথি মারলে ও খুশি হয়?'

হেরকুলের এ বিশ্বাস হলো না। হঠাৎ তার চোখ সাপের চোখ হয়ে গেল। মাথা ঘুরিয়ে অন্যান্য টেবিলের ডাইনারদের দিকে তাকাল সে। উঠানের এক কোণে ফেলা টেবিলের দিকে বা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন লোকের প্রতি কারও কোন মনোযোগ নেই। হেরকুল মাথা ঝাঁকিয়ে নিজের বডিগার্ডদের নির্দেশ দিল, তারপর ফিরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল। 'গুড-বাই, লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন। খুবই দুঃখজনক যে তোমাদের ভবিষ্যৎ এত ছোট।'

'পালাবার আগে একটা কথা,' পিছন থেকে তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'সঙ্গীদের সঙ্গে করে নিয়ে যাও, তা না হলে ওরা অ্যামবুলেন্স করে পৌঁছে দিতে বলবে।'

ঘুরে রানার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল হেরকুল। তার লোক দু'জন এক পা করে সামনে বেড়ে কোটের ভেতর হাত গলাচ্ছে। যেন রিহার্সেল দেয়া আছে, রানা

ও মুরল্যান্ড একযোগে টেবিলের তলা থেকে নিজেদের অস্ত্র দুটো বের করল। ওগুলো ওদের কোলের ওপর পড়ে ছিল, ন্যাপকিনের নিচে।

'গুড-বাই, ব্রাদার হেরকুল,' নিচু গলায় বলল মুরল্যান্ড, মুখে টান টান হাসি। 'পরের বার…' বাকিটা বাতাসে মিলিয়ে গেল।

আততায়ী দু'জন চোখে অস্বস্তি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকাল। তাদের খুন করার প্ল্যানটা এরকম ছিল না। বলা হয়েছিল প্রতিপক্ষ সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত থাকবে। কিন্তু ঘটছে ঠিক উল্টোটা। যে-কোন বোকাও এখন বুঝতে পারবে যে তারা যদি অস্ত্র বের করতে যায়, এখানেই লাশ হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

'তোমাদের গর্দভ বলবার জন্যে আমি ক্ষমা চাই,' বলল হেরকুল, হাত দুটো দু'পাশে মেলে কাঁধ ঝাঁকাল। 'দেখা যাচ্ছে যন্ত্রপাতি নিয়ে একেবারে তৈরি হয়েই এসেছ।'

'আমরা বয়স্কাউটে ছিলাম,' বলল রানা। 'তৈরি থাকাটা আমাদের অভ্যাস।' চেয়ারে ঘুরে বসে হেরকুলের দিকে পিছন ফিরল ও, হাতের ফর্ক ডোবাল নিজের কী লাইম পাই-তে। 'আশা করি আবার যখন আমাদের দেখা হবে, তোমাকে আমি টেবিলে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পাব–প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশন দেয়া হচ্ছে।'

'পরে আবার বোলো না যে সাবধান করা হয়নি!' রাগে কাঁপছে হেরকুল, সেটা আড়াল করার জন্যেই দ্রুত ঘুরে হাঁটা ধরল।

উঠান পেরিয়ে, রেস্তোরাঁর ভেতর দিয়ে পার্কিং লটে চলে এল হেরকুল। একটা কালো মার্সিডিজ লিমুজিনে উঠল সে। তার ভাড়াটে দুই হাতিয়ার কয়েকটা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে এসে চড়ে বসল একটা লিংকন নেভিগেটরে। শুরু হলো তাদের অপেক্ষার পালা।

ঝুঁকে রানার হাত স্পর্শ করল লরেলি। 'তুমি এত শান্ত থাকো কি করে? ওর কথা শুনে আমার গায়ের চামড়া কুঁকড়ে যাচ্ছিল।'

'এই লোক বদ্ধ একটা উন্মাদ,' ফিসফিস করে বলল তৃষা, চোখে ভয়।

'কোন প্রয়োজন পড়েনি অথচ নিজের চেহারাটা আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়ে গেল হেরকুল,' বলল রানা। 'কেন?'

উঠানে ঢোকার পথটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে লরেলি; সে যেন আশা করছে হেরকুলের লোক দু'জন আবার ফিরে আসবে। 'জটিল প্রশ্ন। সে যে পজিশনের লোক, তার তো তোমাদের সঙ্গে বসতে চাওয়ার কোন দরকার পড়ে না।'

'হয়তো স্রেফ কৌতূহলবশত এসেছিল,' বলল মুরল্যান্ড। 'নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিল কারা তার প্ল্যানগুলো একের পর এক নষ্ট করে দিচ্ছে।'

'কী লাইম পাই দারুণ মজা,' প্রশংসা করল রানা।

'আমার গলা দিয়ে এখন আর কিছু নামবে না,' বিড় বিড় করল তৃষা।

'ভাল খাবার ফেলে রাখতে নেই,' বলে তৃষার কী লাইম পাই টেনে নিল মুরল্যান্ড।

কফি শেষ করার পর বিল মেটাল রানা। এরপর একটা চেয়ারে দাঁড়িয়ে, পাঁচিলের ওপর দিয়ে পার্কিং লটে উঁকি মারল মুরল্যান্ড, মাথাটা আইভি লতার আড়ালে

তাকাল। 'দুই ভাড়াটে সৈনিক প্রকাণ্ড একটা লিংকন নেভিগেটরে বসে রয়েছে।'

'আমাদের পুলিস ডাকা উচিত।' লরেলি রেগে উঠল।

রানার মুক্তো ঝরানো হাসিতে কোন শব্দ নেই। 'কি করতে হবে তা আগেই ঠিক করা আছে।' কোটের পকেট থেকে একটা সেল ফোন বের করে কয়েকটা বোতামে চাপ দিল ও, মাত্র চারটে শব্দ উচ্চারণ করে অফ করল সেটা। লরেলি ও তৃষার দিকে ফিরে হাসল একটু। 'তোমরা মেয়েরা বেরুবার মুখে অপেক্ষা করবে, মুরল্যান্ড যাবে গাড়ি আনতে।'

রানার আঙুল থেকে প্রায় ছোঁ দিয়ে রিঙসহ গাড়ির চাবিটা কেড়ে নিল লরেলি। 'মুরল্যান্ড উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মুখে পড়ে যেতে পারে। গাড়িটা আমার আনতে যাওয়াই উচিত হবে। অসহায় একটা মেয়েকে ওরা গুলি করবে না।'

প্রতিবাদ করতে গিয়ে রানা ভাবল, লরেলির কথায় যুক্তি আছে। হেরকুলের লোকগুলো খুনী বটে, তবে গ্রাম্য গবেট নয়। একা একটা মেয়েকে গুলি করবে না, সাইটে তারা চারজনকেই পেতে চাইবে। মাথা ঝাঁকাল ও। 'ঠিক আছে, কিন্তু গাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে এগোবে। আমাদের গাড়ির ঠিক উল্টোদিকের প্রান্তে রয়েছে ওরা। তুমি ইগনিশন কী ঘোরাবার আগে নেভিগেটর রওনা হলে আমরা এক ছুটে পৌঁছে যাব।'

রানা ও লরেলি একসঙ্গে অনেকবার দৌড়েছে। রানা যদি চিতার মত ক্ষিপ্র হয় তো লরেলির পায়ে আছে হরিণের মত দ্রুতগতি। একশো গজের স্প্রিন্টে দু'ফিটের বেশি ব্যবধানে রানা কখনও তাকে হারাতে পারেনি। মাথা নিচু করে ছুটল সে, কালো অন্ধকারে আরও কালো একটা ছায়ার মত, সবুজ মার্সিডিজের কাছে পৌঁছে গেল এক মিনিটেরও কম সময়ে। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে স্টার্ট দিল এঞ্জিন, অ্যাকসেলারেটারে একটু বেশি চাপ দেয়া হয়ে গেল, ছড়ানো কাঁকরের ওপর টায়ারগুলো ঘোরাচ্ছে। খানিক দূর হড়কে এসে রেস্তোরাঁর সামনে থামল মার্সিডিজ, লরেলি ছিটকে চলে এল প্যাসেঞ্জার সাইডের সীটে; ওই একই সময় বাইরে থেকে ভেতরে ঢুকল রানা, তৃষা আর মুরল্যান্ডকে পিছনে নিয়ে।

পেডাল মেঝের সঙ্গে চেপে ধরল রানা। মৃদু একটা ঝাঁকি দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে দ্রুতবেগে ছুটল মার্সিডিজ। দেখতে দেখতে ফাঁকা রাস্তায় স্পীড উঠল ঘণ্টায় আশি মাইল।

রাস্তাটা সরল। রেস্তোরাঁ থেকে ওরা বেরুবার পরপরই প্রকাণ্ড নেভিগেটর পিছু নিয়েছে, কালো পেইন্ট এইমাত্র জ্বলে ওঠা লাইটপোস্টের আলোয় চকচক করছে। অন্ধকার রাস্তায় এখন শুধু ওই চকচকে ভাবটাই দেখতে পাচ্ছে রানা। হেডলাইট নিভিয়ে দ্রুত কাছে চলে আসছে নেভিগেটর।

রাস্তা প্রায় ফাঁকা, উল্টোদিকে মাত্র দুটো গাড়িকে যেতে দেখল ওরা। ঠিক কাঁধের পাশে ঘন ঝোপ আর গাছপালা কালো ও অশুভ লাগছে। আতংকে পাগল না হলে গাড়ি থামিয়ে ওখানে কেউ লুকাবার কথা ভাববে না। এক কি দু'বার চোখ ঘুরিয়ে লরেলিকে দেখল রানা। ড্যাশবোর্ডের আলো লাগায় তার চোখ দুটো মনে

হলো দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলছে, ঠোঁট দুটো ভারি সুন্দর বঙ্কিম একটা রেখা তৈরি করে হাসির নিঃশব্দ ঝর্ণা হয়ে উঠেছে। এই ধাওয়ার রোমাঞ্চ ও বিপদ, দুটোই উপভোগ করছে সে। রানার সঙ্গে এখানেই তার সবচেয়ে বড় মিল। রাজনীতিতে আছে, একজন কর্তব্যপরায়ণ নারী, অথচ মনে-প্রাণে নির্ভেজাল অ্যাডভেঞ্চারার। শুধু প্রকৃতির সঙ্গে নয়, প্রয়োজনে সমাজ আর মানুষের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে প্রস্তুত।

নেভিগেটর দ্রুত কাছে চলে আসছে। রেস্তোরাঁ থেকে সাত মাইল এগিয়েছে ওরা, মার্সিডিজের একশো গজ পিছনে চলে এসেছে শত্রুরা। নেভিগেটর প্রায় অদৃশ্যই বলা যায়, শুধু উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির আলোয় মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে–ওগুলোর হেডলাইট ঘন ঘন জ্বলে-নিভে ড্রাইভারকে সতর্ক করে বলতে চাইছে আলো না জ্বেলে গাড়ি চালাচ্ছ তুমি।

'সবাই মেঝেতে নেমে যাও,' বলল রানা। 'এখন যে-কোন মুহূর্তে পাশে চলে আসবে ওরা।'

মেয়েরা নেমে গেল মেঝেতে। মুরল্যান্ড শুধু মাথা নিচু করল, তার অটোমেটিক রিয়ার উইন্ডোর কিনারা ছুঁয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল, লক্ষ্যস্থির করল এগিয়ে আসা নেভিগেটরের দিকে। সামনে একটা বাঁক, তাসত্ত্বেও স্পীড আরও বাড়িয়ে দিল রানা। গতি বাড়ল নেভিগেটরেরও, ড্রাইভারের খেয়াল নেই উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ির পথ আটকে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে, কিংবা হয়তো স্রেফ গ্রাহ্য করছে না। ত্রিশ সেকেন্ড পর বাঁক নিতে শুরু করল রানা। টায়ারগুলো প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল, রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে হড়কাল কিছুটা।

বাঁক ঘোরার পর সরল রাস্তায় পৌঁছেই আয়নায় চোখ রেখে পিছন দিকে তাকাল রানা, দেখল একজোড়া বিরাট শেভি অ্যাভালাঞ্চ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল সরাসরি দ্রুতগতি নেভিগেটরের সামনে। অ্যাভালাঞ্চ দুটোর এরকম প্রায় ভৌতিক বা অলৌকিক আবির্ভাব, ওগুলোর কার্গো বক্সে ফিট করা মেশিন গান, মেশিন গানের পিছনে হেলমেট পরা গোলন্দাজ, সবই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক।

জান বাঁচানো ফরজ, বন বন করে হুইল ঘরিয়ে নেভিগেটরের ড্রাইভার ব্রেকেও চাপ দিল। একবার হড়কাতে শুরু করায় আর কে থামায় ওটাকে। রাস্তার পাশে ঘাস মোড়া উঁচু মাটিতে লেগে শূন্যে উঠল গাড়ি, নিচে পড়ার পর তিনটে ডিগবাজি খেলো, ধুলো আর পাতার মেঘ সৃষ্টি করে হারিয়ে গেল ঘন ঝোপের আড়ালে। পরনে কমব্যাট ক্যামোফ্লাজ লাইট গিয়ার, অ্যাভালাঞ্চ দুটো থেকে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল সশস্ত্র লোকজন, ছুটে এসে উল্টে থাকা নেভিগেটরকে ঘিরে ফেলল।

স্পীড কমিয়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইলে নামিয়ে আনল রানা। 'রিল্যাক্স,' বলল ও। 'বিপদ কেটে গেছে।'

'ঘটলটা কি?' জানতে চাইল লরেলি, পিছনের জানালা দিয়ে অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন ফোনে তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারা হেরকুলের ভাড়াটে সৈনিকদের মনোরঞ্জনের আয়োজন করেছে।'

'ঠিক হয়েছে,' মন্তব্য করল তৃষা। 'যেমন কুকুর তেমনি মুগুর!'

তার বলার ভঙ্গিতে হেসে উঠল সবাই।

লরেলি বলল, 'অ্যাডমিরালের সঙ্গে কথা বলব আমি, রানা। নেভিগেটরে যারা আছে তাদেরকে আমার সাক্ষী হিসেবে দরকার হতে পারে।'

'তোমার আগেই অ্যাডমিরালকে এ বিষয়ে যা বলবার বলে রেখেছি আমি,' জানাল রানা। 'ওদেরকে পুলিসের বিশেষ হেফাজতে রাখা হবে।'

নয়

দামী ফোর-হুইল-ড্রাইভ জীপ আর রোলসরয়েসে চড়ে এল ওরা। প্রাইভেট রোড ধরে একটা মোটর শোভাযাত্রার মত পৌঁছাল টোহোনো লেকের ধারে গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বাড়িটার সামনে। বোতাম টিপে ইলেকট্রনিক লক খোলা হলো। মেইন হল রুমটা বিখ্যাত সব মার্কিন শিল্পীদের আঁকা ছবি দিয়ে সাজানো হয়েছে, ভেতরে এত জায়গা যে তিন সেট সোফা আর এক ডজন আরাম কেদারা ফেলার পরও প্রচুর জায়গা খালি পড়ে আছে। কিন্তু এখানে তারা থামল না। সবাই নেমে এল বাড়ির নিচে বড়সড় বেইযমেন্ট রুমে। এস্কেপ টানেল আর এই বেইযমেন্ট রুমকে আলাদা করে রেখেছে পাঁচ টন ওজনের প্রকাণ্ড ইস্পাতের দরজা। টানেলটা দুশো গজ লম্বা, অপর মুখটা জঙ্গলের ভেতর আড়ালে। সেখান থেকে আধ মাইল হেঁটে খোলা মাঠে পৌঁছানো যায়, প্রয়োজনে ওখানে মুহূর্তের নোটিশে হেলিকপ্টার আনানো সম্ভব। সারা বছর বিনা পাহারায় পড়ে থাকে, বাড়ির ভেতর কাজ করে শুধু লুকানো ভিডিও ক্যামেরা। চোর ঢুকলে তার ছবি পৌঁছে যাবে কোবরা ক্লাবে, তারপর তাকে খুঁজে বের করে অপরাধের চেয়ে শতগুণ বেশি শাস্তির ব্যবস্থা করা স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র। আজকের দিনটা অবশ্য একটা বিশেষ দিন, তাই খুব কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তায় সশস্ত্র পাহারা বসেছে, জঙ্গলে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে কোবরা ক্লাবের সদস্যরা।

গোল একটা কনফারেন্স টেবিলে ছ'জন পুরুষ আর দু'জন মহিলা বসল। নবম ব্যক্তি, লীফ গডফ্রে হেরকুল, বসল সবার শেষে। তার আগে সবাইকে একটা করে লেদার মোড়া ফোল্ডার দিল সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে থাকল, সবার পড়া শেষ হবার অপেক্ষায় আছে। 'সব মুখস্থ করে নিতে হবে। কাল এখান থেকে যাবার আগে সমস্ত কাগজ-পত্র নষ্ট করে ফেলব আমরা।'

ফ্যালকন সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষার জন্যে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে এই স্ট্র্যাটিজি প্ল্যানিং সেশন যেন সম্ভাব্য কঠিনতম গোপনীয়তার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। টেবিলটার চারধারে যে-সব পুরুষ ও মহিলারা বসে আছে তারা উত্তর গোলার্ধের বৃহত্তম সব তেল কোম্পানির সিইও–চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার–এবং এখানে মিলিত হয়েছে আগামী কয়েক মাসের জন্যে ব্যবসায়িক কৌশলের ছক তৈরি করার উদ্দেশ্য নিয়ে। অর্থনীতিবিদ, কমার্স ডিপার্টমেন্টের অফিসার আর ওয়াল

স্ট্রীট জার্নাল-এর রিপোর্টাররা জানে এই তেল কোম্পানিগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু আসল ঘটনা জানে শুধু এখানে আজ যারা উপস্থিত হয়েছে–লোকচক্ষুর অন্তরালে সবাই তারা লীফ হেরকুল আর তার ফ্যালকন করপরেশনের লম্বা বাহুর সঙ্গে বাঁধা। মূল কথা হলো, ব্যবসা করতে হবে একচেটিয়া। আর তা করতে হলে হেরকুলের নেতৃত্বে একটা কার্টেল গঠন করা জরুরী। প্রস্তাবটা তারই ছিল। লাভের অঙ্ক এত বড়, কল্পনাকেও যেন হার মানাতে চায়, কাজেই এই ক'জন রাজি হয়। তারপর থেকে চলছে অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেয়ার কাজ। একটা কোম্পানিকে কতভাবে ডোবানো যায়, এদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানে না। ফ্যালকনের সঙ্গে জোট বেঁধে এই অয়েল টাইকুনরা বেআইনী বা অবৈধ উপায়ে ব্যবসা করে একেকজন কয়েক বিলিয়ন ডলার কামিয়েছে, অথচ ক্রিমিনাল বিজনেস ডিলিং-এর অভিযোগে কারুরই জেলে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরা বিপদে পড়তে পারে শুধু একভাবে, নিজেদের কেউ একজন যদি জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে কার্টেলের দুষ্কর্ম সম্পর্কে অবহিত করে এবং তথ্য-প্রমাণ যোগান দেয়। কিন্তু যে লোক জোট ত্যাগ করবে তাকে শুধু নীতি আর নিজের কথা ভাবলে চলবে না, নিজের স্ত্রী-সন্তান ও আপনজনদের কথাও ভাবতে হবে। তারা একের পর এক দ্রুত নিখোঁজ হয়ে যাবে। কেউ কেউ হবে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার। এ-সব পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তারপর আর কার সাহস হবে বিদ্রোহ করবার? না, একবার যেহেতু নাম লেখানো হয়ে গেছে, এই দুষ্টচক্র থেকে বেরুবার আর কোন উপায় খোলা নেই।

'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, কার্টেল সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে,' সবার পড়া শেষ হতে শুরু করল হেরকুল, 'যেহেতু বুশ প্রশাসন ইরাকে হামলা চালাবেই, এই সুযোগে আমরা তেলের দাম বাড়িয়ে দিয়ে দু'পয়সা কামিয়ে নেব। কথাতেই আছে, যুদ্ধে সব চলে। যেহেতু সবাই আমাদের সঙ্গে একমত হয়ে তেলের দাম বাড়াতে রাজি হবে না, সেইহেতু বাধ্য হয়ে ওদের রিফাইনারিতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে, মাঝসাগরে ডুবিয়ে দেয়া হবে ক্রুড অয়েল ভর্তি সুপারট্যাংকার।'

সাবেক আর্মি জেনারেল, সাপ্লাই সোর্স কোম্পানির প্রধান, ওয়েদারম্যান বলল, 'ইরাক যুদ্ধ থেকে আরও কোনভাবে আমরা লাভবান হতে পারি কিনা, সেটাও ভেবে দেখতে হবে।'

'খুব ভাল করে ভেবে দেখা হয়েছে,' জবাব দিল হেরকুল। 'কিন্তু ইরাকের তেলে যে-ই হাত দিতে যাক, তার হাত পুড়ে যাবে। প্রশাসনের যারা মাথা তারা প্রায় সবাই হয় ব্যবসায়ী, নয়তো বড় কোন কোম্পানির উপদেষ্টা। যুদ্ধটা বাধানোই হচ্ছে নিজেদের পকেট আরও ভারী করার জন্যে। ওখানে নাক গলাতে গেলে শুধু নাক কাটা যাবে না, মাথাও কাটা পড়বে।'

'তাহলে এটা মেনে নিতে হচ্ছে যে আমরাও কাউকে ভয় পাই?' জানতে চাইল টেক্সাসের তেল সম্রাট মাইকেল রক মুলার।

'আমরা জিতি। আমরা বিজয়ী হই,' হেরকুলের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে কার্টেল-এর চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেরি অ্যান বলল। 'ব্যবসাতে লাভ করাটাই মুখ্য বিষয়, আমরা লাভ করি।'

হেসে উঠে হেরকুল বলল, 'কিন্তু তুমি শুধু আবেগময় বক্তৃতা দিলে তো চলবে না। তথ্য-প্রমাণ সহ এমন কিছু দেখাও যাতে আমরা বুঝতে পারি যে সত্যি আমাদের ব্যাংকে কিছু জমবে।'

চেরি অ্যান একটা রিমোট কন্ট্রোলের বোতামে চাপ দিল। ওপর থেকে নিচে নামল একটা বড়সড় মনিটর। তাতে ফুটে উঠল আলাস্কা ও কানাডা সহ যুক্তরাষ্ট্রের আটচল্লিশটা রাজ্যের ম্যাপ। দেশ ও দেশের সীমানা ছাড়িয়ে এক ঝাঁক কালো রেখা তেলখনি থেকে রিফাইনারি, রিফাইনারি থেকে বড় শহর পর্যন্ত বিস্তৃত।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলমেন, এই হলো আমাদের অয়েল ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম,' বলল হেরকুল। 'সাঁইত্রিশ হাজার মাইল আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন। এই লাইনটা নাথানস করবেটের নেব্রাস্কা, ক্যানসাস আর ডাকোটার তেলখনিকে ঘুরে আসতে সময় লাগবে খুব বেশি হলে এক মাস।'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে পপুলার অয়েল কোম্পানির মালিক নাথান করবেট। 'সব মিলিয়ে এই সতেরোটা তেলখনি আমরা কিনেছিলাম কূপ খুঁড়ে কোন তেল পাওয়া যায়নি, এই রিপোর্ট পাবার পর। এক্সপার্টদের আমরা খুশি করে দিয়েছিলাম, কাজেই উল্টো রিপোর্ট দিয়েছে তারা। কূপ ও এলাকা পরিত্যক্ত ঘোষণার পর ওগুলো নামমাত্র মূল্যে নব্বুই বছরের জন্যে লীজ নিই আমরা। তেল নেই বলার পর তেল পাওয়া গেলে হৈ-চৈ পড়ে যাবে, তদন্ত শুরু হবে, কাজেই এই ঝামেলার মধ্যে আমরা গেলামই না। মিস্টার হেরকুলের বুদ্ধি ধার করে আপনারা যা করেছেন, আমরাও তাই করেছি–আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন তৈরি করে ফ্যালকনের মেইন পাইপ লাইনের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছি।'

কানাডার সবচেয়ে বড় তেলখনি আলাস্কান অয়েল-এর মালিক ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া চেয়ারে নড়েচড়ে বসে হেরকুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'সহজ হিসাবটা হলো, খনি থেকে যত বেশি তেল তোলা হবে দাম ততই পড়ে যাবে। অথচ আমার ধারণা হয়েছে, দাম আমরা বাড়াতে চাইছি। ব্যাপারটা পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে না?' পাঁচ বছর আগে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সবার শেষে গোপন কার্টেলে ঢুকেছিলেন তিনি, এখন মনে মনে পস্তাচ্ছেন।

'যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে আরেকটা অয়েল কার্টেল মাথাচাড়া দিতে যাচ্ছে,' জবাব দিল হেরকুল, 'সেটা আমরা হতে দিতে পারি না। ওটাকে ধ্বংস করার জন্যে আমরা আমাদের দেশীয় উৎপাদন পাঁচশো গুণ পর্যন্ত বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। দাম কমবে? কিভাবে? মধ্যপ্রাচ্যের তেলের ওপর নির্ভর করে টিকে আছে উত্তর আমেরিকা, সেই তেলই তো মহাদেশের কোন বন্দরে পৌঁছাবে না।'

'মানে?'

'আমি কি স্যাবটাজের কথা বলার সময় উল্লেখ করিনি যে মাঝ সাগরে ক্রুড অয়েল ভর্তি সুপারট্যাংকার ডুবিয়ে দেয়া হবে?' নাটকীয় ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করল হেরকুল।

সবাই বিস্মিত ও মুগ্ধ হলো। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা তেলের প্রবাহ আপাতত বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের উৎপাদন বাড়িয়ে দেশের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করবে

কার্টেল, একই সঙ্গে নিজেদের ইচ্ছেমত তেলের দর বাড়িয়ে তুলে দেবে আকাশে।

'আপনার এই বুদ্ধিটা, এই যে আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপলাইন, এটা একটা যুগান্তকারী আইডিয়া!' অকুণ্ঠচিত্তে প্রশংসা করল রক মুলার।

'নতুন ধরনের এক্সকাভেশন পাইপলাইন মেশিনারি ডেভলপ করেছে ফ্যালকনের এঞ্জিনিয়াররা,' ডাহা মিথ্যে কথা বলছে হেরকুল, কারণ এই পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিলেন ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম। 'যার ফলে আমাদের কনস্ট্রাকশন ক্রুরা প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় দশ মাইল পাইপ বসাতে পারে। সব জায়গায় সম্ভব হয়নি, তবে প্রায় ত্রিশ হাজার মাইল পাইপ বসানো হয়েছে রেললাইনের পাশে। ফলে পাইপলাইনের নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামানোর দরকার পড়ছে না।'

'মাটির ওপর পাইপলাইন বসালে লাখ লাখ জমি ও বাড়ির মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হত, আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে বেরিয়ে যেত কয়েক বিলিয়ন ডলার,' চেরি অ্যান বলল।

'তবে মার্কিন বা কানাডা সরকার আন্ডারগ্রাউন্ড এই পাইপলাইন অনুমোদন করবে বলে মনে হয় না,' বললেন ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। 'আমরা ধরা না পড়ে কাজটা প্রায় শেষ করে এনেছি, এটা একটা মিরাকলই বলতে হবে।'

'আমরা আমাদের ট্রেইল নিখুঁতভাবে মুছেছি,' বলল হেরকুল। 'জাস্টিস ডিপার্টমেন্টে আমাদের লোক আছে, সে জানিয়েছে তাদের কোন কর্মকর্তা বা এফবিআই-এর কোন এজেন্ট এ-ব্যাপারে প্রশ্ন তুললে সেটা ধামাচাপা দেয়ার ব্যবস্থা করা তার জন্যে কোন সমস্যা নয়। এর আগে যে দুটো ফাইল তৈরি করা হয়েছিল সেগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে।'

ওয়েদারম্যান খুক করে কেশে হেরকুলের দিকে তাকাল। 'আমি যতদূর জানি, আপনার ও আপনার ফ্যালকনের অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্যে মিস লরেলি ভ্যান্স থাপাকে চেয়ারপারসন করে কংগ্রেস একটা কমিটি গঠন করেছে।'

'করুক। আরও এক ডজন তদন্ত কমিটি গঠন করুক,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল হেরকুল। 'মিস লরেলির অনুসন্ধান প্রসব করবে মস্ত একটা ঘোড়ার ডিম।'

'আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। 'আমি শুনেছি, মিস লরেলি সাংঘাতিক সাহসী মেয়ে, তিনি এমনকি ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সমর্থন আদায় করার সময় আপনাদের প্রেসিডেন্ট বুশকেও যুদ্ধোন্মাদ বলতে ভয় পাননি।'

হেরকুল ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে তাকাল। 'ওদিকটা সামলানো হবে।'

'যেভাবে সামলেছেন ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিনকে?' বিদ্রূপাত্মক সুরে প্রশ্ন করল রক মুলার।

'ফলাফলটাই প্রমাণ করে পদ্ধতিটা ঠিক ছিল নাকি বেঠিক,' বলল হেরকুল। 'আমাদের লক্ষ্য ছিল ডক্টর ইসলামের আবিষ্কৃত এঞ্জিন কোন কাজের জিনিস নয়, সংশ্লিষ্ট সবার মনে এই ভয়টা ঢোকানো। শালা বুড়োটা অন্তত গোটা ত্রিশেক শিপ বিল্ডার কোম্পানিকে নিজের আবিষ্কার করা এঞ্জিনের ডিজাইন দিয়ে গেছে। আমার কাছে খবর এসেছে দু'দুটো দুর্ঘটনার পর আর কেউ ওই ডিজাইনে জাহাজ করছে না।

'তবে আমরা আমেরিকায় ওই ডিজাইনের পেটেন্ট করাব, জাহাজও তৈরি করব। বুড়োটা মারা যাওয়ায় তার সুপার অয়েলের ফর্মুলা পেতে আর মাত্র কয়েক দিন লাগবে আমাদের। একদিকে হাজার হাজার এঞ্জিন বিক্রি করব, আরেক দিকে অন্যান্য সব দিক থেকে নিয়ন্ত্রণ করব প্রচলিত ফুয়েল-এর মার্কেট।'

'আপনি কি কথা দিতে পারবেন, নুমার তরফ থেকে আর কোন নাক গলানোর ঘটনা ঘটবে না?' জানতে চাইল রক মুলার।

'ওটা ছিল কাকতালীয় একটা ব্যাপার। আমাদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়ার কোন অধিকার ওদের নেই।'

'ওদের সার্ভে ভেসেল আর ক্রুদের হাইজ্যাক করাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি,' মাথা নেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন কানাডিয়ান ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া।

'পরিস্থিতিটা অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের বিরুদ্ধে চলে যায়। তবে সেটা ইতিহাস। কোন ট্রেইল ফ্যালকনের দিকে আসছে না।'

'মাঝ সাগরে তেল ভর্তি ট্যাংকার ডুবিয়ে দেয়ার পরিকল্পনা আরও খোলসা করুন। মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালন অয়েল স্পিল পরিবেশের কি পরিমাণ ক্ষতি করবে সেটাও আমাদের জানা দরকার।'

'কানাডা ও আমেরিকার পরিবেশে কোন রকম বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না,' জোর গলায় প্রতিশ্রুতি দিল হেরকুল। 'বেশিরভাগ ট্যাংকার ডুববে তেলসমৃদ্ধ দেশগুলোর কাছাকাছি পানিতে। কিছু ট্যাংকারকে পাঠিয়ে দেয়া হবে এশিয়ার দিকে, ধরুন, বঙ্গোপসাগরে। ওখানে যদি বড় একটা সুপারট্যাংকার ডুবিয়ে দেয়া যায়, অন্তত এক বছর লাগবে ছড়ানো তেল পরিষ্কার করতে।'

'কিন্তু এত থাকতে বঙ্গোপসাগরকে দূষিত করার কি দরকার পড়ল?'

'কেউ আপনাকে চড় মারলে আপনি তাকে আপনার অপর গালটা বাড়িয়ে দেবেন, আমরা কি যীশুর এই বাণীতে বিশ্বাসী? শোনা যাচ্ছে নুমার প্রজেক্ট ডিরেক্টর, আসলে এটা কাভার, সত্যি কথাটা হলো মাসুদ রানা বাংলাদেশের একজন স্পাই। কেউ এক আঙুল দেখালে তাকে দু'আঙুল দেখানোটাই তো আমাদের নিয়ম।'

'নিজেদের মার্কেট পজিশন আর মনোপলি ধরে রাখার জন্যে আমরা তাহলে খোদ শয়তানের কাছে আমাদের আত্মা বিক্রি করে দিচ্ছি?'

'মনোপলি শব্দটা বড় বিস্বাদ, মাই ডিয়ার লেডি,' বলল হেরকুল। 'আমি ব্যাপারটাকে মার্কেট ট্রাস্ট বলতে পছন্দ করি।'

'পরিবেশ দূষণের কারণে কত পশু-পাখি মারা যাবে, ভাবলেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি।' দু'হাতে মুখ ঢাকলেন ডেইলিয়া।

'এটা বিবেক আর মানবতাকে প্রশ্রয় দেয়ার সময় নয়,' তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার সুরে বলল হেরকুল। 'আমরা একটা অর্থনৈতিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছি। এই যুদ্ধে জেনারেল, অ্যাডমিরাল, ট্যাংক, সাবমেরিন, নিউক্লিয়ার বোমা ইত্যাদির হয়তো দরকার নেই, তবে জিততে হলে তেলের অফুরন্ত চাহিদা মেটাতে হবে।

তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি দুনিয়ার মানুষকে আমরা বলতে পারব কি ফুয়েল তাদেরকে কিনতে হবে, কখন কিনতে হবে, কত দামে কিনতে হবে। দুনিয়ার যেখানে যত তেল আর গ্যাসখনি আছে, সবগুলোর মালিক হবে আমাদের কার্টেল। তারপর এক সময় আমাদের সম্মিলিত মেধা ও প্রচেষ্টা গভর্নমেন্টাল রাষ্ট্রকে করপরেট রাষ্ট্রে পরিণত করবে। গোটা বিশ্ব শাসন করব আমরা। করবই। কাজেই, ডিয়ার ডেইলিয়া, এখন দুর্বল হয়ে পড়ার সময় নয়।'

'রাজনীতিকবিহীন একটা বিশ্ব,' রক মুলার বিড়বিড় করছে, কপালে চিন্তার রেখা। 'এমন সুদিন কি সত্যি আসবে!'

'তবে তেলের দাম বাড়ানোর জন্যে বড় ধরনের একটা অয়েল স্পিল-এর ঘটনা সত্যি ঘটানো দরকার,' বলল নাথান করবেট।

শেয়ালের মত ধূর্ত হাসি ফুটল হেরকুলের ঠোঁটে। 'আমি তোমার চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছি, করবেট। আজ থেকে পাঁচ-সাতদিনের মধ্যে সে-ধরনের একটা দুর্ঘটনা সত্যি ঘটতে যাচ্ছে।'

'আরেকটা ট্যাংকার স্পিল?'

'তারচেয়েও ভয়ংকর।'

'তারচেয়ে ভয়ংকর আর কি হতে পারে?' রক মুলার নিরীহ ভঙ্গিতে জানতে চাইল।

'একটা স্পিলই, তবে তার সঙ্গে কয়েকশো টন বিস্ফোরকও ফাটানো হবে,' বলল হেরকুল।

'উপকূল থেকে দূরে, মাঝ সাগরে?'

মাথা নাড়ল হেরকুল। 'অত্যন্ত ব্যস্ত একটা বন্দরে। যে বন্দর একটা দেশের সিংহভাগ আমদানি-রপ্তানি সামাল দেয়।'

'ও মাই গড!' বিড়বিড় করলেন ডেইলিয়া, চেহারা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। 'বহু জাহাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। অসংখ্য মানুষ মারা পড়বে।'

'আমাদের হিসাবে সব মিলিয়ে সত্তরটা জাহাজ পুড়ে যাবে আর সাড়ে চার হাজার লোক সঙ্গে সঙ্গে মারা যাবে। এই আগুন বন্দর ছাড়িয়ে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে।' চেরি অ্যান হাসছে।

'কিছু কি আসে যায়?' ঠাণ্ডা সুরে প্রশ্ন করল হেরকুল। 'যুদ্ধে এরচেয়ে কত বেশি মানুষ মারা যায় কিন্তু বিনিময়ে কিছুই অর্জিত হয় না। এই ঘটনাটা একাধিক কারণে ঘটানো হবে, সবগুলো আপনাদের না জানলেও চলে। একটা কারণ তো আগেই বলেছি, তেলের দাম বাড়াতে হলে অয়েল স্পিল-এর প্রয়োজন আছে। আরেকটা কারণ, সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে সতর্ক করে দেয়া, আমাদের সঙ্গে লাগতে এলে কি পরিণতি হয় দেখো। আমার ধারণা, আজকের মত যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। কাল সকালে আবার শুরু করা যাবে।'

আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী অয়েল মোগলরা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, হেরকুলের পিছু নিয়ে চলে এল ডাইনিং রুমে। এখানে সবার জন্যে ককটেল অপেক্ষা করছে।

একা শুধু ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া কনফারেন্স টেবিলে বসে থাকলেন। মোটকথা

তাঁর বিবেক সায় দিচ্ছে না। হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে খুন করা হবে? শত শত কোটি ডলারের জাহাজ আর কার্গো পুড়িয়ে ফেলা হবে? বলছে, এমন ব্যবস্থা করা হবে যাতে লোক গিজগিজে একটা শহরেও আগুনটা পৌঁছায়। এ কিভাবে সমর্থন করবেন তিনি। ওখানে বসে জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্তটা নিলেন ডেইলিয়া। ভাবলেন, এতে যদি তাঁকে প্রাণ দিতে হয়, সেটাকে তিনি তাঁর সারা জীবন ধরে পাপ করবার প্রায়শ্চিত্ত বলেই মনে করবেন।

চীফ হেরকুলের বিশাল এক্সিকিউটিভ বোয়িং ৭২৭ রানওয়ের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, একটা ম্যাগাজিন হাতে মনিবের জন্যে অপেক্ষা করছে পাইলট। অলস চোখ জোড়া তুলতেই দেখতে পেল আলাস্কান অয়েল-এর জেটটা রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে। আকাশে সাদা সাদা টুকরো মেঘ ছড়িয়ে আছে, ওগুলোর নিচে পৌঁছে একটা বাঁক নিল জেটটা, তারপর রওনা হলো দক্ষিণ দিকে।

অদ্ভুত, ভাবল হেরকুলের পাইলট। সে ভেবেছিল প্লেনটা উত্তর দিকে ঘুরে আলাস্কার দিকে রওনা হবে। ম্যাগাজিন রেখে ককপিট থেকে মেইন কেবিনে চলে এল সে, দাঁড়াল লম্বা করা পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসা এক লোকের সামনে। লোকটার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল-এর পাতায়।

'এক্সকিউজ মি, সার,' বলল পাইলট, 'ভাবলাম আপনার বোধহয় জানা দরকার যে আলাস্কান অয়েল-এর জেটটা উত্তরে না গিয়ে উড়ে গেল দক্ষিণে, ওয়াশিংটনের দিকে।'

কাকাস জাভালা পত্রিকা এক পাশে রেখে দিয়ে ঠোঁট মুড়ে হাসল। 'চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্যে ধন্যবাদ। দারুণ এক ইন্টারেস্টিং খবর দিলে এইমাত্র।'

দশ

কংগ্রেস সদস্যা লরেলির বাড়িতে অকস্মাৎ প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। কি ব্যাপার? না, সরাসরি বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকা থেকে ই-মেইল এসেছে, তাতে বলা হলো, রবি ঠাকুরের বসুন্ধরা কবিতাটির বিশেষ একটা অংশের হরফগুলোকে কী হিসেবে ব্যবহার করে ডক্টর সৈয়দ সিরাজুল ইসলামের পাঠানো সাংকেতিক মেসেজের সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারার কোড ভাঙা সম্ভব হয়েছে।

চ্যাটে বসে এরপর রানা ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বিসিআইএ-র চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদকে প্রশ্ন করল, 'এর তাৎপর্য কি?'

সোহেলের উত্তর, নিশ্চয় ঝাঁঝালই হবে, 'শালা সারারাত রামায়ণ পড়ে বলে কিনা সীতা কার বাপ!'

'মানে? কি বলতে চাইছিস?' কোনমতে রাগ চেপে প্রশ্ন করল রানা।

'ডক্টর ইসলামের কোডেড মেসেজ বস্ তোকে দেখাননি?' জানতে চাইল

সোহেল। 'সরল ভাষায় লেখা চিঠিটার সারমর্মও তো তোর না জানার কথা নয়। সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারার কোড ভাঙতে পারলে লাভ হবে শুধু এই যে বাকি চব্বিশ পাতার কোড ভাঙা সহজ হয়ে যাবে মাত্র, তাতেও সময় লাগবে বিশ বছরের কম নয়। এ-সবই তুই জানিস, অথচ তারপরও বোকার মত জিজ্ঞেস করছিস-এর তাৎপর্য কি?'

'কত্তো বড় গর্দভ!!!' টাইপ করল রানা।

'???' মনিটরে শুধু তিনটে প্রশ্নবোধক চিহ্ন পাঠাল সোহেল।

'আমি জানি বাকি সাড়ে চব্বিশ পাতায় ডক্টর ইসলামের যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কারের ফর্মুলা আছে,' সোহেলকে বলল রানা। 'বিশ বছরের মধ্যে কোড ভাঙার পর ফুর্মলাগুলো পড়া যাবে। কিন্তু সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারায় ফর্মুলার কোড ভাঙার পদ্ধতিই শুধু বলা হয়নি রে, মাথামোটা। ফুর্মলা ধরে যন্ত্রপাতি বানাতে বিপুল টাকা লাগবে। ডক্টর ইসলাম ব্যক্তিগতভাবে আমাকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন, সেই টাকা পাবার উপায়ও তিনি ওই সতেরো নম্বর পাতার শেষ প্যারায় জানিয়েছেন। তোর ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এবার নিশ্চয়ই ঢুকেছে যে আমি জানতে চাইছি জলদস্যুদের রেখে যাওয়া বিপুল ধন-সম্পদের বিশাল ভাণ্ডারটা কোথায়?'

'জলদস্যুদের রেখে যাওয়া বিপুল ধন-সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার!' রিপিট করল সোহেল। 'দোস্ত, এ-সব তুই কি বলছিস? ডক্টর ইসলাম তো ঠিক এই ভাষাই ব্যবহার করছেন!'

'যাহ্!'

'খোদার কসম!'

'কোথায় রে সব? কোড ভাঙার পর সাইফাররা কোনও মানচিত্র এঁকে দিতে পারবেন?' কৌতূহলে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে রানা।

'সাইফার এক্সপার্টদের মানচিত্র আঁকার প্রয়োজন নেই,' জানাল সোহেল। 'ডক্টর ইসলাম নিজেই হরফ ব্যবহার করে একটা ম্যাপ রেখে গেছেন। আমি বলি তুই লিখে বা প্রিন্ট করে নে। রেডি?'

'রেডি,' এক মিনিট পর টাইপ করল রানা।

'শুরু করছি-এ ও বি রেখা হাডসন নদীর ওপর উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত-,' হঠাৎ মেসেজ আসা বন্ধ হয়ে গেল। একটু পর সোহেল টাইপ করল, 'ইন্টারনেটে এ-সব জানানো উচিত হচ্ছে না। ম্যাপটা তোর কাছে আমরা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' সাবধানের মার নেই ভেবে বলল রানা। 'তবে একটু আভাস দে, ঠিক কি পরিমাণ…'

'তুই আমি দু'জনেই তো বললাম-জলদস্যুদের রেখে যাওয়া বিপুল ধনসম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। ডক্টর ইসলাম এই গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন সাংকেতিক ভাষায় লেখা ভাইকিংদের দিক নির্দেশনার অর্থ উদ্ধার করে। এবার যাই, রে।'

'থাম না, এত ব্যস্ততা কিসের?'

'না, তেমন ব্যস্ততার কিছু নেই,' টাইপ করল সোহেল। 'এখানে আমার কাজ তো শুধু একটাই-বসের সঙ্গে বসে ষড়যন্ত্র পাকানো এরপর তোকে কোন নরকে পাঠানো যায়।'

'কিন্তু তুই কি এই খবরটা জানিস যে নরকে যারা আসে তারা সবাই বড়িয়া আকলমন্দ, আগুনটাগুন নিভিয়ে নরকটাকেই স্বর্গ বানিয়ে ফেলে? আমার কপালে তো প্রায় প্রতিবারই একটা করে অপ্সরাও জুটে যায়।'

'কি নাম, রে? তৃষা, না?'

'হায়-আফসোস কর, দোস্ত, হায়-আফসোস কর। নরকে না থাকায় কি থেকে বঞ্চিত হচ্ছিস তা যদি জানতিস…' কমপিউটর অফ করে দিল রানা।

সব কথা শোনার পর আমেরিকান কালচারে বেড়ে ওঠা তৃষা ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব করল, এত বড় একটা খবর শোনার পর সেলিব্রেইট না করাটা হবে তৃষ্ণার্ত আত্মাকে বঞ্চিত করা। বাড়িতে এই মুহূর্তে লরেলি না থাকলেও তৃষার ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে কোথায় কি রাখা হয়, আত্মার পিপাসা মেটানোর আয়োজন করার জন্যে ছুটল সে।

রানা ও মুরল্যান্ড, দুই বন্ধু বসল গুপ্তধন সংক্রান্ত আমেরিকান আইন নিয়ে আলোচনায়। নিজ দেশে মার্কিন সরকার ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অধিকারে বিশ্বাসী, তাই কেউ কোন প্রাচীন গুপ্তধন খুঁজে পেলে সরকার বিশ পার্সেন্ট নিয়ে বাকি আশি পার্সেন্ট দাবিদারকে দিয়ে দেয়। তবে রাজ্যভেদে এই আইনের রকমফের আছে। মুরল্যান্ড জানাল, দেন-দরবার করা হলে রানা গুপ্তধনের শতকরা নব্বই ভাগও দেশে নিয়ে যেতে পারবে।

এই সময় মুরল্যান্ডের পকেটে সেল ফোন বেজে উঠল। ফোনটা বের করে কানে ঠেকাল সে। 'মুরল্যান্ড।' এক মুহূর্তের বিরতি। 'দিচ্ছি, অ্যাডমিরাল, ও এখানেই আছে।' ফোনটা রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'মিস্টার হ্যামিলটন।'

'রানা, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। এরপর তিন মিনিট নীরব হয়ে থাকল ও, হুঁ-হ্যাঁ পর্যন্ত করল না। তারপর বলল, 'ইয়েস, অ্যাডমিরাল। আমরা এখুনি রওনা হচ্ছি।' ফোনটা মুরল্যান্ডকে ফিরিয়ে দিল ও। 'অ্যাডমিরাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদেরকে ওয়াশিংটনে পৌঁছাতে বলছেন।'

'কোন সমস্যা?'

'আমার মনে হলো ইমার্জেন্সি।'

দোরগোড়ায় আগেই এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে ট্রে, তৃষা জানতে চাইল, 'কি নিয়ে তা বলেননি?'

'হেরকুল মনে হচ্ছে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পাগলা কুকুর হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নাকি কল্পনার অতীত একটা ক্ষতি করতে যাচ্ছে সে।'

তৃষার হাত থেকে ট্রেটা পড়ে গেল।

লরেলির মনে হলো বুনো একটা ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে মরুভূমির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। কোর্ট থেকে রিট ইস্যু করা হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে ফ্যালকন করপরেশনের সব ক'জন ডিরেক্টরকে কংগ্রেশন্যাল ইনভেস্টিগেটিভ

কমিটির সামনে হাজির হতে হবে, কিন্তু তারা কেউ আসেনি; তাদের বদলে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়েছে করপরেট অ্যাটর্নিদের একটা বাহিনীকে, যারা একের পর এক অপ্রাসঙ্গিক আইনগত প্রশ্ন তুলে তদন্তের কাজে অবিরাম ব্যাঘাত সৃষ্টি করে যাচ্ছে। সন্ধ্যার খানিক আগে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে অধিবেশন আবার কাল বসবে বলে কামরা থেকে লোকগুলোকে বের করে দিল লরেলি।

তাকে সান্ত্বনা জানাতে এলেন কংগ্রেসম্যান কার্লো পজিট্রন, নর্থ ডাকোটা থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রাট। 'এত সহজে ভেঙে পোড়ো না, লরেলি। আর উত্তেজিত হলে তোমারই ক্ষতি...'

'এ-কথা বলতে পারবে না যে তুমি কোন উপকারে এসেছ আজ,' লরেলির গলায় যথেষ্ট ঝাঁঝ। 'ওরা যা বলে গেল তুমি সবকিছুতেই শুধু হ্যাঁ-হ্যাঁ করে গেলে, অথচ খুব ভাল করেই জানো যে ওদের প্রতিটি কথা হয় পুরোপুরি মিথ্যে, নয়তো সত্যকে চাপা দেয়ার জন্যে নয়কে ছয় বলে চালানোর অপচেষ্টা।'

'কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারবে না, যে-সব ব্যবসার কথা ওরা স্বীকার করছে সেগুলো সবই বৈধ। যতক্ষণ না তুমি প্রমাণ করতে পারছ ওরা ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটির সঙ্গে জড়িত...'

'ওরা বলতে তুমি কাদের কথা বোঝাতে চাইছ, পজিট্রন?' জিজ্ঞেস করল লরেলি। 'কমিটির সামনে লীফ হেরকুলকে দেখতে চাই আমি, তার ডিরেক্টরদের সহ। অ্যাটর্নিদের কাল আমি এই কামরায় ঢুকতে দেব কিনা ভাবছি। ওদেরকে ভাড়া করা হয়েছে শুধু পানি ঘোলা করার জন্যে।'

'আমি নিশ্চিত, মিস্টার হেরকুল তাঁর সময় মত ঠিকই কমিটির সামনে আসবেন,' বললেন পজিট্রন। 'দেখো, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগবে তোমার। অত্যন্ত বিবেচক একজন মানুষ তিনি।'

কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল লরেলি। 'পজিট্রন, তোমার বিবেচক লোকটি সেদিন আমার ডিনারে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। তাকে আমার স্রেফ একটা বিষাক্ত ও ঘৃণ্য পোকা বলে মনে হয়েছে।'

'হেরকুলের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে? পজিট্রনকে বিস্মিত দেখাল।

'তদন্ত বন্ধ না করলে সে আমাকে খুন করবে বলে হুমকি দিয়েছে।'

'এ আমি কি করে বিশ্বাস করি!'

'বিশ্বাস করো, পজিট্রন,' জোর দিয়ে বলল লরেলি। 'আর শোনো, ফ্যালকনের সঙ্গে কোনভাবে জড়িয়ো না। এরই মধ্যে যদি জড়িয়ে গিয়ে থাকো, ছিঁড়ে সরিয়ে আনো নিজেকে। তোমাকে আমি একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, ফ্যালকন আর হেরকুলকে ডোবানো হবে। হেরকুলকে আমরা ইলেকট্রিক চেয়ারে বসাব।' পজিট্রন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কঠিন সুরে লরেলি বলল, 'কিছু বলতে এসো না, পজিট্রন, তোমার জন্যে সেটাই ভাল হবে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল, ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে খট্ খট্ শব্দ তুলে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং লেভেলে এসে নিজের গাড়িতে উঠল লরেলি। পাশের জানালার কাঁচটা নামাল সে, শান্ত হবার জন্যে চুপচাপ বসে এক মিনিট সময় দিচ্ছে নিজেকে। এই সময় ছায়া থেকে গাড়ির দিকে একটা নারীমূর্তিকে এগিয়ে

আসতে দেখল সে। 'কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলি। এভাবে বিরক্ত করায় সত্যি আমি খুব দুঃখিত, কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরী।'

'কে আপনি?'

'আমার নাম ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। আমি আলাস্কান অয়েল কোম্পানির চেয়ারপারসন।'

ডেইলিয়ার পোশাক-পরিচ্ছদ খুঁটিয়ে দেখল লরেলি, শুধু ডেনিম স্ল্যাকস আর হালকা নীল সুতি সোয়েটার পরে আছে। চোখ দুটোয় আন্তরিকতা দেখতে পেল লরেলি। 'সঙ্গে আইডি আছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আছে।'

কার্ড দেখে দরজা খুলে দিল লরেলি। ডেইলিয়া বসার পর দ্রুত গাড়ি ছেড়ে দিল সে। 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

'আপনি ফ্যালকন এমপায়ারকে নিয়ে তদন্ত চালাচ্ছেন, তাই আপনাকেই আমার দরকার,' বললেন ডেইলিয়া। 'সব কথা জানাবার আগে প্রথমেই বলে নিই, এই মুহূর্ত থেকে আমার জীবন চরম বিপদের মধ্যে পড়ে গেল। ব্যবসা ও সম্পত্তি, সবই হয়তো হারাতে হবে আমাকে। কিন্তু তারপরও স্বেচ্ছায় আমি লীফ হেরকুলের ভয়ংকর সব প্ল্যান ফাঁস করে দিতে চাই।'

লরেলির শরীরে অ্যাড্রেনালিন পাম্প হচ্ছে। 'আপনি দুর্দান্ত সাহসী। কিন্তু আপনি কি তার ক্রিমিনাল অ্যাকটিভিটি সম্পর্কে কিছু জানেন?'

'জানি পাঁচ বছর ধরে, তার নেতৃত্বে গঠিত কার্টেলে যোগ দেয়ার পর থেকেই।'

'কার্টেল?' লরেলি উপলব্ধি করল দৈবক্রমে ফ্যালকন আর হেরকুলের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণের একটা ভাণ্ডার পেয়ে গেছে সে।

'হ্যাঁ, কার্টেল। হেরকুল কয়েকটা কোম্পানিকে এক করে দেশের সমস্ত তেল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়ার প্ল্যান করেছে।'

'ওহ্, গড!' লরেলি একটা ধাক্কা খেলো। 'কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব?'

'ঘুষ দিয়ে তেল থাকা সত্ত্বেও এক্সপার্টদের দিয়ে বলিয়ে নেয়া হচ্ছে তেল নেই, এরকম কয়েকশো তেল কূপ লীজ নেয়া হয়েছে। পাইপ বসানো হয়েছে মাটির তলা দিয়ে...'

'এ-সব কি বলছেন আপনি!' লরেলির মাথা ঘুরছে।

'হেরকুলকে আপনি চেনেন না, তাই অবাক হচ্ছেন। সে একজন মাস মার্ডারার...'

'একেবারে চিনি না, তা ঠিক নয়। ওয়াটার লিলি আর এমারেল্ড মার্লিনকে ডুবিয়েছে লোকটা।'

এবার ডেইলিয়াকে বিস্মিত দেখাল। 'এ-সব তার কাণ্ড, আপনি জানেন?'

'আপনি যখন নিজের প্রাণ ও ব্যবসার ওপর ঝুঁকি নিয়ে এত কথা বলছেন, আমারও আপনাকে সব বলা দরকার। নুমার সাহায্য নিয়ে এফবিআই তদন্ত চালিয়ে প্রমাণ পেয়েছে ওই ঘটনা দুটো অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। ঘটনাগুলো ঘটানো হয় বিজ্ঞানী ডক্টর সিরাজুল ইসলামের আবিষ্কার করা ম্যাগনিটোহাইড্রোডাইনামিক

এঞ্জিনের দুর্নাম রটাবার জন্যে। হেরকুল অনেক কারণেই এই এঞ্জিন অন্য কাউকে তৈরি করতে দিতে চাইছে না। একটা হলো, ডক্টর ইসলাম এই এঞ্জিনের জন্যে একটা বৈপ্লবিক সুপার অয়েল ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন, ফলে প্রায় কোন ফ্রিকশান ছাড়াই এঞ্জিন স্টার্ট নেয় ও সচল থাকতে পারে। এই এঞ্জিন ও তেল বাজারে সহজলভ্য হলে প্রচলিত তেলখনি আর রিফাইনারিগুলো সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

'সরকারী ইনভেস্টিগেটররা এত কিছু জানেন!' ডেইলিয়া বিস্মিত।

'হ্যাঁ, আমরা সবই জানি। আমরা জানি, এটা এখন হেরকুল না জানলেই হয়।'

হাত দিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করলেন ডেইলিয়া। 'সে জানে, মিস লরেলি।'

লরেলির চোখে সন্দেহ। 'কিভাবে জানবে? অত্যন্ত গোপনীয়তার মধ্যে ইনভেস্টিগেশন চালানো হয়েছে।'

'হাতে রাখলে লাভ হবে, ওয়াশিংটনের এমন প্রতিটি লোককে কেনার জন্যে পাঁচ বিলিয়নেরও বেশি ডলার ব্যয় করেছে হেরকুল। একশোরও বেশি সিনেটর আর কংগ্রেসম্যান তার পকেটে, সঙ্গে আরও আছে সরকারী প্রতিটি দফতরের কর্মকর্তারা।'

লরেলি হতবাক হয়ে বসে থাকল। গাড়ি নিয়ে বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরছে শুধু, কোথাও পৌঁছাতে চাইছে না। 'আপনি তাদের নাম বলতে পারবেন?'

হাতব্যাগ খুলে একটা কমপিউটর ডিস্ক বের করে লরেলির কোলের ওপর ফেললেন ডেইলিয়া। 'সব এটার মধ্যে পাবেন। দুশো এগারোটা নাম। কে কত টাকা করে পেয়েছে, তা বলতে পারব না। চেরি অ্যান সীল করা একটা ফাইল পাঠিয়েছিল আমার কাছে ভুল করে...'

'চেরি অ্যান?'

'কার্টেলের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। সব কপি করার পর সীলটা আবার নতুন করে লাগিয়ে ফাইলটা ফেরত পাঠাই আমি। সে জানত না যে কার্টেল থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ খুঁজছিলাম আমি, তাই কিছু সন্দেহ করেনি।'

'আপনি দু'একজনের নাম বলতে পারেন।'

'দু'দলের রাজনীতিকরাই আছেন। হোয়াইট হাউসের তিনজন কর্মকর্তা।'

'কার্লো পজিট্রন?'

মাথা ঝাঁকালেন ডেইলিয়া। 'তালিকায় আছেন তিনি।'

'প্রেসিডেন্ট?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা নাড়লেন ডেইলিয়া। 'আমি যতদূর জানি, হেরকুলের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব নেই। আপনাদের প্রেসিডেন্ট পারফেক্ট নন, তবে তিনি ভালই বোঝেন যে হেরকুল একটা পচা ফল, কাছাকাছি হলে তাঁর গায়েও পচন ধরবে।'

একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে ডিনার খেলো ওরা। তারপর ডেইলিয়াকে নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে চলে এল লরেলি, সরকারী কাজে ওয়াশিংটনে এলে এখানেই

থাকে সে। ড্রয়িং রুমে বসে রাত তিনটে পর্যন্ত কথা বলল ওরা। চট্টগ্রাম বন্দরে সুপারট্যাংকার পাঠাবে হেরকুল, সেই ট্যাংকার বিস্ফোরিত হয়ে তেল ছড়াবে উপকূলে, একইসঙ্গে আগুনের স্রোত হয়ে আঘাত করবে বন্দরে–এ-সব শুনে শিউরে উঠল লরেলি। কমপিউটরে ডিস্কটা ঢুকিয়ে সমস্ত তথ্যের প্রিন্ট-আউট বের করল সে। কাগজের স্তূপ একটা মোটা বইয়ের আকৃতি নিল। এরপর দু'জন মিলে ডিস্কটা ওরা লুকিয়ে রেখে এল বাথ রুমে, সিলিঙের পাশে গোপন একটা খোপে–কেউ বলে না দিলে বোঝার উপায় নেই ওখানে একটা খোপ আছে।

বেড রুমে ফিরে এসে ডেইলিয়াকে লরেলি বলল, 'আজ রাতটাই শুধু আপনি আমার সঙ্গে থাকলেন। লুকিয়ে থাকার জন্যে নিরাপদ একটা জায়গা কাল থেকে দরকার হবে আপনার। কারণ যখনই হেরকুল টের পাবে যে আপনি বাঁশিতে ফুঁ দিতে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে চুপ করাবার সিদ্ধান্ত নেবে সে।'

'চুপ–হত্যার ভাল একটা প্রতিশব্দ।'

'মেয়ে বলে ওরা আপনাকে রেহাই দেবে না,' বলল লরেলি। 'ডক্টর ইসলামের মেয়ে তৃষাকে ওরা ছাড়েনি। অয়েল ফর্মুলার জন্যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে তার ওপর।'

'মেয়েটা, তৃষা, হেরে গেল? ফর্মুলাটা বলে দিল ওদের?'

'না। হেরকুলের কোবরারা কিছুই ওর কাছ থেকে আদায় করতে পারেনি, তার আগেই ওকে উদ্ধার করা হয়।'

'সম্ভব হলে এই মেয়েটার সঙ্গে আমি পরিচিত হতে চাই।'

'ও আপাতত আমার বাড়িতেই আছে, কিন্তু সেদিন ডিনারে হেরকুল আমাদেরকে একসঙ্গে দেখার পর আমার বাড়িও এখন আর ওর জন্যে নিরাপদ বলে মনে করছি না। ওকেও কোথাও সরিয়ে ফেলতে হবে।'

'আমি শুধু একটা ওভারনাইট ব্যাগ নিয়ে এসেছি। কিছু কসমেটিক্স, জুয়েলারি আর একজোড়া অতিরিক্ত আন্ডারঅয়্যার ছাড়া আর কিছু নেই।'

ডেইলিয়ার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলাল লরেলি। 'আমাদের একই সাইজ। ওয়ার্ড্রোব খুলে যা খুশি ব্যবহার করতে পারেন আপনি।'

'এই নোংরা ঝামেলা শেষ হলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না।'

'তার আগে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা আর কংগ্রেশন্যাল ইনভেস্টিগেটিং কামিটির সামনে সাক্ষী দিতে হবে আপনাকে, পারবেন তো?'

'পারব জানি বলেই তো আপনার কাছে আমার আসা।'

ডেইলিয়ার কাঁধটা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল লরেলি। 'কথাটা আমি আবার বলব। আপনি সত্যি দুর্দান্ত সাহসী।'

'অ্যামবিশনের চেয়ে শুভ বুদ্ধিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, এরকম ঘটনা খুব কম ঘটেছে আমার জীবনে,' ধীরে ধীরে বললেন ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। 'এটা তার মধ্যে একটা।'

'আমি আপনার সৎ সাহসের প্রশংসা করি,' আন্তরিক সুরে বলল লরেলি।

'কাল থেকে আপনি আমাকে কোথায় লুকিয়ে রাখবেন?'

'সরকারের এত লোক যখন হেরকুলের পকেটে ঢুকে গেছে, কোন সরকারী সেফ হাউস আপনার জন্যে নিরাপদ হবে বলে মনে করি না।' হঠাৎ লরেলিকে আপন মনে হাসতে দেখা গেল। 'আমার এক বন্ধু আছে, একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর, তিনি আপনাকে তাঁর একটা সেফ হাউসে অনায়াসে লুকিয়ে রাখতে পারবেন।'

'আপনার এই বন্ধুকে বিশ্বাস করা যায় তো?'

এবার সশব্দে হেসে উঠল লরেলি। 'ভাই, গ্রীক দার্শনিক ডায়োজেনেস আজও যদি একজন সৎ মানুষের খোঁজে ঘুরে বেড়াতেন, সম্ভবত মাসুদ রানার দরজায় এসে শেষ হত তাঁর অভিযান।'

এগারো

তৃষাকে রানা এজেন্সির একটা সেফ হাউসে পৌঁছে দিয়ে মুরল্যান্ডকে নিয়ে নুমা হেডকোয়ার্টারে চলে এল রানা। ডেকে পাঠিয়েছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, কিন্তু এলিভেটরে ঢোকার মুখে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল নুমার কমপিউটর জাদুকর নিগ্রো ল্যারি কিং। প্রচণ্ড উত্তেজনায় অস্থির দেখাল তাকে। দ্রুত হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বলল, 'ঠিক সময় মত এসেছ, রানা। পরবর্তী জাদুটা এখনই ঘটবে।' রানা ও মুরল্যান্ডকে একরকম ধাক্কা দিয়ে এলিভেটরে তুলল সে।

'জাদু?'

আবার হাতঘড়ি দেখল কিং। 'কোন কথা নয়। আমার কমপিউটর রুমে চলো, সব নিজেদের চোখেই দেখতে পাবে।'

'অন্তত একটা ধারণা দাও,' বলল মুরল্যান্ড। 'তুমি এত উত্তেজিত হয়ে আছ কেন?'

হাতঘড়ি দেখল কিং। জবাব দিল না।

রানা ও মুরল্যান্ড নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করল।

এলিভেটর থেকে নেমে ওদেরকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ঢুকল ল্যারি কিং। ওদেরকে বসতে বলে নিজেও একটা কমপিউটরের সামনে বসল। দ্রুত কয়েকটা বোতামে চাপ দিল সে। দু'গজ দূরে একটা কনসোল রয়েছে, তার ঠিক সামনে একটা চেম্বারের ভেতর আবির্ভূত হলো থ্রী ডাইমেনশনাল আকৃতি নিয়ে আকর্ষণীয়া এক রমণী। কিং তার নাম দিয়েছে ভীনাস, সে পরে আছে ওয়ান-পীস বেইদিং সুট।

'আমাকে ডেকেছ,' বলল ভীনাস।

'হ্যাঁ, কিন্তু এখুনি তোমার সঙ্গে কোন আলাপ নেই আমার,' বলল কিং, রানা ও মুরল্যান্ডের দিকে তাকাবার আগে আরেকবার হাতঘড়ি দেখল। 'আর দু'মিনিট পর,' বলে একটা দেরাজ খুলে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেদার কেসটা বের করল।

'দু'মিনিট পর কি?'

'প্রতি আটচল্লিশ ঘণ্টা পর পর, দুপুর ঠিক একটা পনেরো মিনিটে, এই কেসটা জাদুর কেস হয়ে ওঠে।'

'ওটা তেলে ভরে যায়,' ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে বলল রানা।

'একদম কারেক্ট।' কেসটা খুলে একজন জাদুকরের ভঙ্গিতে সেটার ওপর হাতটাকে বারকয়েক ঢেউ-এর আকৃতিতে খেলালো কিং, ওদের দেখতে দিল কেসটা সত্যি খালি কিনা, তারপর ঢাকনি বন্ধ করে ল্যাচগুলো লাগিয়ে দিল। 'এবার অপেক্ষার পালা,' বলে হাতঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটায় চোখ রেখে বসে থাকল। নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হতে মুখ তুলল সে, বলল, 'পুরানো সেই প্রচলিত উক্তি উল্টো করে বলছি আমি: এই নেই, এই আছে।' অত্যন্ত সাবধানে ল্যাচগুলো খুলল সে, তারপর ঢাকনিটা তুলল। ওপরের কিনারা থেকে এক ইঞ্চি বাদ দিয়ে কেসটা তেলে ভরে উঠেছে।

'আমি জানি এটা তোমার কোন চালাকি নয়,' বলল রানা, 'কারণ রিসার্চ শিপ দী রবিনে তৃষা আমাকে কেসটা দেয়ার পর থেকে ববি আর আমার বেলায়ও এই ঘটনা ঘটেছে।'

'না, আমাদের নয়,' বলল কিং। 'কিন্তু কারও না কারও চালাকি তো বটেই। আমি এর কোন সমাধানই খুঁজে পাচ্ছি না। তেলটা আসছে কিভাবে?'

'এটা কোন চালাকিও নয়, এর মধ্যে দৃষ্টিভ্রমের কোন ব্যাপারও নেই,' বলল রানা। 'আমরা সত্য এবং বাস্তব একটা ঘটনাই চাক্ষুষ করছি।' তেলের ভেতর একটা আঙুল ডোবাল ও; দু'আঙুলে ঘষে পরীক্ষা করল। 'আমি দেখতে পাচ্ছি বলে জানি আমার আঙুলে তেল রয়েছে, তা না হলে কোন স্পর্শ পাচ্ছি না। আমার ধারণা, এটাই ডক্টর সিরাজুল ইসলামের সুপার অয়েল।'

'বিলিয়ন ডলার প্রশ্ন হলো: তেলটা আসছে কোত্থেকে?'

'ভীনাসকে তুমি এ বিষয়ে কিছু জানিয়েছ?' জিজ্ঞেস করল রানা, ডেস্কের উল্টোদিকে চেম্বারের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকা হলোগ্রাফিক ফিগার-এর দিকে তাকাল একবার।

'দুঃখিত, রানা,' ভীনাসের কণ্ঠ মিষ্টি। 'তোমার মত আমিও অথৈ সাগরে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। তবে মাথায় কিছু আইডিয়া আছে, কিং আজ রাতে বাড়ি ফেরার আগে আমার সুইচ অফ না করলে সেগুলো নেড়েচেড়ে দেখতাম কোন সমাধান পাই কিনা।'

'সুইচ আমি অফ করব না, তবে তোমাকেও কথা দিতে হবে যে কোন অবস্থাতেই কনফিডেনশিয়াল বা প্রাইভেট সাইটে ঢুকবে না তুমি।'

'কথা দিলাম লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকার চেষ্টা করব,' শব্দগুলো ঠিক আছে, কিন্তু পরিবেশন করা হলো ষড়যন্ত্র পাকানোর সুরে।

ব্যাপারটাকে কিং হালকাভাবে নিতে রাজি নয়। ভীনাস তাকে এর আগে বিপদে ফেলেছে, নিষিদ্ধ সাইটে শুধু শুধু ঢুঁ মেরে। সুইচ টিপে ভীনাসকে গায়েব করে দিল সে। তার কাণ্ড দেখে হেসে উঠল রানা।

মুরল্যান্ডকে নিয়ে নুমা চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের চেম্বারে ঢুকে একটু

থমকাল রানা। লরেলিকে দেখল, অচেনা এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে নিচু গলায় আলাপ করছে। ডেস্কের পিছনে বসে আছেন অ্যাডমিরাল, চেয়ারের কিনারায় সরে এসে দীর্ঘদেহী এক ভদ্রলোককে কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছেন। রানা ও মুরল্যান্ডকে দেখে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিতে খালি দুটো চেয়ার দেখালেন, তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন। 'ইনি পল ট্রাউট, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট। ট্রাউট, ও মাসুদ রানা, নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর। আর মুরল্যান্ডকে তো তুমি চেনোই।' রানা ও পল ট্রাউট হ্যান্ডশেক করল। অ্যাডমিরাল এরপর লরেলির পাশে বসা ভদ্রমহিলার দিকে তাকালেন। 'ইনি ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া, কানাডার সবচেয়ে বড় তেল কোম্পানি আলাস্কান অয়েল-এর মালিক। মিস ডেইলিয়া, ও মাসুদ রানা।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ডেইলিয়া। 'আপনার সম্পর্কে অনেক কথা মিস লরেলির মুখে শুনলাম, পরিচিত হতে পেরে সত্যিই গর্ব অনুভব করছি...'

'ওকে নিয়ে কেউ গর্ব করুক, এটা একদমই চায় না ও,' নিজের হাতটা ডেইলিয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল মুরল্যান্ড। 'লরেলি আমার সম্পর্কে কিছু যদি বলে না থাকে, সময় দিলে আমি নিজেই সব শোনাব আপনাকে–শুধু গর্ব না, আপনি আমাকে নিয়ে অহংকার করলেও তাতে আমার কোন আপত্তি থাকবে না।'

সবাই হেসে উঠল, শুধু অ্যাডমিরাল বাদে। 'আমরা অত্যন্ত বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি,' গম্ভীর সুরে বললেন তিনি। 'এবং সময়ের এত অভাব যে ভূমিকা বাদ দিতে হচ্ছে। প্রথমে আমরা মিস ডেইলিয়ার কি বলবার আছে শুনব। প্লীজ, মিস ডেইলিয়া।'

পরবর্তী দু'ঘণ্টা ধরে মার্কিন তেল নিয়ে হেরকুলের ভয়ংকর সব ষড়যন্ত্রের বিশদ বর্ণনা দিলেন ডেইলিয়া।

তিনি থামতে চেম্বারের ভেতর গভীর নিস্তব্ধতা নেমে এল, সেটা ভাঙলেন জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের পল ট্রাউট। 'আপনি নিশ্চিত, এতক্ষণ যা বললেন সত্যি?'

'প্রতিটি শব্দ,' দৃঢ়কণ্ঠে জানালেন ডেইলিয়া।

ট্রাউট অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন। 'দেরি না করে সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের সব কথা জানানো দরকার। প্রেসিডেন্টকে, কংগ্রেস লীডারদের, আমার বসকে...'

মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'কাউকে জানাবার কথা ভুলে যাও, পল।' তার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন–হেরকুল যাদেরকে ঘুষ দিয়ে কিনে রেখেছে তাদের নামের তালিকা। 'এটা হলো কারণ। এই কারণে গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। এই কাগজে যাদের নাম দেখছ তারা সবাই টাকা খেয়ে হেরকুলের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে।'

'অসম্ভব,' বললেন ট্রাউট, তালিকায় চোখ বুলাবার সময় চোখ জোড়া অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে উঠল। 'সরকারী আর বেসরকারী কয়েক হাজার উকিলের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে মামলার নামে যুদ্ধ চলবে...'

'তাতেও কোন লাভ হবে না,' বললেন ডেইলিয়া। 'যে বিদেশী কোম্পানি ঘুষ দিয়েছে, তার মালিক অন্য কোম্পানি। সেই অন্য কোম্পানির মালিক ফ্যালকন।

টাকা যারা নিয়েছে তারাও নিজেদের বিদেশী অ্যাকাউন্টে নিয়েছে। জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট কোনদিনই এ-সব অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবে না।'

'জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট যদি কিছু না-ই করতে পারবে তাহলে আমাকে ডেকে এ-সব জানাবার তাৎপর্য কি? তাছাড়া, এত থাকতে আমাকেই বা কেন ডাকা হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন পল ট্রাউট, পদ মর্যাদায় জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের তিন নম্বরে আছেন।

'এর উত্তর পানির মত সহজ–তালিকায় তোমার নাম নেই,' বললেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। 'কিন্তু তোমার বসদের নাম রয়েছে। আমি তোমার বউ আর তোমাকে বহু বছর ধরে চিনি, জানি তুমি একজন সম্মানী মানুষ, টাকার লোভে কারও কাছে বিক্রি হবে না।'

'নিশ্চয় আপনাকেও প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল,' বলল লরেলি।

সিলিঙের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন ট্রাউট। 'বছর দুই আগে। আমি আমার ককার স্প্যানিয়ালকে নিয়ে বাড়ির কাছে হাঁটছি, এই সময় অচেনা এক মহিলা–হ্যাঁ, মহিলাই–আমার পাশে এসে এক সঙ্গে হাঁটতে লাগল, কথা বলল কেটে পড়ে।'

ডেইলিয়া হাসলেন। 'ছাই ও সোনালি রঙের চুল, নীল চোখ, কমবেশি পাঁচ ফুট নয়, একশো ত্রিশ পাউন্ড। অত্যন্ত আকর্ষণীয়া।'

'আপনার বর্ণনা হুবহু মিলে গেল।'

'ওর নাম চেরি অ্যান। হেরকুলের চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।'

'সে তোমাকে সরাসরি টাকা সাধল?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

'না, ওরকম কুৎসিত কিছু নয়,' জবাব দিলেন ট্রাউট। 'যতদূর মনে পড়ছে, মহিলা আভাস-ইঙ্গিতে কথা বলছিল। লটারিতে বিরাট অঙ্কের টাকা পেলে কি করব আমি? চাকরিতে আমি সন্তুষ্ট কিনা, যে মেধা ও শ্রম দিচ্ছি তার বিনিময়ে যা পাচ্ছি তা যথেষ্ট কি? ওয়াশিংটন ছাড়া অন্য কোথাও থাকার সুযোগ পেলে, জায়গাটা কোথায় হবে? বোঝা গেল, পরীক্ষায় আমি ফেল মেরেছি। রাস্তার মোড়ে আমাকে ছেড়ে বিদায় নিল সে–কোত্থেকে একটা গাড়ি এসে থামল, সেটায় উঠে চলে গেল। তারপর জীবনে কখনও আর দেখিনি তাকে।'

'যাই হোক, নির্ভর করা যায় এমন লোক একমাত্র তোমাকে পেয়েছি আমরা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তুমি যদি সাহায্য করো...'

'কিভাবে সাহায্য করব?' ভুরু নাচালেন ট্রাউট। 'অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে গিয়ে বলব ঘুষ খাওয়ার অপরাধে আপনাকে আমি গ্রেফতার করছি? এ কি সম্ভব?'

'এ ধরনের কিছু করলে হেরকুলের কোবরারা বারো ঘণ্টার মধ্যে রাস্তায় আপনার লাশ ফেলে দেবে,' বলল লরেলি।

'এই নাও আরেকটা তালিকা,' ট্রাউটের দিকে আরও একটা কাগজ বাড়িয়ে দিলেন নুমা চীফ। 'এতে আছে জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের সৎ অফিসারদের নাম, অনেক গবেষণা করে তৈরি করা হয়েছে। পল, এদের সাহায্য নিয়ে হেরকুলের বিরুদ্ধে এয়ারটাইট একটা কেস দাঁড় করাতে হবে তোমাকে। এরা এমন সব মানুষ, কারও হুমকিতে টলবার পাত্র নন।'

'এদিক থেকে আমি, কংগ্রেশন্যাল কমিটির তরফ থেকে, সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করব,' প্রতিশ্রুতি দিল লরেলি।

পল ট্রাউট চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন। 'আমাকে এখন থেকেই কাজ শুরু করতে হবে। আমার ওপর আস্থা রাখার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল। বিদায়, জেন্টেলমেন।'

পল ট্রাউট চলে যাবার পর রিভলভিং চেয়ারে নড়েচড়ে বসে সরাসরি রানার দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার আর মুরল্যান্ডের জন্যে এয়ারপোর্টে নুমার একটা জেট প্লেন অপেক্ষা করছে, রানা। ওই জেট ব্যাংকক ইউ.এস.এয়ারফোর্স বেসে পৌঁছে দেবে তোমাদের। ওখানে নুমার একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে, তোমাদেরকে নামিয়ে দেবে বঙ্গোপসাগরে।'

'বঙ্গোপসাগরের কোথায়?'

'কেন, তোমরা জানো না? সী রবিন তো এখনও বঙ্গোসাগরের সেই জায়গাতেই তেল খনির উৎসমুখ খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওখানেই ফিরে যাচ্ছ তোমরা। ওখানে পুরানো ও ছোট একটা সাবমেরিনও পৌঁছাচ্ছে, তাতে তোমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যাবে। ওটার নাম বেইবি বাব্‌ল্।'

'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল,' বলল রানা। 'তেলখনি পরে খুঁজে পেলেও চলবে, প্রথমে আমি আমাদের সমুদ্র বন্দরটাকে রক্ষা করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখব। টেলিফোনে আপনিই না বললেন হেরকুল 'ব্রাইট ব্লু' নামে একটা সুপারট্যাংকার পাঠাচ্ছে চট্টগ্রামে? প্রচুর জ্বালানি তেল আর বিস্ফোরক আছে ওটায়?'

অ্যাডমিরাল বললেন, 'ওই বিপদটা ছোটখাট কোন ব্যাপার নয়, রানা, প্রায় একটা যুদ্ধের মত। তোমার বসের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। উনিই বললেন, আমিও তাঁকে সমর্থন করলাম–কাজটা বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর, তারাই চট্টগ্রাম বন্দরকে রক্ষা করবে।'

স্বভাবতই রানার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছে ওকে। তবে যেহেতু বিসিআই চীফ রাহাত খানের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, এ নিয়ে কোন তর্কও চলে না। 'সেক্ষেত্রে মুরল্যান্ড যেতে চায় যাক, সে বিজ্ঞানী মানুষ, কিন্তু বঙ্গোপসাগরে আমার কাজ কি? আমার বরং এখানে থাকা উচিত, ওয়াশিংটনে, তা না হলে হেরকুলের বুকে পা রাখবে কে?' শব্দ চয়নের ধরন দেখেই বোঝা গেল রানার মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে।

নুমা চীফ মাথা নাড়লেন। 'তোমার বস্ বাংলাদেশের নৌ-বাহিনীকে সতর্ক করে দিলেও, চাইছেন তুমিও যেন কাছে পিঠে কোথাও থাকো। তুমি তো জানোই, সী রবিনে টেলি-কনফারেন্স অনুষ্ঠানের ফ্যাসিলিটিজ আছে, যখন খুশি মনিটরে আমাদের তিনজনকে লাইভ পাবে তুমি–লরেলি, তোমার বস্ ও আমাকে।'

বসের ওপর রানার অভিমান একটু কমল, তবে চেহারা সেই আগের মতই নির্লিপ্ত। 'বস্ কিছু বলেছেন, কেন আমার চট্টগ্রামের কাছাকাছি থাকা দরকার?'

'আমার বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার পিতার মত, আমার চেয়ে তুমিই তাঁকে বেশি চেনো,' হাসি চেপে বললেন অ্যাডমিরাল। 'সব কথা কি খুলে বলেন কখনও?'

রানা কথা না বলে চুপ করে থাকল।

মুরল্যান্ড বলল, 'জেনারেল রাহাত খান কি জানেন এই মুহূর্তে সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লু কোথায় রয়েছে?'

ডেস্ক থেকে রিমোট তুলে নিয়ে কমপিউটর অন করলেন অ্যাডমিরাল। মনিটরে একটা মানচিত্র ফুটে উঠল, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের উপকূল রেখা চিনতে পারল ওরা। করাচি বন্দরের কাছে একটা বিন্দু ঘন ঘন জ্বলছে-নিভছে, ওটাই সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লু। 'এখনও কমবেশি দু'হাজার সাতশো মাইল দূরে ওটা।'

'হাতে এখনও পাঁচ দিন সময় আছে,' বলল রানা।

'আমি আর রানা মাঝসাগরে ওটায় উঠতে চেষ্টা করলে সমস্যা কি?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'নুমার হেলিকপ্টার আর জাহাজ কাছেপিঠে পাহারায় থাকলে?'

'সমস্যা হলো, আন্তর্জাতিক জলসীমায় তুমি ইচ্ছে করলেই কোন জাহাজে চড়তে পারো না। জাহাজটার মালিক কুয়েতের একজন আমীর, কোম্পানির নাম আল আমিন শিপিং লাইন,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ওটা বাংলাদেশের জন্যে ক্রুড অয়েল নিয়ে চিটাগং পোর্টে পৌঁছাবে। ওই ট্যাংকার কখন কিভাবে দখল করবে হেরকুলের মার্সেনারিরা, কি পরিমাণ বিস্ফোরক তোলা হয়েছে বা হবে, এ-সব কিছুই আমাদের জানা নেই। সাগরে থাকতেই ওটার ওপর চড়া হবে, তবে আন্তর্জাতিক জলসীমায় নয়, বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করার পর। প্ল্যানের খুঁটিনাটি সব জানতে পারবে সী রবিনে পৌঁছে তোমার বসের সঙ্গে কথা বললে।'

'আই সারেন্ডার,' হাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল মুরল্যান্ড। 'হেরকুলকে কেড়ে নিয়েছে লরেলি, জাভালাকে ছিনিয়ে নিলেন মিস্টার রাহাত খান। আমরা চলে যাচ্ছি সী রবিন থেকে বঙ্গোপসাগরে ডুব দিতে, ফলে কৃপাকে নিয়ে আমরা জলদস্যুদের লুকানো ট্রেজার খুঁজতেও যেতে পারছি না। লাইফ ইজ সো ডাল।'

'এই ট্রেজারের ব্যাপারটা আসলে কি?' জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল।

গোটা ব্যাপারটা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করল মুরল্যান্ড। সব শুনে অ্যাডমিরাল রানাকে বললেন, 'অবশ্যই তোমরা ওই ট্রেজার খুঁজে বের করবে, তবে তা এখন নয়–হেরকুল আর তার সাম্রাজ্যের পতন ঘটার পর। কারণটা নিশ্চয়ই তোমাকে খুলে বলতে হবে না?'

'ওই ট্রেজার যেখানে আছে সেখানেই পাওয়া যাবে ডক্টর সিরাজুল ইসলামের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলোর ফর্মুলা। আমাদের ট্রেইল ধরে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসা হেরকুল সেখানে পৌঁছাতে পারবে না।'

'রাইট।' মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'হাতে সময় খুব বেশি নেই। আমি চাই তোমরা এখুনি রওনা হয়ে যাও।'

রানা ও মুরল্যান্ড চেয়ার ছাড়ছে, লরেলি বলল, 'রানা, আমার একটা অনুরোধ।'

'হ্যাঁ, বলো।' রানা একটু বিস্মিত।

'আমি রানা এজেন্সির যে-কোন একটা সেফ হাউসে মিস ডেইলিয়াকে দিন

কয়েক রাখতে চাই। সম্ভব?'

'কেন সম্ভব নয়!' এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'তবে তৃষাকে যেখানে রেখে এলাম সেখানে এত তাড়াতাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না। মিস ডেইলিয়া, চলুন, আপনাকে আমাদের অন্য একটা সেফ হাউসে পৌঁছে দিই।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল ও। 'তুমি অন্য একটা গাড়ি নিয়ে ফলো করবে আমাদের। পিছনে কেউ লাগলে সেল ফোনে জানাবে। ওকে?'

'ওকে।'

ওয়াশিংটনে ফ্যালকন-এর অফিস বিশাল এক ম্যানশান-এ, উনিশশো দশ সালে এক ধনী সিনেটরের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল। বেথেসডা-র এক প্রান্তে, লতা গাছ ঢাকা ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা দশ একর জায়গার ভেতর সুরম্য একটা বসতবাটি, সেটাকেই অফিসে পরিণত করা হয়েছে। চারটে ফ্লোরের বিলাসবহুল ওই স্যুইটগুলোয় করপরেট অ্যাটর্নি, পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট, হাইলেভেল লবিইস্ট এবং প্রভাবশালী সাবেক সিনেটর ও কংগ্রেসম্যানরা বসে, তাদের সবার একটাই উদ্দেশ্য মার্কিন সরকারকে যতটা পারা যায় হেরকুলের মুঠোর ভেতর নিয়ে আসা।

রাত গভীর, একটা বাজে, ইলেকট্রিক ঠিকাদার কোম্পানির ছাপ মারা ভ্যানটা গেটে এসে থামল। কিছু ফিসফাস হলো, খুলে গেল গেট, ভেতরে ঢুকল ভ্যান। সিকিউরিটি খুব কড়া। গেটে রাইফেল ও পিস্তল নিয়ে দু'জন গার্ড রয়েছে, আরও দু'জন শিকারি কুকুর নিয়ে গোটা বাড়ির চারধারে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ভ্যান থামল ফ্রন্ট ডোর-এর সামনে, গাড়ি-বারান্দায় দীর্ঘদেহী এক কালো লোক ধাপ বেয়ে উঠছে, দু'হাতে ধরা ফ্লুরোসেন্ট লাইট টিউব-এর একটা বাক্স। গার্ড রিসেপশন ডেস্কে থেমে খাতায় সই করতে হলো তাকে, তারপর এলিভেটরে চড়ে উঠে এল পাঁচতলায়। এলিভেটর থেকে নামল কাঠের মেঝেতে ফেলা হাতে বোনা পারসী কার্পেটে। হলওয়ের শেষ মাথার বড়সড় অফিসটায় এই মুহূর্তে কোন সেক্রেটারি নেই, ঘণ্টাখানেক হলো চলে গেছে তারা। তাদের টেবিল দুটোকে পাশ কাটিয়ে খোলা দরজা দিয়ে মূল অফিস চেম্বারে ঢুকল সে।

প্রকাণ্ড লেদার এক্সিকিউটিভ চেয়ারে প্রায় ডুবে রয়েছে লীফ গডফ্রে হেরকুল, বাংলাদেশে গ্যাসপ্রাপ্তির ওপর জিওলজিস্টদের তৈরি একটা বিশেষ রিপোর্ট পড়ছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে। ইলেকট্রিশিয়ান অফিসে ঢুকতেও চোখ তুলে তাকাল না। ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসল লোকটা–শিরদাঁড়া খাড়া, মাথা উঁচু। এতক্ষণে ঘাড় বাঁকিয়ে সরাসরি কাকাস জাভালার চোখে চোখ রাখল হেরকুল।

'আপনার সন্দেহ কি সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল জাভালা।

মুখে আত্মতৃপ্তির হাসি, হেরকুল বলল, 'হ্যাঁ, অসচেতন মাছ টোপ গিলেছে।'

'জানতে পারি, কে সে?'

'আলাস্কান অয়েল-এর ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া। মীটিঙে বসে যখন শুনল অয়েল স্পিল-এর ঘটনা ঘটবে, বিস্ফোরক ফাটিয়ে উড়িয়ে দেয়া হবে চট্টগ্রাম বন্দর, অমনি আঁতকে উঠল সে। তারপর নানা বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এ-সব দেখেই সন্দেহ হয় আমার।'

'তা মহিলা কি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে?'

'আমি প্রায় নিশ্চিত, বলেছে। তার প্লেন আলাস্কায় ফিরে যায়নি, গেছে ওয়াশিংটনের দিকে।'

'রাজধানীতে স্বাধীন একটা কামান বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।'

মাথা নাড়ল হেরকুল। 'তার কাছে কোন ডকুমেন্ট বা প্রমাণ নেই। শুধু তার মুখের কথা। কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। হঠাৎ সৎ সেজে দল ত্যাগ করায় আমাদের যে কত বড় উপকার করল তা সে কল্পনাও করতে পারবে না।'

'কিন্তু এই মহিলা যদি কংগ্রেশন্যাল কমিটির সামনে সাক্ষী দেয়?'

'কি করে দেবে? তাকে কেউ ইন্টারোগেট করার আগেই তুমি যদি নিজের দায়িত্ব পালন করো? ভাল কথা, আমি অ্যাক্সিডেন্ট চাই না।'

'গুম খুন?'

মাথা ঝাঁকাল হেরকুল। 'কিংবা সুইসাইড।'

'সরকার কি তাকে কোন সেফ হাউসে লুকিয়ে রেখেছে?'

'জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট থেকে আমাদের লোকজন বলছে, ডেইলিয়ার কোন হদিসই তারা বের করতে পারছে না।'

'আপনার কোন ধারণা আছে কোথায় তাকে পাওয়া যাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল হেরকুল। 'এই মুহূর্তে নেই। মনে হচ্ছে সে এখন প্রাইভেট কোন পার্টির সঙ্গে লুকিয়ে আছে।'

'তাহলে তো তাকে খুঁজে বের করা সহজ হবে না।'

'আমি ঠিকই তার খোঁজ পাইয়ে দেব তোমাকে,' দৃঢ় স্বরে বলল হেরকুল। 'তাকে চারদিকে খুঁজছে আমার প্রায় দেড়শো লোক। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যাপার। পালিয়ে সে যাবে কোথায়।'

'কমিটির সামনে সাক্ষী দেয়ার তারিখটা জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করল জাভালা। 'তাকে ডাকা হবে কবে?'

'যতদূর খবর পাচ্ছি, আগামী তিন দিন নয়।'

জাভালাকে কিছুটা শান্ত ও সন্তুষ্ট দেখাল।

'আমি ধরে নিচ্ছি অপারেশনটার জন্যে তোমার প্রস্তুতি শেষ,' বলল হেরকুল। 'কোন অপ্রত্যাশিত সমস্যা যেন দেখা না দেয়। এবার কোন ত্রুটি আমি মানব না।'

'আমিও কোন ত্রুটি বা অন্য কিছু আশা করছি না। আপনার স্কীমটা তো ব্রিলিয়ান্ট। খুঁটিনাটি সমস্ত দিকে কড়া নজর রেখে অপারেশনের প্ল্যানটা তৈরি করা হয়েছে। ব্যর্থ হবার কোন আশঙ্কা দেখছি না।'

'তোমার কোবরা ক্লাবের সদস্যরা ট্যাংকারে উঠেছে?'

'আমি ছাড়া বাকি সবাই উঠেছে। আমি জেট প্লেন নিয়ে শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের একটা এয়ারস্ট্রিপে নামব, ওখান থেকে কপ্টার নিয়ে যাব ট্যাংকারে–টার্গেট থেকে এক-দেড়শো মাইল দূরে থাকতে।' হাতঘড়ি দেখল জাভালা। 'প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার জন্যে আমাকে এখন তাহলে যেতে হয়।'

'ওদের নৌ বা সামরিক বাহিনী ট্যাংকারটাকে থামিয়ে দিতে পারবে না তো?'

জানতে চাইল হেরকুল।

'চেষ্টা করে দেখতে পারে। চোদ্দপুরুষের নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে।'

দু'জনে একযোগে দাঁড়াল ওরা। দু'পা এগিয়ে এসে জাভালার কাঁধে একটা হাত রাখল হেরকুল। 'এটাকে তুমি আমার ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বলতে পারো, কাকাস। শুধু এই এক মাসুদ রানাই সম্ভবত আমার ক্ষতি করতে পেরেছে, আমার কয়েকটা পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে, এবং মুখের সামনে আমাকে চরম অপমান করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। অনেক চিন্তা করে এই টার্গেট ঠিক করেছি আমি।'

'সত্যি কথা বলতে কি, এই টার্গেট দেয়ায় আমি খুব আশ্চর্য হয়েছি।'

'কোথায় মারলে সবচেয়ে বেশি লাগবে, এটা জানার জন্যে রীতিমত গবেষণা করতে হয়েছে আমাকে, কাকাস। গবেষণা থেকে বেরিয়ে এল এই লোক সবচেয়ে বেশি ভালবাসে নিজের দেশকে। এরপর খোঁজ নিলাম বাংলাদেশের গর্ব বলতে কি আছে, যা আবার খুব দামীও, গড়ে তুলতে যুগ যুগ সময় লেগেছে? যেটা ধ্বংস করে দিলে বহুমুখী বিপদে পড়বে দেশটা? যে দেশটাকে ভালবাসে আমার পরম শত্রু? খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার হেরকুল, আমার একটা কৌতূহল মিটল। ওদিকে যখন আগুন জ্বলবে আপনি এদিকে তখন কি করবেন?'

শব্দহীন ধারাল হাসি ফুটল হেরকুলের ঠোঁটে। 'কংগ্রেস সদস্যা মিস লরেলির কমিটিতে সাক্ষী দিতে যাব।'

'আপনার কি মনে হয়? বাংলাদেশে আপনি হামলা চালাতে যাচ্ছেন, এ-খবর সে জানে?'

'ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া জানে, কাজেই লরেলি আর রানার না জানার কথা নয়,' বলল হেরকুল, জানালা দিয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে আছে। 'তবে ওদের জন্যে একটা চমক অপেক্ষা করছে, তাই না?'

বারো

বঙ্গোপসাগরের সারফেস ঝাঁক-ঝাঁক অগুনতি ঢেউ হয়ে ছুটে চলেছে বিরতিহীন। ঢেউগুলো তেমন উঁচু নয়, চূড়ায় ফেনার সাদা মুকুট নেই, তবে মাথাগুলো সাপের ফণার মত বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। গোটা সাগরে অদ্ভুত এক নীরবতা। ঢেউগুলোকে ঠিক ছোঁয়নি, একটু ওপরে ঝুলে আছে হালকা কুয়াশা—সচল পানির শব্দকে অস্পষ্ট করে তুলছে, পশ্চিম আকাশে নিভতে শুরু করা তারাগুলোকে ঢেকে রেখেছে। পুবে চট্টগ্রাম বন্দর, ওদিকে আকাশ একটু আলোকিত দেখাচ্ছে।

ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর কাটার 'বাংলার মুখ' ফুল স্পীডে ছুটে এসে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে একশো মাইল দূরে অতিকায় সুপারট্যাংকার 'ব্রাইট ব্লু'কে ইন্টারসেপ্ট করল। বিমান বাহিনীর দুটো হেলিকপ্টার প্রকাণ্ড জাহাজটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। ওগুলোর সঙ্গে নৌ-বাহিনীর একটা

কপ্টারেও আছে, তাতে রয়েছে ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্তের সঙ্গে ত্রিশজনের একটা কমান্ডো টীম। নৌ-বাহিনীর একটা পেট্রল বোটও রয়েছে পানিতে, সুপারট্যাংকারের স্টার্ন অনুসরণ করছে। বোটে রয়েছে কমান্ডার মাহফুজ আর তার বোর্ডিং টীম, নির্দেশ পেলেই মইয়ের সঙ্গে সংযুক্ত গ্র্যাপলিং হুক ছুঁড়ে দেবে ট্যাংকারের বিশাল ডেকে।

কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী, যিনি বোর্ডিং অপারেশনের দায়িত্বে রয়েছেন, চোখের সঙ্গে আরও একটু চেপে ধরলেন তাঁর শক্তিশালী বিনকিউলার। 'হ্যাঁ, বড় কাকে বলে! এ-মাথা থেকে ও-মাথার মাঝখানে পাঁচটা ফুটবল মাঠ এঁটে যাবে, তারপরও ফাঁকা থাকবে কিছুটা।'

'ওটা আসলে আলট্রা, আলট্রা লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার,' সায় দিয়ে বললেন কাটার কমান্ডার, ক্যাপটেন মিনহাজ। নৌ-বাহিনীতে বিশ বছর ধরে কাজ করছেন সম্মানের সাথে। ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরে উদ্ধার অভিযান, অবৈধ কার্গোসহ জাহাজ আটক, চোরাচালানীদের পিছু ধাওয়া ইত্যাদি ঝুঁকিবহুল কাজে তাঁর রয়েছে এক যুগেরও বেশি অভিজ্ঞতা। 'তাও তো, সার, ওটার আশি ভাগ ডুবে আছে পানির তলায়। হিসেবে বলে, এই আকারের একটা সুপারট্যাংকার ছয় লাখ টন তেল বহন করতে পারে।'

'ওই তেল বিস্ফোরিত হবার সময় ওটার দশ মাইলের মধ্যেও কেউ থাকতে চাইবে না।'

'পোর্টের চেয়ে এখানে, এই খোলা সাগরে বিস্ফোরিত হলেই বরং ভাল।'

'স্পীড এরকম কমিয়ে আনার মানে কি? ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, বন্দরে পৌঁছে নোঙর ফেলার খুব একটা ইচ্ছে নেই ক্যাপটেনের,' শান্ত গলায় কথা বললেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। 'বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত যত আলো আছে সব জ্বেলে রেখেছে। যেন নিজের উপস্থিতি ঘোষণা করতে চাইছে।' চোখ থেকে বিনকিউলার নামালেন। 'ব্যাপারটা অদ্ভুত না?'

এখনও তাকিয়ে আছেন, ক্যাপটেন মিনহাজ দেখলেন ট্যাংকারের কুক এক বালতি আবর্জনা ফেলল সাগরে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাণ্ড খোলকে পাশ কাটিয়ে একঝাঁক গাংচিল পানিতে নামল গোত্তা খেয়ে। 'ব্যাপারটা আমারও ভাল ঠেকছে না, সার,' বললেন তিনি।

রেডিওম্যানের দিকে তাকালেন ইলিয়াস চৌধুরী। হাতে একটা পোর্টেবল রেডিও নিয়ে পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, ব্রিজ স্পীকারের সঙ্গে প্লাগ-এর সাহায্যে সংযুক্ত। 'হেলিকপ্টারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করো, জিজ্ঞেস করো ওরা কোন বিপজ্জনক তৎপরতা দেখতে পাচ্ছে কিনা।'

নির্দেশ পালন করল রেডিওম্যান। উত্তরের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। তারপর স্পীকার থেকে ভেসে এল আওয়াজটা। 'কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী, সার, বাজপাখি-১ থেকে আমি লেফটেন্যান্ট নাসির বলছি। একবার একজন ক্রুকে পাইপ ফিটিং চেক করতে দেখলাম, আরেকবার দেখলাম কুককে—ব্যস, এইটুকু। গোটা ডেক খালি, সার।'

'হুইল হাউস?' জিজ্ঞেস করলেন ইলিয়াস চৌধুরী।

মেসেজটা রিলে করা হলো, জবাব পেতেও সময় লাগল না। 'ব্রিজ উইং খালি। ব্রিজ উইন্ডশীল্ডের ভেতর যতটুকু দেখতে পাচ্ছি, ওয়াচে রয়েছে মাত্র দু'জন অফিসার।'

'তোমার অবজারভেশন ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্ত আর কমান্ডার মাহফুজকে জানাও। তারপর বলো, আমি যখন ট্যাংকারকে ডাকব ওরা যেন স্ট্যান্ডবাই থাকে।'

'ট্যাংকারে পনেরোজন অফিসার আর ত্রিশজন ক্রু আছে,' ক্যাপটেন মিনহাজ জানালেন, মনিটরে চোখ রেখে কমপিউটর ডাটার ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। মালিক কুয়েতী হলেও, ট্যাংকারটা ভারতে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে। বিদেশী পতাকাবাহী কোন জাহাজে যথাযোগ্য অনুমতি না নিয়ে উঠলে তার পরিণতি কিন্তু কখনো ভাল হয় না। এরকম ঘটনার পর কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হতেও দেখা গেছে। এ ও এক ধরনের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ।'

'সেটা ঢাকার সমস্যা। এখানে আমরা কঠিন নির্দেশ পেয়ে কাজ করছি, যে কোনভাবে ট্যাংকারে চড়তে বলা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, আমরা কমান্ড ছাড়া আর কিছু বুঝি না।'

'সুযোগটা তোমাকে দিলাম, মিনহাজ।'

রেডিওম্যানের হাত থেকে ট্র্যান্সমিটারটা নিলেন ক্যাপটেন মিনহাজ। 'ব্রাইট ব্লুর ক্যাপটেনকে বলছি,' ইংরেজিতে মেসেজ পাঠালেন তিনি। 'এটা বাংলাদেশ নেভির কাটার বাংলার মুখ। আমি ক্যাপটেন বলছি। আপনারা যাচ্ছেন কোথায়?'

সুপারট্যাংকারের ক্যাপটেন, জাহাজ বাংলাদেশ উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ায় এই মুহূর্তে হুইল হাউসে রয়েছেন, উত্তর দিলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। 'ক্যাপটেন এনরিকো ভ্যালুজ বলছি। আমাদের গন্তব্য চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙ্গর।'

'উপকূলের এত কাছে এসে এছাড়া আর বলবেই বা কি!' বিড়বিড় করলেন ইলিয়াস চৌধুরী। 'থামার নির্দেশ দাও।'

মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপটেন মিনহাজ। 'ক্যাপটেন ভ্যালুজ, আমি ক্যাপটেন মিনহাজ বলছি। দয়া করে আপনার জাহাজ দাঁড় করান, যাতে একটা ইন্সপেকশন টীম উঠতে পারে।'

'তার কি কোন প্রয়োজন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন ভ্যালুজ। 'কোম্পানির টাকা ও সময়ই শুধু খরচ হবে, কার্গো খালাস করার শেডিউলও আমরা ঠিক রাখতে পারব না।'

'দয়া করে নির্দেশ মানুন,' জবাবে বললেন ক্যাপটেন মিনহাজ, গলায় কর্তৃত্বের সুর।

'পানিতে বড় বেশি ডুবে আছে,' মন্তব্য করলেন ইলিয়াস চৌধুরী। 'ট্যাংকগুলো নির্ঘাত কানায় কানায় ভর্তি।'

নির্দেশ মানবেন কি মানবেন না, ক্যাপটেন এনরিকো ভ্যালুজ কিছু জানালেন না, তবে এক মিনিট পর বাংলার মুখ থেকে কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী আর ক্যাপটেন মিনহাজ দেখলেন ট্যাংকারের পিছনে পানির আলোড়ন কমে আসছে। দু'জনেরই জানা আছে যে এত বড় একটা জাহাজ পুরোপুরি থামার

আগে আরও অন্তত এক মাইল এগোবে।

'কমান্ডার মাহফুজ আর ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্তকে বলো যার যার অ্যাসল্ট টীম নিয়ে ট্যাংকারে চড়ুক।'

ক্যাপটেন মিনহাজ কমোডরের দিকে তাকালেন। 'আপনি চান না বাংলার মুখ থেকে আমরা কাউকে পাঠাই?'

'রেজিস্ট্যান্স ঠেকাতে আমাদের চেয়ে ভাল ইকুইপমেন্ট আছে ওদের কাছে।'

মিনহাজ একই নির্দেশ দু'বার উচ্চারণ করলেন। নৌ-বাহিনীর হেলিকপ্টারকে নাক নিচু করে সুপারট্যাংকারের সুপারস্ট্রাকচারকে পাশ কাটাতে দেখলেন ওঁরা। ধীরে ধীরে পাশ কাটাল রেডার মাস্ট আর ফানেলকে। এরপর ত্রিশজনের কমান্ডো ইউনিটকে নিয়ে ডেকের ওপর শূন্যে এক মিনিট স্থির হয়ে ভেসে থাকল ওটা, ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্ত আভাস পেতে চাইছেন ট্যাংকারের ডেকে বৈরী কোন তৎপরতা আছে কিনা। যখন ধারণা হলো যে বিশাল আপার ডেক পুরোটাই খালি, ইঙ্গিতে পাইলটকে দেখিয়ে দিলেন কোথায় ল্যান্ড করতে হবে। সুপারস্ট্রাকচারের সামনে খোলা একটা ডেক এরিয়ায়।

নৌ-বাহিনীর পেট্রল বোট কমান্ডার মাহফুজের নির্দেশে সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লুর খোলের গা ঘেঁষে থামতে চেষ্টা করছে। নিউম্যাটিক গান থেকে ছোঁড়া হলো গ্র্যাপলিং হুক, বুলওয়ার্কে আটকাল সেগুলো। স্ট্রাইক টীম মই বেয়ে দ্রুত উঠে গেল, ছড়িয়ে পড়ল ডেকে, এগোচ্ছে মেইন সুপারস্ট্রাকচারের দিকে, হাতে বাগিয়ে ধরা অস্ত্র। হতচকিত একজন ক্রু ছাড়া আশপাশে প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

কমান্ডার মাহফুজের অধীনস্থ স্ট্রাইক টীমের কয়েকজন সদস্য স্ট্যান্ডে দাঁড় করানো বেশ কিছু সাইকেল দেখতে পেয়ে কাজে লাগাল সেগুলো, বিশাল ডেক আর অয়েল ট্যাংক টানেলে ঘুরে ঘুরে বিস্ফোরকের খোঁজে তল্লাশী চালাচ্ছে। ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্ত তাঁর লোকজনকে দু'ভাগ করে নিলেন, একদলকে পাঠালেন নিচের এঞ্জিন রূমে, আরেক দলকে সঙ্গে নিয়ে স্টার্ন সুপারস্ট্রাকচারের ভেতর দিয়ে রওনা হলেন, পথে যে-ক'জন ক্রুকে দেখতে পেলেন আটকালেন, গন্তব্য হুইল হাউস। ব্রিজে ঢুকছেন, ক্যাপটেন এনরিকো ভ্যালুজ ঝড় তুলে এগিয়ে এলেন তাঁর দিকে, চোখে-মুখে ক্ষোভ ও তিরস্কার।

'এ-সবের মানে কি?' ব্যাখ্যা চাইলেন তিনি। 'আপনারা তো দেখছি অনুমতি নেয়ার ধার ধারছেন না।'

সমুদ্র গুপ্ত তাঁর কথায় কান না দিয়ে পোর্টেবল রেডিওতে কথা বলছেন। 'কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। আমরা স্ট্রাইক টীম। ক্রু কোয়ার্টার ও হুইল হাউস এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

'কমান্ডার মাহফুজ?' খোঁজ নিচ্ছেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। 'কমান্ডো ইউনিট সম্পর্কে রিপোর্ট করুন।'

'আমাদের এখনও অনেকটা জায়গা কাভার করা বাকি,' জবাব দিলেন ক্যাপটেন মাহফুজ। 'তবে ট্যাংক এরিয়া দেখা শেষ, ওদিকে কোন বিস্ফোরক

পাওয়া যায়নি।'

ক্যাপটেন মিনহাজের দিকে তাকালেন ইলিয়াস চৌধুরী। 'আমি যাচ্ছি।'

বাংলার মুখ থেকে একটা বোট নামানো হলো। কমোডারকে নিয়ে বোট ট্যাংকারের যেখানে পৌঁছাল, সমুদ্র গুপ্তের নির্দেশে তাঁর লোকেরা আগে থেকেই সেখানে একটা মই ঝুলিয়ে রেখেছে। ডেকে উঠলেন কমোডর। তারপর পাঁচ প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে পৌঁছালেন ব্রিজে। এখানে রাগে লাল ও বেলুনের মত ফুলে ওঠা ব্রাইট ব্লুর ক্যাপটেন এনরিকো ভ্যালুজের মুখোমুখি হলেন তিনি। নৌ-বাহিনীর একজন অফিসারকে দেখে বিস্ময়ের মাত্রা আরও এক ডিগ্রি বাড়ল তাঁর।

'আমি এ-সবের ব্যাখ্যা দাবি করি! এখানে আসলে ঘটছেটা কি?' হাত নেড়ে চিৎকার করলেন তিনি।

'আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি এই জাহাজ বিস্ফোরক বহন করছে,' বললেন ইলিয়াস চৌধুরী। 'খবরটা সত্যি কিনা যাচাই করার জন্যে তল্লাশী চালাচ্ছি আমরা।'

'বিস্ফোরক!' বিস্ফোরিত হলেন ভ্যালুজ। 'আপনি পাগল হয়েছেন? এটা একটা অয়েল ট্যাংকার। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান আছে এমন কোন লোক এই জাহাজে বিস্ফোরক তুলবে না, এমন কি দেশলাইয়ের একটা কাঠি পর্যন্ত নয়।'

'সেটাই আমরা নিশ্চিত হতে চাইছি,' ইলিয়াস চৌধুরী শান্তভাবে জবাব দিলেন।

'আপনার বিশ্বস্ত সূত্র ভুয়া। এই রিপোর্ট আপনারা কোত্থেকে পেয়েছেন?'

'ফ্যালকন অয়েল-এর হাই লেভেল কর্মকর্তার কাছ থেকে।'

'ওহ্, গড?' নিজের ঝাঁকড়া চুলে আঙুল চালালেন ক্যাপটেন ভ্যালুজ। ফ্যালকন অয়েল-এর সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক? ব্রাইট ব্লু আল আমিন শিপিং লাইনের একটা জাহাজ, মালিক একজন কুয়েতী আমীর। ভদ্রলোকের বড় ছেলে বলিউডের এক নায়িকাকে বিয়ে করছেন, মুম্বাইতেই বসবাস করছেন, তাই আমীর তাঁর ছেলের নামে এই ট্যাংকার কিনে ভারতে রেজিস্ট্রি করিয়েছেন। বাংলাদেশ সহ বহু দেশের রিফাইনারির জন্যে ক্রুড অয়েল নিয়ে আসছি আমরা আজ প্রায় এক যুগ ধরে।'

'এ-যাত্রায় কার অর্ডারে তেল নিয়ে আসছেন আপনি?'

'কেউ অর্ডার দেয়নি, এটা বাংলাদেশ সরকারকে দেয়া কুয়েত সরকারের উপহার।'

তেল ও খনিজ মন্ত্রণালয় থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ক্যাপটেন ভ্যালুজের কথাবার্তার কোন অমিল নেই।

'কমান্ডো ইউনিট রিপোর্টিং,' কমোডরের রেডিও থেকে ক্যাপটেন সমুদ্র গুপ্তের গলা ভেসে এল।

'কমোডর চৌধুরী। শুনছি।'

'আমরা এঞ্জিন রুম বা স্টার্ন সুপারস্ট্রাকচারে কোন ধরনের এক্সপ্লোসিভ বা এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস খুঁজে পাইনি।'

'ঠিক আছে,' বললেন কমোডর। 'কমান্ডার মাহফুজকে একটু সাহায্য করুন

আপনারা। তাঁকে আরও অনেকটা জায়গা কাভার করতে হবে।'

এক ঘণ্টা পার হলো। খাঁচায় বন্দী বাঘের মত রাগে ফুঁসছেন ক্যাপটেন ভ্যালুজ, সারাক্ষণ পায়চারি করছেন ব্রিজে, জানেন জাহাজ প্রতি মিনিট দেরির জন্যে হাজার হাজার ডলার বেশি খরচ করতে হবে তাঁর কোম্পানিকে।

বাংলার মুখ থেকে ক্যাপটেন মিনহাজও চলে এলেন ট্যাংকারে। 'ধৈর্য ধরতে পারলাম না, সার,' ব্রিজে ঢুকে বললেন তিনি, হাসছেন। 'দেখতে এলাম তল্লাশী কেমন চলছে।'

'ভাল নয়,' ম্লান সুরে বললেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। 'এখন পর্যন্ত কোন বিস্ফোরক বা ডিটোনেশন ডিভাইস পাওয়া যায়নি। ক্যাপটেন আর ক্রুদের দেখে মনে হচ্ছে না তারা কোন সুইসাইড মিশন নিয়ে এসেছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, কেউ আমাদেরকে বোকা বানিয়েছে।'

বিশ মিনিট পর কমান্ডার মাহফুজ রিপোর্ট করলেন। 'ব্রাইট ব্লু নিষ্কলঙ্ক, সার। সুপারট্যাংকারের কোথাও আমরা বিস্ফোরক পাইনি।'

ক্যাপটেন ভ্যালুজের দিকে তাকালেন কমোডর, পায়চারি থামিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কে কি বলে শোনার জন্যে। 'দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে সত্যি দুঃখিত, ক্যাপটেন,' বললেন তিনি। 'আমরা এখন ফিরে যাব।'

'নিশ্চিত থাকুন, ভারত সরকারের মাধ্যমে আমার কোম্পানি অবশ্যই এ-ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানাবে,' রাগ ঝাড়তে কসুর করলেন না ল্যাটিন আমেরিকান ক্যাপটেন। 'এভাবে আমার জাহাজে উঠে তল্লাশী চালাবার কোন আইনসঙ্গত অধিকার আপনাদের ছিল না।'

কমোডর বললেন, 'সত্যিই দুঃখিত।'

কিন্তু কমোডর ইলিয়াস জানেন না যে চট্টগ্রাম বন্দরকে সত্যি সত্যি ধ্বংস করে দেয়ার প্ল্যান করা হয়েছে। আর ক্যাপটেন ভ্যালুজেরও কোন ধারণা নেই যে সেই ধ্বংসের বীজ এই সুপারট্যাংকারে করে বন্দরে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তেরো

বাংলাদেশ নেভির কাটার বাংলার মুখ আর সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লুর কাছ থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে রয়েছে নুমার রিসার্চ অ্যান্ড সার্ভে শিপ সী রবিন। রাত তিনটের দিকে কমিউনিকেশন রুমে এসে বসেছে রানা, ঢাকা ও ওয়াশিংটনের সঙ্গে টেলিকনফারেন্সের আয়োজন প্রয়োজন মত অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের ভাগ্যে কি আছে বোঝার চেষ্টা করছে।

ওর সামনে মনিটরের ছাপান্ন ইঞ্চি স্ক্রীন, অর্ধেকটায় নুমা হেডকোয়ার্টার, বাকিটুকুতে বিসিআই হেডকোয়ার্টার। বিসিআই অংশের একপাশে সোহেলকে দেখা যাচ্ছে, কমিউনিকেশন সেন্টারে বসে কমোডর ইলিয়াস চৌধুরীর পাঠানো মেসেজ রিসিভ করছে। আরেক পাশে ওদের বস মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত

রাহাত খানের খালি রিভলভিং চেয়ারটা দেখা যাচ্ছে। টিভি স্ক্রীনের নুমা অংশে পুরোটাতেই অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের চেম্বার দেখা যাচ্ছে, রাহাত খানের মত তাঁর রিভলভিং চেয়ারটাও খালি।

দু'কাপ কফি নিয়ে কমিউনিকেশন রূমে ঢুকল মুরল্যান্ড। 'কি খবর?'

'সার্চ শুরু হয়েছে মাত্র আধ ঘণ্টা আগে,' ট্রে থেকে একটা কাপ তুলে নিয়ে বলল রানা, হাতঘড়িতে চোখ রেখে দেখল সকাল সাড়ে ছ'টা বাজে। 'রিপোর্ট আসতে আরও সময় লাগবে।'

রিপোর্ট এল আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর, শুরু হলো সোহেলের নাটকীয় ঘোষণার মধ্যে দিয়ে। 'রানা, বস্ আর অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলো।' টিভি স্ক্রীনের বিসিআই অংশ থেকে গায়েব হয়ে গেল সে, সবটুকু জুড়ে এখন রাহাত খানের চেম্বার দেখা যাচ্ছে।

দরজা খুলে চেম্বারে ঢুকলেন বিসিআই চীফ। ভাঁজ একটু নষ্ট, তবে এখনও অফিসের কাপড়চোপড়ই পরে আছেন তিনি, অর্থাৎ সারারাত জেগে অফিস করেছেন। হাতে পাইপ, তবে তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না; চিন্তার ভারে নুয়ে আছে মাথা; চোখে-মুখে তো বটেই, নড়াচড়ার মধ্যেও ক্লান্ত একটা ভাব। হঠাৎ বসকে এভাবে দেখে গভীর মমতায় ভিজে উঠল রানার মনটা, এই অনুভূতি ওর নিজের কাছে প্রায় অপরিচিত। বসকে চিরকাল শ্রদ্ধা ও সমীহ করে এসেছে ও, ভয় যেটুকু পেয়েছে বা পায়, অপ্রীতিকর কোন উৎস থেকে নয়, সেটাও শ্রদ্ধা ও সমীহেরই কারণে আসে। কিন্তু এই মুহূর্তে ও-সব কিছু নয়, রানা অক্লান্তপ্রাণ এক দেশপ্রেমিক প্রৌঢ়কে দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল। বসের ব্যক্তিগত জীবন ওর জানা আছে, মরুভূমি ছাড়া কিছু নয়। বিয়ে করেননি, কাজেই সংসার বা সন্তান নেই। নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, রক্ত-মাংসের একটা কমপিউটর, যার কাজ সারাক্ষণ দেশের নিরাপত্তা নিয়ে মাথা ঘামানো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, শেষ পর্যন্ত ওর জীবনটাও বসের কার্বন কপি হবে না তো?

'হেরকুল আমাদের বোকা বানিয়েছে!'

রাহাত খান এখনও ডেস্ক ঘুরে নিজের চেয়ারে বসেননি। টিভি স্ক্রীনের বাকি অর্ধেকে ইতোমধ্যে হাজির হয়েছেন নুমা চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, চেয়ারে বসে এই কথা দিয়ে তিনি কনফারেন্সের সূচনা করলেন।

'কি বললেন, অ্যাডমিরাল?' রানা হকচকিয়ে গেছে।

'ব্রাইট ব্লুতে তল্লাশী চালিয়ে কোন কিছুই পাওয়া যায়নি–না বিস্ফোরক, না ডিটোনেটিং ডিভাইস,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'তোমাদের কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী রিপোর্ট করেছেন সুপারট্যাংকারের ক্যাপটেন ও ক্রুদের রেকর্ড চেক করে দেখা হয়েছে, তারা সবাই সৎ ও নিরীহ মানুষ, কারও বিরুদ্ধে কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই।'

রানা গম্ভীর। 'এর মানে?'

জবাব দিলেন ঢাকা থেকে রাহাত খান, 'হয় আমাদেরকে বোকা বানানো হয়েছে, নয়তো ফ্রান্সিসকা ডেইলিয়া দুঃস্বপ্ন দেখে ভাবছেন ওটা স্বপ্ন ছিল না।'

'মহিলার কথা আমি বিশ্বাস করি, সার,' বলল রানা। 'বোধহয় বোকা

[illegible] হয়েছে।'

'[illegible] বোকা বানানো হবে? কার কি লাভ তাতে?' রাহাত খানের প্রশ্ন।

জবাব দেয়ার আগে চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'হেরকুল একটা চতুর শেয়াল, [illegible] বেশি সম্ভাবনা যে ডেইলিয়াকে মিথ্যে একটা গল্প শুনিয়েছে সে, [illegible] ফেলেছিল দলত্যাগ করে কর্তৃপক্ষকে সব বলে দেবেন উনি। আমার [illegible] যে ঘটনা ঘটাবে বলেছে সেটা সে ঘটাবে না। তবে তার বদলে নিশ্চয়ই [illegible] একটা কিছু করতে যাচ্ছে।'

[illegible] খান বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার সঙ্গে আমরা দ্বিমত পোষণ করছি [illegible] আমরা যাচ্ছি কোনদিকে?'

'[illegible] যাচ্ছি, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে আমি নুমার ল্যারি কিং-এর [illegible] রাখতে চাই,' বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল, আপনি কি তাকে [illegible] যোগ দিতে বলবেন, প্লীজ?'

অ্যাডমিরাল নিঃশব্দে কনসোলের একটা বোতামে চাপ দিলেন। 'হ্যাঁ, [illegible]।'

[illegible] কোয়ার্টার। নিজের কমপিউটর জগতে বসে শত শত বিদেশী ব্যাংক [illegible] হিসাব পরখ করছে ল্যারি কিং। এগুলো সব কমপিউটরাইজড [illegible] কোড ভেঙে–বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংকের ওয়েবসাইটে ঢুকে সংগ্রহ করেছে [illegible] মিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় এক হাজার কর্মকর্তাকে বেআইনী [illegible] ঘুষ দিয়েছে ফ্যালকন করপরেশন। মোট টাকার পরিমাণ এককথায় [illegible]।

'[illegible] টোটাল সম্পর্কে তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত, ভীনাস?' জিজ্ঞেস করল কিং, [illegible] ঘোরটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। 'শুনলে লোকে না আমাকে পাগল [illegible]।'

ভীনাসের হলোগ্র্যাফিক কাঠামো শ্রাগ করল। 'আমি আমার সাধ্যমত করেছি। [illegible] টাকার মত ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুঁজে পাচ্ছি না। প্রশ্নটা উঠছে কেন? [illegible] তোমাকে অবাক করছে?'

'[illegible] বিলিয়ন হয়তো ঠিক আছে। কিন্তু দুশো একুশ বিলিয়ন আমেরিকান [illegible] তোমার কাছে খুব বড় কিছু একটা না হলেও, আমার মত দারিদ্র্য-পীড়িত [illegible] কমপিউটর টেক-এর কাছে সাতশো রাজার ধন।'

'তোমাকে কোন অবস্থাতেই দারিদ্র্য-পীড়িত বলা যায় না।'

'[illegible]!' হঠাৎ কনসোলের দিকে চোখ পড়তে নড়েচড়ে বসল কিং। '[illegible] কনফারেন্সে যোগ দিতে হচ্ছে আমাকে।'

[illegible]। রানার চোখ টিভির স্ক্রীনে। স্ক্রীনের নুমা অংশে এখন অ্যাডমিরাল [illegible] ভীনাস সহ ল্যারি কিংকেও দেখা যাচ্ছে।

'হ্যালো, মিস্টার রাহাত খান, সার–হাউ ডু ইউ ডু?' আন্তরিক বিনয়ের সঙ্গে [illegible] করল কিং, সে জানে রানার বন্ধু হবার সূত্রে বিসিআই চীফ তাকেও খুব [illegible] করেন।

'হাউ ডু ইউ ডু। তোমার টকটকা আর লীলা কেমন আছে?'

টকটকা আর লীলা কিং-এর ছেলেমেয়ে। 'জ্বী, ওরা ভাল আছে।' কিং অবাক হয়ে গেছে। বিসিআই চীফ ওর ছেলেমেয়ে সম্পর্কে জানেন?

'কিং,' প্রথম সুযোগেই কাজের কথা পাড়ল রানা। 'আমরা চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নতুন একটা প্রোব লঞ্চ করো তোমরা–তুমি আর ভীনাস।'

জবাব দেয়ার আগে পালা করে নিজের স্ক্রীনে ফুটে ওঠা চেহারাগুলো ভাল করে দেখল কিং, সবাই খুব গম্ভীর। 'কি খুঁজতে বলছ?'

'বাংলাদেশের দিকে আসছে এমন প্রতিটি পণ্যবাহী জাহাজ সম্পর্কে বিশদ জানতে চেষ্টা করো–যেগুলো এখন থেকে শুরু করে পরবর্তী দশ ঘণ্টার মধ্যে চট্টগ্রাম বা মংলা পোর্টে ভিড়বে। বিশেষ মনোযোগ দেবে যে-সব জাহাজে তেল আছে।'

ভীনাসের দিকে তাকাল কিং। 'শুনলে তো?'

ভীনাসের মুখে ঠোঁট বাঁকানো দুষ্ট হাসি। 'ষাট সেকেন্ডের মধ্যে ফিরব।'

'এত তাড়াতাড়ি?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন, ভীনাসের ক্যারিশমা দেখে প্রতিবার মুগ্ধ হন তিনি।

'আজ পর্যন্ত ও কখনও আমাকে হতাশ করেনি,' বলল কিং, মুখে সবজান্তার হাসি।

ভীনাস বহুরঙা আলোক বিন্দু হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে কিং তার সর্বশেষ প্রোব-এর রেজাল্ট জানাল নুমা চীফকে। 'রিপোর্টটা এখনও কমপ্লিট নয়, অ্যাডমিরাল। তবে বলা যায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগ কাজই শেষ।' ইঙ্গিতে কাগজের স্তূপটা দেখাল সে। 'এই প্রিন্ট-আউটে আপনি ঘুষ গ্রহীতার নাম, বিদেশী ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বর, কোথায় কত টাকা জমা আছে, হেরকুল ও ফ্যালকনের কোন বিদেশী ব্যাংক-অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাগুলো তাদের কাছে গেছে ইত্যাদি সমস্ত তথ্য পাবেন।' কয়েকটা বোতামে চাপ দিতে তার কমপিউটর স্ক্রীনে মোট টাকার অঙ্কটা ফুটে উঠল।

সেটা দেখে চোখ কপালে তুললেন অ্যাডমিরাল। 'তাহলে আর আশ্চর্য হবার কিছু নেই, সরকারী কর্মকর্তারা হেরকুলের পকেটেই তো থাকবে। সে যে টাকা ঘুষ দিয়েছে, নুমার একশো বছরের বাজেটেও এত টাকা খরচ হবে না।'

কিং রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের নেভি ব্রাইট ব্লুকে সার্চ করে কিছু পায়নি?'

'ব্রাইট ব্লুতে তেল আছে ঠিকই,' বলল রানা। 'তবে না, কোন বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।' হঠাৎ ভুরু কোঁচকাল রানা, মুখ তুলে রাহাত খানের ইমেজকে লক্ষ করে বলল, 'সার, আমরা কি জানতে পেরেছি, ব্রাইট ব্লুতে কি পরিমাণ তেল আছে?'

'হ্যাঁ, পাঁচ লাখ টন।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। পাঁচ লাখ টন বলছে, আরও বেশিও হতে পারে। আচ্ছা ধরা যাক পাঁচ লাখ টনই। এত বিপুল পরিমাণ অপরিশোধিত তেল যদি বাংলাদেশের উপকূল এলাকায় ছেড়ে দেয়া হয়, তারপর সেই তেলে যদি ফেলা

হয় জ্বলন্ত একটা দেশলাইয়ের কাঠি? চট্টগ্রাম বন্দর থাকবে?

রানার মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠল। ছবিতে দেখেও ল্যারি কিং আন্দাজ করতে পারল রানার মস্তিষ্কে কি চলছে। কমপিউটরের বোতাম টিপে ঘুষ খাওয়া লোকজনের তালিকাটায় আরেকবার চোখ বুলাতে শুরু করল। এক পাকিস্তানী মৌলবাদী সংগঠনকে ফ্যালকন চাঁদার নামে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। সেই সংগঠনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে মিয়ানমারের রাজধানী ইয়ানগনে। ওই অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশী এক লোককে কিছু টাকা দেয়া হয়েছে। সেই লোকের নামটাই খুঁজছে কিং। রানা বা রাহাত খান হয়তো চিনতে পারতেন, বলতে পারতেন কোনও ফ্যানাটিকাল সংগঠনের সঙ্গে ওই লোকের সম্পর্ক আছে কিনা। 'পেয়েছি!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'বোরহানউদ্দিন রাখাইন, উদ্বাস্তু রাখাইনদের নেতা। তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে বাংলাদেশী মুদ্রায় পাঁচ কোটি ত্রিশ লাখ টাকা।' এক সেকেন্ড থামল সে, তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'এটা মাত্র গত হপ্তার ঘটনা।'

'বোরহান রাখাইনের বিরুদ্ধে আর্মস স্মাগলিঙের অভিযোগও আছে,' বলল রানা, তাকিয়ে আছে বসের দিকে। 'সার, ডুবুরি নামিয়ে ব্রাইট ব্লুর গায়ে লিমপেট মাইন ফিট করা পানির মত সহজ একটা কাজ। হাতে রিমোট থাকলে দূর থেকেও ফাটাতে পারবে বোরহান রাখাইন।'

রানার কথা শেষ হয়নি, ইন্টারকমে সোহেলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন রাহাত খান নিচু গলায়। বিসিআই হেডকোয়ার্টারের কমিউনিকেশন রুম থেকে সোহেল কাল বিলম্ব না করে যোগাযোগ করল বাংলাদেশ নেভির কাটার বাংলার মুখ-এর সঙ্গে। কমোডর ইলিয়াস মেসেজ অ্যাকনলেজ করলেন, তারপর জানালেন–সার্চ করে ব্রাইট ব্লুতে কিছু পাওয়া না গেলেও, সুপারট্যাংকারকে অনুসরণ করে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙ্গরে পৌঁছেছেন তিনি। তাদের সঙ্গে নৌ-বাহিনীর ডুবুরি আছে, তারা ব্রাইট ব্লুর খোল পরীক্ষা করার জন্যে এখুনি সাগরে নামছে।

কিংকে রানা বলল, 'তবে ব্রাইট ব্লু হেরকুলের একমাত্র হাতিয়ার না-ও হতে পারে। দেখা যাক ভীনাস কি নিয়ে আসে।'

ছোট্ট স্টেজে আবার দৃষ্টিগ্রাহ্য বাস্তবে পরিণত হলো ভীনাস। তাকে দেখে সবাই চুপ করে গেছে। 'আমি বোধহয় তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারব।'

রাহাত খান সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাদের বন্দরে তেল নিয়ে আসছে, এমন সবগুলো জাহাজ চেক করেছ তুমি?'

'আসলে কাগজে-কলমে দেখা যাচ্ছে কোন তেলবাহী জাহাজ আজ বা আগামী কাল বাংলাদেশের কোন বন্দরে ভিড়বে না,' জবাব দিচ্ছে ভীনাস। 'কিন্তু বঙ্গোপসাগরের দিকে আসছে এমন জাহাজের অভাব নেই, কোনটা পশ্চিমবঙ্গের কোন বন্দরে ভিড়বে, কোনটা ইয়াঙ্গুনের দিকে চলে যাবে। এ-সব জাহাজের একটাও তেলবাহী নয়।'

'এটা খুবই স্বস্তিকর একটা খবর,' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন। 'রাহাত।' বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। 'তুমি তোমাদের নেভিকে বলো

ব্রাইট ব্লুর খোল ভাল করে পাহারা দিক। বোরহান রাখাইনের ডুবুরিদের ধরতে পারলে আশা করা যায় বিপদ কেটে যাবে।'

'কিন্তু আমার সব কথা তো এখনও শেষ হয়নি,' নারীসুলভ অভিমানী সুরে বলল ভীনাস।

কিং শিরদাঁড়া খাড়া করল। 'কি বলবে তাড়াতাড়ি বলো।'

'সবার প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা রেখেই জানতে চাইছি, আপনারা কি অন্য কোন ধরনের ভেসেলের প্রতি আগ্রহী?'

'অন্য ধরনের ভেসেল মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি আসলে নিজেই মাথা ঘামাচ্ছিলাম। হিসেব করে দেখলাম একটা ইউইউএলসিসি অর্থাৎ আল্ট্রা, আল্ট্রা লার্জ ক্রুড ক্যারিয়ার-এর চেয়ে একটা এলএনজি অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে।'

রানার মনে হলো ওকে যেন কেউ ঘুসি মেরেছে। 'ঠিক! লিকুইডিফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ট্যাংকার!'

'চল্লিশের দশকে জাপানে একটা বিস্ফোরিত হয়েছিল প্রায় হিরোশিমা অ্যাটম বোমার শক্তি নিয়ে,' ওদেরকে জ্ঞানদান করল ভীনাস। 'মানুষ মারা গিয়েছিল প্রায় হাজারখানেক। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছিল গাছপালার। একটা নয়, এক সঙ্গে কয়েকটা দাবাগ্নি শুরু হয়, ছড়িয়ে পড়ে কয়েকশো মাইল জুড়ে।'

এবার রীতিমত ঝাঁকি খেলো রানা। 'সুন্দরবন!'

ল্যারি কিং রানার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে ভীনাসের উদ্দেশে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'কোত্থেকে আসছে? নাম কি? কোথায় ভেড়ার কথা? এ-সব কোন তথ্যই পাওনি?'

ভাব দেখে মনে হলো ত্রিমাত্রিক কাঠামোটা ঠোঁট ফোলাচ্ছে। 'তোমার দেখছি আমার ট্যালেন্ট সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধাবোধ নেই। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, প্রয়োজনীয় সব তথ্যই আমি যোগাড় করেছি।'

'বলে ফেলো!'

'ওটার নাম ম্যারাবু মার্ভেল। ওই কুয়েত থেকেই আসছে। গন্তব্য ভারতের মুম্বাই, কিন্তু আমদানিকারকের বিশেষ অনুরোধে পশ্চিমবঙ্গের কোন বন্দরে পৌঁছানোর কথা ওটার। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান যদিও একটা ব্রিটিশ কোম্পানি, কিন্তু এই কোম্পানির বেশিরভাগ শেয়ার-এর মালিক ফ্যালকন করপরেশন।'

'পশ্চিমবঙ্গের বন্দরে কখন ওটা নোঙর ফেলবে?' রাহাত খান জানতে চাইলেন। একসঙ্গে দুটো কাজ করছেন তিনি– টেলিকনফারেন্সে আছেন, আবার ইন্টারকমে সোহেলের সঙ্গেও কথা বলছেন।

'নোঙর ফেলেনি, ফেলবেও না,' বলল ভীনাস। 'ভারতের ওই অঞ্চলের সবগুলো বন্দরের কমপিউটর চেক করেছি আমি, তাতে দেখা যাচ্ছে ম্যারাবু মার্ভেল ভারতের কোন বন্দরে ভেড়ার অনুমতি চায়নি। প্রতিটি বন্দর কর্তৃপক্ষ অত বড় সুপারট্যাংকারকে নোঙর ফেলার অনুমতি দেবে না বলেও জানিয়েছে।'

ওয়াশিংটন, ঢাকা ও বঙ্গোপসাগরে উপস্থিত সবাই ওরা মুহূর্তের জন্যে নির্বাক পাথর হয়ে থাকল। তারপর নিস্তব্ধতা ভেঙে রাহাত খান জানতে চাইলেন, 'এখন সেটা কোথায়? কি স্পীডে, কোথায় আসছে?'

ভীনাস মিষ্টি করে হাসল, সম্ভবত কারও কোন উদ্বেগ বা উত্তেজনা তাকে বিশেষ স্পর্শ করছে না। 'মিস্টার খান, সার, আমি কোন কাজ অসমাপ্ত রাখি না। স্পীড এবং কোর্স বিশ্লেষণ করে দেখলাম, ম্যারাবু মার্ভেল আপনাদের মংলা বন্দরে পৌঁছাবে সাতটায়।'

'সকাল, না রাত সাতটায়?'

'সকাল সাতটায়।'

'কিন্তু ম লা একটা নদী বন্দর, কোন সুপারট্যাংকার কিভাবে ওখানে পৌঁছাবে!'

রানা থামতে রাহাত খান শান্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে জানালেন, 'তাছাড়া আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তাতে দেখা যাচ্ছে জেফোর্ড পয়েন্ট, হিরণ পয়েন্ট, পশুর নদী, কুঙ্গা নদী বা বাংরা নদীতে বিদেশী কোন জাহাজই নেই। আর সকাল সাতটায় পৌঁছানোর কথা থাকলে, সে সময় তো অনেক আগেই পার হয়ে গেছে।' হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'এখন বাজে সাড়ে আটটা।'

'এই টাইমটেবিলে একটা কিন্তু আছে,' জানাল ভীনাস। 'জেনারেটরে সমস্যা দেখা দেয়ায় ম্যারাবু মার্ভেল মাঝ সাগরে থামতে বাধ্য হয়েছিল। মেরামতের পর আবার রওনা হয়েছে, তবে পশুর নদীতে ঢুকবে সাত ঘণ্টা দেরি করে।'

'তুমি জানছ কিভাবে ম্যারাবু মার্ভেল পশুর নদীতে ঢুকবে?' জিজ্ঞেস করল রানা, ভীনাসের দেয়া তথ্য মেনে নিতে পারছে না।

'আমি ম্যারাবু মার্ভেলের কমপিউটরে দু'মিনিটের জন্যে ঢুকতে পেরেছিলাম, সেখান থেকে জেনেছি। নদীর গভীরতা, প্রশস্ততা, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি ডাটা কমপিউটরকে দিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে নদী ধরে কতদূর যাওয়া সম্ভব। সুন্দরবনের সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য রয়েছে ওদের কমপিউটরে। সব মিলিয়ে কত গাছ, কতটুকু জায়গার ভেতর; আগুন লাগলে তা ছড়াবার পথে খাল ও নালাগুলো কতটুকু বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে; সুন্দরবন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের একটা অংশ এবং বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ, সেটা নিঃশেষে পুড়ে গেলে ইকোনমিক্যাল ও সাইকোলজিক্যাল কি প্রতিক্রিয়া হবে ইত্যাদি। ওরা জানে মংলায় পঁয়ত্রিশটা জাহাজ ভিড়তে পারে। মংলা অ্যাঙ্করে এক দিকে নয়, দু'দিকেই মালামাল বোঝাই ও খালাস করা হয়। বন্দরে ক্রেন রয়েছে পঞ্চাশটা, জেটি রয়েছে ত্রিশটা, কন্টেইনার ইয়ার্ড তিনটে।'

বসকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে রানা, 'ব্রাইট ব্লুর তেলে আগুন ধরিয়ে চট্টগ্রাম পোর্ট, আর ম্যারাবু মার্ভেলের তরল গ্যাসে আগুন ধরিয়ে মংলা বন্দর ও সুন্দরবন ধ্বংস করতে চাইছে ওরা।'

টেবিলে ঘুসি মেরে রাহাত খান বললেন, 'মার্কিনিরা পেয়েছেটা কি! ওদের প্রেসিডেন্ট সারা দুনিয়ার জনমতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ইরাকে হামলা চালাতে যাচ্ছে। একজন সিনেটর আমাদের বিজ্ঞানীর ফর্মুলা মেরে দিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করতে চেয়েছিল, আমরা বাধা দেয়ায় সে-ও বাংলাদেশে হামলা চালাচ্ছে।

ক্ষমতার এমন দম্ভ ইতিহাস আগে কখনও বোধহয় দেখেনি।'

টেলি কনফারেন্সের পরিবেশ হঠাৎ করেই পাথরের মত ভারী আর আড়ষ্ট হয়ে উঠল।

খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করলেন অ্যাডমিরাল। তারপর বললেন, 'কেউ বলবে না তোমার এই ক্ষোভ ও অভিযোগ অযৌক্তিক। আমরা বেশিরভাগ আমেরিকান, বর্তমান নেতৃত্বকে নিয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছি...'

'আপনাদের হাতে সময় কিন্তু খুব কম,' মনে করিয়ে দেয়ার সুরে বলল ভীনাস।

'ম্যারাবু মার্ভেল দেখতে কেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জাহাজটার ইমেজ বড় একটা মনিটরে দেখাল ভীনাস। জাহাজটাকে মনে হলো সায়ান্স-ফিকশন কমিক বুক থেকে তুলে আনা হয়েছে। খোল-এর রেখাগুলো একটা অয়েল ট্যাংকারের মতই, এঞ্জিন ও সুপারস্ট্রাকচার পিছন দিকে, তবে মিলটা এখানেই শেষ। চওড়া ও ফাঁকা মেইন ডেকের বদলে হুবহু একই আকার ও আকৃতির অতিকায় আটটা গম্বুজসদৃশ ট্যাংক পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট ব্যবধানে খোল থেকে মাথা তুলেছে।

জাহাজের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে ভীনাস। 'ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এলএনজি ট্যাংকার। এক হাজার আটশো ষাট ফুট লম্বা, তিনশো ষাট ফুট চওড়া। মাত্র আটজন অফিসার আর পনেরো জন ক্রু ওটা চালায়। লোকবল এত কম লাগার কারণ, জাহাজটা প্রায় পুরোই অটমেটেড। ওটার ক্রস-কমপাউন্ড, ডাবল-রিডাকশন গিয়ার টারবাইন এঞ্জিনগুলো ষাট হাজার শাফট হর্সপাওয়ার যোগান দেয় জোড়া প্রপেলারের প্রতিটিতে।'

'এবং তুমি বলছ ওটা নদী পথ ধরে মংলা বন্দর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল কিং।

'নদীটা যেহেতু সাগরের মুখ থেকে প্রায় সরল পথ ধরে এগিয়েছে, কোন বাঁক নিতে হবে না, সেইহেতু ম্যারাবু মার্ভেল ঠিকই বন্দর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে,' জবাব দিল ভীনাস। 'আরও ব্যাপার আছে। অয়েল ট্যাংকারের চেয়ে এলএনজি ট্যাংকার পানির নিচে কম ডোবে, গ্যাস ও তেলের ওজনে তারতম্য থাকায়। কাজেই নদীর গভীরতা কোন বাধা হবে না। তবে মংলা বন্দর পর্যন্ত যেতেই হবে ম্যারাবু মার্ভেলকে, এমন কোন কথা নেই। ওটার উদ্দেশ্য যদি সুন্দরবনে আগুন লাগানো হয়, সাগরসঙ্গম থেকে বিশ বা ত্রিশ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকলেই চলবে।'

'কি পরিমাণ গ্যাস বহন করছে ওটা?' জানতে চাইল রানা, ব্রিজের জানালা দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

'পঁচাত্তর লাখ সত্তর হাজার তিনশো তেত্রিশ কিউবিক ফুট।'

'ভেরি ব্যাড,' বিড়বিড় করল কিং।

'আর গ্যাস?' বঙ্গোপসাগর থেকে মুরল্যান্ড জানতে চাইল। 'কি গ্যাস?'

'প্রোপেইন।'

'ওহ্, গড, আরও খারাপ!' প্রায় গুঙিয়ে উঠল কিং।

'অগ্নিকুণ্ডটা নারকীয় হয়ে উঠতে পারে,' ব্যাখ্যা করল ভীনাস। 'অ্যারিজোনার কিংম্যান-এ একবার একটা রেলরোড ট্যাংকার বিস্ফোরিত হয়েছিল, সত্তর দশকে। ওটায় আট হাজার গ্যালন প্রোপেইন ছিল, অগ্নিকুণ্ডটার বিস্তার ছিল একমাইলের আটভাগের এক ভাগ পর্যন্ত। সে হিসেবে ম্যারাবু মার্ভেলের গ্যাস কয়েক মাইল ব্যাসের একটা ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড তৈরি করবে।'

'রাহাত!' অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন বললেন। 'যে-কোন মূল্যে ওই ট্যাংকারকে থামাতে হবে। এবার যেন আমাদের কোথাও ভুল না হয়।'

রানা চিন্তিত সুরে বলল, 'ব্রাইট ব্লুর ক্রুরা আমাদের লোকজনকে উঠতে বাধা দেয়নি, কিন্তু এরা দেবে।'

'এরা বাধা দেবে, কারণ ক্রু হিসেবে ম্যারাবুতে নিশ্চয়ই কোবরা ক্লাবের মার্সেনারিরা আছে,' রানার সঙ্গে একমত হয়ে বলল মুরল্যান্ড। 'এবং আমি বাজি ধরে বলতে পারি, মার্সেনারিদের নেতৃত্বে আছে সেই পিশাচটা-কাকাস জাভালা। এ-ধরনের একটা অপারেশনে হেরকুল অবশ্যই অ্যামেচারদের পাঠাবে না।'

রাহাত খান হাতঘড়ি দেখলেন। 'আমাদের হাতে আর ঘণ্টা পাঁচেক সময় আছে। নেভিকে এরইমধ্যে সতর্ক করে দিয়েছি আমি। মংলা থেকে নৌ-বাহিনীর একটা গানবোট রওনা হয়েছে-শিবসা পয়েন্টে পৌঁছে অপেক্ষা করবে ওরা। পাটনি চরের কাছে নেভির একটা বোট আগে থেকেই আছে। রানা...'

মাঝখান থেকে নুমা চীফ বললেন, 'সী রবিনে হেলিকপ্টার আছে। রানা, মুরল্যান্ডকে নিয়ে রওনা হয়ে যাও তুমি।'

'কোথায়?' যেন সকৌতুকেই জিজ্ঞেস করল ভীনাস।

'কেন, সুন্দরবনে,' জবাব দিলেন অ্যাডমিরাল।

'ওখানে গিয়ে কি করবে ওরা?' আবার জানতে চাইল ভীনাস।

এবার রানাই উত্তর দিল, 'ম্যারাবু মার্ভেলকে ঠেকাব, ওটা যাতে সুন্দরবনের কোন ক্ষতি করতে না পারে।'

'সেটাই তো জানতে চাইছি, কাজটা তোমরা কিভাবে করতে চাও?'

তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার, রানা টের পাচ্ছে ভীনাস কোন পরামর্শ দিয়ে উপকার করতে তো চাইছেই, একই সঙ্গে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়ার ইচ্ছেটাও চেপে রাখতে পারছে না। ভীনাসের পরামর্শটা কি হবে, তা-ও আন্দাজ করতে পারছে রানা। কৌতুক করার ইচ্ছে ওর মনেও জাগল। ও শুধু বলল, 'বেইবি বাবল্।'

ঠোঁট প্রসারিত করে বহুরঙা নারীমূর্তি কটাক্ষ হানল। সে-ও মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করল। 'টর্পেডো!'

চোদ্দ

লিকুইডিফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ট্যাংকার ম্যারাবু মার্ভেল আকার-আকৃতিতে এমনই কিম্ভূতকিমাকার, দেখে কারও বিশ্বাস হবে না যে জাহাজটা সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে। খোলের ওপরের অর্ধেক থেকে উঠে এসে উল্টো করা নারকেলের মালা বা গম্বুজের আকৃতি পেয়েছে একেকটা ট্যাংক, প্রতিটির আকার তিনতলা বাড়ির মত, সংখ্যায় সব মিলিয়ে আটটা। জাহাজটা ইঁট রঙা। পানিতে ভাসমান এমন কুৎসিত জলযান খুব কমই দেখা যায়।

ম্যারাবু মার্ভেল এখন শুধু একটা জলযান নয়, ওটা ভাসমান একটা বোমাও, যে বোমা কয়েক হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশবিশেষ সুন্দরবনকে পুড়িয়ে ফাঁকা ও ন্যাড়া একটা মাঠে পরিণত করবে। কত অসংখ্য গ্রাম ও জনপদ যে পুড়ে ছারখার হবে তার ইয়ত্তা নেই। পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে যাবে রয়েলবেঙ্গল টাইগার। হাজার হাজার হরিণ ও কুমির সহ অসংখ্য প্রজাতির বন্যপ্রাণী পালাবার কোন পথ খুঁজে পাবে না।

ব্রোঞ্জের জোড়া প্রপেলার ঘুরছে, ঘণ্টায় পঁচিশ নট গতিতে ছুটে চলেছে ম্যারাবু মার্ভেল। এক ঝাঁক গাঙচিল এসে চক্কর দিচ্ছিল, কিন্তু চেহারা-সুরতের মধ্যে অশুভ কিছু একটা টের পেয়ে কোন শব্দ করেনি তারা, উড়ে আরেক দিকে চলে গেছে।

ম্যারাবু মার্ভেলের ট্যাংকের আশপাশে বা ওগুলোর মাথায় তৈরি লম্বা রানওয়েতে কোন ক্রুকে দেখা যাচ্ছে না। তারা সবাই আসলে লোকচক্ষুর আড়ালে যে যার কাজে ব্যস্ত। চারজন রয়েছে হুইল হাউসে, কন্ট্রোল-এর দায়িত্বে। পাঁচজনকে পাওয়া যাবে এঞ্জিন রুমে। ক্রুদের বাকি ছ'জন পোর্টেবল মিসাইল নিয়ে তৈরি হচ্ছে; ওই মিসাইল নেভির যে-কোন জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারবে। কোবরা ক্লাবের এই মার্সেনারিরা খুব ভাল করেই জানে, যতই কৌশল করা হোক বা গোপনীয়তা রক্ষা করা হোক, বঙ্গোপসাগরে তাদের উপস্থিতি ফাঁস হতে বাধ্য। কাজেই তারা প্রতিরোধও আশা করছে। আসুক হামলা, সেজন্যে তারা চিন্তিত নয়। গানবোট বা ফাইটার জেট প্লেনও এই মিসাইল দিয়ে ফেলে দিতে পারবে তারা।

স্টারবোর্ড ব্রিজ উইং-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে কাকাস জাভালা, রেলিঙে হেলান দিয়ে কালো মেঘের দ্রুত বিস্তার চাক্ষুষ করছে। স্বভাবতই মন খুব খারাপ তার। এ কেমন কথা যে মনিবের হুকুমে সুইসাইড মিশন নিয়ে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আগুন জ্বালাতে এসে দেখতে হচ্ছে আকাশে জল ভরা পোয়াতি মেঘ? যে আগুন নিভে যাবে, তা জ্বালিয়ে লাভ কি!

তারপর আপনমনে হাসল জাভালা। এমনও হতে পারে যে প্রথমে বৃষ্টি

নামবে না। প্রথমে শুরু হবে একটা ঝড়। সেই ঝড় আগুনটাকে এমন খেপিয়ে তুলবে আর বিরাট এলাকায় ছড়িয়ে দেবে যে বৃষ্টির পানি কোনমতেই সেটাকে নেভাতে পারবে না।

ব্রিজে ফিরে এসে বুকে হাত বাঁধল জাভালা, তাকিয়ে আছে চার্টে নিজের তৈরি কোর্সের দিকে। পাটনি চরকে ডানে রেখে সুন্দরবনে ঢুকবে সে, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার মাঝখান দিয়ে। জাহাজের কমপিউটরে কেউ একজন ঢুকেছিল, এটা বুঝতে পেরে আগের কোর্স বাদ দিতে হয়েছে তাকে। হিরণ পয়েন্ট বা কুঙ্গা নদীর দিকে যাচ্ছেই না ম্যারাবু মার্ভেল।

মুখ তুলে তাকাল আরেক নিগ্রো, হ্যাংলা শেরম্যান, জাভালার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। 'এই কোর্স ধরে গেলে মোহনা থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে বাধা পেতে পারি আমরা,' বলল সে। 'কারণ নদী ওখানে তেমন চওড়া নয়।'

'ত্রিশ কিলোমিটারও কি কম হলো?' চোখে বিনকিউলার তুলে বনভূমির দিকে তাকাল জাভালা। 'তার বেশি ভেতরে ঢোকার দরকার কি? আগুনটা ওখানে লাগিয়ে পিছিয়ে আসতে শুরু করব আমরা–আসার সময়ই গ্যাস ছাড়ব, ফলে গোটা জঙ্গলই পুড়তে শুরু করবে।'

'আপনি বলছিলেন এক ঢিলে দুটো পাখি মারতে চান।'

'আসলে এক ঢিলে আমি তিনটে পাখি মারতে পারব বলে আশা করছি।'

'কি রকম, সার?' শেরম্যান সশ্রদ্ধ কণ্ঠে জানতে চাইল।

'বোরহান মিয়া টাকা যখন খেয়েছে, ফ্রগম্যান পাঠিয়ে সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লু ঠিকই উড়িয়ে দেবে সে। এটা হলো একটা পাখি। দু'নম্বর পাখি সুন্দরবন ও আশেপাশের জনবসতি। তিন নম্বরটার নাম মাসুদ রানা।

'মাসুদ রানা! সার, তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়?'

'তাকে যদি আমি চিনে থাকি, সাগর মন্থন করে হলেও এখানে আমাকে খুঁজে নেবে সে।' জাভালা হাসছে। 'আর তাকে আমি নিজের হাতে খুন করার অপেক্ষায় থাকব।'

নৌ-বাহিনীর কাটার বাংলার মুখ সকাল ন'টায় চট্টগ্রাম পোর্টের বহির্নোঙ্গরে ভিড়ল সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লুর পিছু নিয়ে। পিছনে থাকলেও, সামনে উপস্থিত নৌ-বাহিনীর একটা জাহাজের সঙ্গে সারাক্ষণ যোগাযোগ রাখছেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। ব্রাইট ব্লু নোঙর ফেলতে যা দেরি, নৌ-বাহিনীর ওয়েটসুট পরা ডুবুরিরা পিঠে অক্সিজেন-বটল আর পায়ে ফ্লিপার নিয়ে চুপিসারে নেমে পড়ল পানিতে। তাদের উদ্দেশ্য, সুপারট্যাংকারের খোল পাহারা দেয়া। সঙ্গে হার্পুন সহ অন্যান্য অস্ত্র আছে, স্যাবটাজের চেষ্টা হলে প্রতিহত করবে। এই সময় নৌ-বাহিনীর ঢাকা হেডকোয়ার্টার থেকে খবর এল, হিরণ পয়েন্ট দিয়ে ঢুকে আরেকটা সুপারট্যাংকার মংলা বন্দরের দিকে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, নৌ-বাহিনীর একটা হেলিকপ্টার নিয়ে তিনি যেন পাটনি চরের উদ্দেশে এখুনি রওনা হয়ে যান; ওখানে নৌ-বাহিনীর কাটার 'বাংলার সম্মান'-কে নিয়ে ক্যাপটেন কিবরিয়া অপেক্ষা করছেন।

দেরি না করে নৌ-বাহিনীর একটা হেলিকপ্টারকে মই ফেলার নির্দেশ দিলেন কমোডর, ওগুলো অনেক আগে থেকেই সারাক্ষণ মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল। বারোজনের একটা কমান্ডো টীমকে নিয়ে পাটনি চরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল হেলিকপ্টার, তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন ক্যাপটেন জাফর সিকদার।

এক ঘণ্টাও লাগল না, নৌ-বাহিনীর কাটার বাংলার সম্মানকে খুঁজে বের করে ফেলল ওরা। রশির মই বেয়ে কাটারের ডেকে নামল টীম, সবার শেষে কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। কিন্তু ওরা রওনা হলো কুঙ্গা নদীর মোহনা লক্ষ্য করে–ম্যারাবু মার্ভেল যে নদী পথ দিয়ে সুন্দরবনে ঢুকতে চাইছে তার উল্টো দিক ওটা।

অস্ট্রেলিয়া থেকে রওনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে আগেই পৌঁছেছে নুমার পুরানো সাবমেরিন বেইবি বাব্ল্। উপগ্রহের মাধ্যমে জরুরী নির্দেশ পেয়ে কমান্ডার ডেভিড রামস্ সারফেসে উঠে অপেক্ষা করছিল। সী রবিন থেকে কপ্টার নিয়ে ঘণ্টাখানেক উত্তর পশ্চিমে এগোবার পর নুমার পাইলট জেফারসন দেখতে পেল ওটাকে।

'কে বলবে সাবমেরিন, দেখে তো মনে হচ্ছে লাকশারি বোট,' মন্তব্য করল রানা।

'এগারোজন প্যাসেঞ্জার আরাম-আয়েশের সঙ্গে থাকতে পারবে,' রানার পাশের সীট থেকে বলল মুরল্যান্ড। 'ওশান ডাইভার সিরিজের বোট, ম্যাসাচুসেটস-এর মেরিডিয়ান শিপইয়ার্ডে তৈরি। চারশো টন পানি সরায়, বারোশো ফুট গভীরে কাজ করতে পারে। রেঞ্জ মাত্র দুশো নটিকেল মাইল, কিন্তু নুমার এঞ্জিনিয়াররা বিশেষ ধরনের পাওয়ার জেনারেটর ব্যবহার করায় প্রতি দুশো মাইলে একবার এক ঘণ্টার জন্যে থেমে তিন হাজার মাইল পাড়ি দিতে পারে ওটা।'

বেইবি বাব্ল্-এর ডেকে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল কমান্ডার ডেভিড রামস্। মই তুলে নিয়েছে পাইলট জেফারসন, ভারী কিছু কার্গো নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দু'জন ক্রু। এই কার্গো কুয়াকাটা থেকে সংগ্রহ করেছে ওরা।

'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল মুরল্যান্ড। 'মাসুদ রানা, নুমার একজন প্রজেক্ট ডিরেক্টর, আমার বন্ধু।'

রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল ডেভিড রামস্। 'হ্যালো, মিস্টার রানা।'

'হ্যালো,' বলল রানা, তারপরই কাজের কথা পাড়ল। 'আপনার চীফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কাছ থেকে যথার্থ নির্দেশ পেয়েছেন তো?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বস্ বললেন, "বেইবি বাব্ল্‌কে রানার হাতে তুলে দেবে"।'

'গুড।' রানা খুশি, অ্যাডমিরালের প্রতি কৃতজ্ঞও। 'এটাকে আমরা একটা টর্পেডো বোট হিসেবে ব্যবহার করব।'

রামস্ রানার দিকে এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল, ওর এক কান দিয়ে যেন ঘিলু গড়িয়ে পড়ছে। 'টর্পেডো বোট!' নিজের কানেই বিকৃত শোনাল গলাটা। 'আপনি একটা জাহাজকে ডুবিয়ে দেয়ার প্ল্যান করছেন? কি জাহাজ সেটা?'

'সেটা একটা লিকুইড ন্যাচারাল গ্যাস ট্যাংকার।'

এবার রামস্ কল্পনা করল, রানার অপর কান দিয়েও হলুদ পদার্থ গড়াচ্ছে। 'কেন?'

'কারণ ওই ট্যাংকারটা আমার দেশটা জ্বালিয়ে দিতে চাইছে,' রানার সোজা-সাপ্টা জবাব।

'কিন্তু বেইবি বাব্ল্-এ যেহেতু কোন টর্পেডো টিউব নেই, তার বদলে কি ব্যবহার করতে চান আপনি?'

হেলিকপ্টার থেকে নামানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাল রানা। 'অপেক্ষা করুন। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবেন। আসুন, আপনিও আমাদের সঙ্গে হাত লাগান কাজে, প্লীজ।'

বিশ মিনিট পর তিনজন মিলে লম্বা একটা পাইপ ফিট করল, স্পার হিসেবে কাজ করবে ওটা, বোটের বো থেকে সামনের দিকে ত্রিশ ফুট বেরিয়ে আছে। আরও দুটো পাইপ ফিট করা হলো উঁচু কেবিনের নিচে ডেক বরাবর। সময় নষ্ট না করে কমান্ডার রামস্ সুপারচার্জড ডিজেল এঞ্জিনগুলো স্টার্ট দিল। মুরল্যান্ড এখনও বো-তে ব্যস্ত, দুটো অতিরিক্ত স্পার-এর শেষ প্রান্তে ম্যাগনেটিক এক্সপ্লোসিভ ক্যানিস্টার জোড়া লাগাচ্ছে। প্রথম স্পার-এ এরই মধ্যে একশো পাউন্ড প্লাস্টিক আন্ডারওয়াটার চার্জ ফিট করা হয়েছে, একটা ডিটোনেটরের শেষ প্রান্তে।

রওনা হবার পর রামস্‌কে রানা জিজ্ঞেস করল, 'এটার টপ স্পীড কত?'

'সারফেসে পঁয়তাল্লিশ নট। পানির তলায় পঁচিশ।'

'ডোবার পর ম্যাক্সিমাম স্পীড দরকার হবে আমাদের,' বলল রানা। 'ম্যারাবু মার্ভেলের টপ স্পীডও পঁচিশ নট।'

এই সময় নুমার হেলিকপ্টার পাইলট একটা মেসেজ পাঠাল। সাবমেরিন বেইবি বাব্ল্ ও বাংলার সম্মান, দুটো জলযানই রিসিভ করল সেই মেসেজ। তাতে বলা হলো, 'সুপারট্যাংকার ম্যারাবু মার্ভেল পাটনি চরকে ডানে রেখে সুন্দরবনে ঢুকবে বলে মনে হচ্ছে...'

হ্যাঁ, মেসেজটা অসমাপ্ত। কারণটা আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয়। রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে নুমার হেলিকপ্টারকে পোর্টেবল মিসাইল ছুঁড়ে সাগরে ফেলে দিয়েছে লীফ গডফ্রে হেরকুলের মার্সেনারিরা।

প্রাণ দিয়ে ওদেরকে সতর্ক করে দিয়ে গেল নুমার পাইলট। বাংলার সম্মানকে নিয়ে ঘুরলেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী, পাটনি চরকে বামে রেখে সুন্দরবনে ঢুকছেন–আশা করছেন ম্যারাবু মার্ভেলের সামনে পৌঁছে বাধা দেয়া এখনও তাদের পক্ষে সম্ভব।

পাটনি চরকে বাঁয়ে রেখে কিছুদূর যাবার পরই কমোডরের বিনকিউলারে ধরা পড়ল মোহনা থেকে এতক্ষণে প্রকাণ্ড ম্যারাবু মার্ভেল নদীর ভেতর ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে এলএনজি ট্যাংকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তিনি। 'আমরা বাংলাদেশ নেভি।

অনুগ্রহ করে এখুনি থামুন, এবং ইন্সপেকশন টীমকে রিসিভ করার প্রস্তুতি নিন।'

সাড়া না পাওয়ায় কাটার-এর ব্রিজে উত্তেজনা বাড়তে শুরু করল। আবার মেসেজ পাঠালেন ইলিয়াস চৌধুরী। তারপর আবার। কিন্তু না, কোন জবাব নেই। ম্যারাবু মার্ভেল স্পীড না কমিয়ে সুন্দরবনের ভেতরে ঢুকে পড়ছে। ব্রিজে উপস্থিত ক্রু ও ক্যাপটেন কমোডরের দিকে তাকিয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কখন তিনি অ্যাটাক করার নির্দেশ দেন।

তারপর অকস্মাৎ শান্ত একটা কণ্ঠস্বর ব্রিজের সবাইকে চমকে দিল। 'বাংলাদেশ নেভি, আমি ম্যারাবু মার্ভেলের মাস্টার। এই জাহাজকে থামাবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আপনাকে সৎ পরামর্শ দিয়ে বলা হচ্ছে, আমার জাহাজের কোন ক্ষতি করার চেষ্টা হলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।'

সমস্ত অনিশ্চয়তা আর দ্বিধা কেটে গেল। আর কোন সন্দেহ নেই। দুঃস্বপ্ন নয়, এ বিভীষিকা বাস্তব সত্য। কমোডর ইলিয়াস ট্যাংকারের মাস্টারকে আলাপের মধ্যে ব্যস্ত রাখতে পারেন, কিন্তু তাতে বিশেষ কোন সুবিধে তিনি পাবেন বলে মনে হয় না। নৌ-বাহিনীর হেলিকপ্টারগুলো কিছুক্ষণ আগে পৌঁছেছে, পাইলটদের নির্দেশ দিলেন–স্ট্রাইক ও কমান্ডো টীমকে ট্যাংকগুলোর সামনের খোলা ডেকে নামাও। একই সঙ্গে বাংলার সম্মানের কামানগুলোয় গোলন্দাজ দাঁড় করালেন তিনি, তারপর ক্যাপটেন জাফর শিকদারকে নির্দেশ দিলেন, 'ম্যারাবু মার্ভেলের পাশে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন।'

চোখে বিনকিউলার, দূর থেকে কিম্ভূতকিমাকার ট্যাংকারটার দিকে তাকিয়ে আছেন কমোডর। আল্লাহকে ধন্যবাদ যে সাগরের মুখ শান্ত, ডেকে নামতে হেলিকপ্টারগুলোর কোন সমস্যা হবে না।

লম্বা একটা রেডার-অ্যান্ড-ওয়াচ মাস্ট দাঁড়িয়ে আছে ট্যাংকারের বো-র আপার টিপ্ আর প্রথম গ্যাস ট্যাংকের মাঝখানে। প্রথম হেলিকপ্টারের পাইলট ল্যান্ড করার অবাধ ফাঁকা জায়গা দেখতে পেয়ে খুশি মনে এগোল সেদিকে, বো থেকে মাত্র বিশ ফুট ওপর দিয়ে।

চোখে বিনকিউলার, মিসাইলটাকে দেখতে পেয়ে দম আটকালেন কমোডর ইলিয়াস চৌধুরী। প্রথম ট্যাংকের ওপর থেকে ছোঁড়া হলো মিসাইলটা। বারুদ ভর্তি একটা কৌটার মত ফেটে গেল হেলিকপ্টার। বিস্ফোরিত ফুয়েল ট্যাংকের আগুন গোটা কাঠামোকে গ্রাস করল চোখের পলকে। শূন্যে ভেসে থাকল দুই কি তিন সেকেন্ড, তারপরই পতন শুরু হলো। পানিতে পড়ার পর কমলা শিখা অদৃশ্য হলো। ভাঙাচোরা অসংখ্য টুকরো ভাসছে পানিতে, দেখে এখন আর বোঝার উপায় নেই যে এই একটু আগে ওগুলো একটা হেলিকপ্টারের অংশ ছিল। না, আবর্জনার মধ্যে কোন মানুষ নড়ছে না। জানা কথা কেউ তারা বেঁচে নেই।

ম্যারাবু মার্ভেল বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারের ওপর দিয়ে ছুটে যাবার সময় আপনমনে হাসছে কাকাস জাভালা। কয়েকজন লোক মারা গেছে, সেজন্যে এতটুকু অনুতপ্ত নয় সে। জন্ম-মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে, ভাবল সে; তাছাড়া, আমাকে দিয়ে তিনিই তো এ-সব করিয়ে নিচ্ছেন। বিনকিউলারে চোখ রেখে নৌ-বাহিনীর কাটার-এর

দিকে তাকাতে আরও হাসি পেল তার। ওই কামান দিয়ে ট্যাংকারের কোন ক্ষতিই ওরা করতে পারবে না। তবে এখন ট্যাংকগুলোয় গোলা লাগলে সমস্যা হতে পারে। মার্সেনারিদের নির্দেশ দেয়া দরকার, বাংলার সম্মানকে নদীর মুখেই ডুবিয়ে দাও।

কিন্তু তার আগেই কমোডর চৌধুরীর নির্দেশে গর্জে উঠল বাংলাদেশ নেভির কাটারের কামান। ছিটকে ডেকে পড়ে গেল জাভালা। ব্রিজের ভেতর এক ঝাঁক মেশিন গানের বুলেটও ঢুকেছে, খেপা মৌমাছির মত ছুটোছুটি করে জানালার সমস্ত কাঁচ আর কন্ট্রোল কনসোল ভেঙে চুরমার করে ফেলল। হেলমে দাঁড়ানো মার্সেনারি সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। তার সহকারী গুরুতর আহত, ডেকে পড়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

দেয়াল ধরে সিধে হলো জাভালা। নেভির কাটার এক মাইল সামনে, ডিম্বাকৃতি একটা দ্বীপকে পাশ কাটাচ্ছে। ব্রিজ কাউন্টার থেকে ছোঁ দিয়ে রেডিওটা তুলে নিল সে। 'লঞ্চ সারফেস টু সারফেস মিসাইল! কুইক!'

পর পর দুটো মিসাইল ছুটে গেল। দুটোই লক্ষ্যভেদে অব্যর্থ। নেভির কাটার ডুবে যাচ্ছে।

'রিপোর্ট ড্যামেজ!' নির্দেশ দিল জাভালা।

'পোর্ট জেনারেটর অচল হয়ে পড়েছে,' জবাব দিল চীফ এঞ্জিনিয়ার। 'তবে এঞ্জিনে কোন শেল লাগেনি। দু'জন লোক মারা গেছে। জেনারেটর ধ্বংস হয়েছে টোয়েনটি-ফাইভ মিলিমিটার রাউন্ড লাগায়।'

জাভালা খেয়াল করল, ট্যাংকার একদিকে একটু কাত হয়ে পড়েছে। 'ব্রিজ কন্ট্রোল ভেঙে গেছে, ট্যাংকারকে ওখান থেকেই চালাও তোমরা। থ্রী-ফাইভ-ফাইভ ফোর্সে ফিরিয়ে আনো, তা না হলে সামনের দ্বীপে ধাক্কা খাব আমরা।'

'ইয়েস, সার!'

জাভালা এরপর মার্সেনারিদের নির্দেশ দিল, 'ফায়ার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল! কপ্টারটাকে ফেলে দাও!'

'চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা আটজন পোয়াতির মত লাগছে লিকুইড ন্যাচারাল গ্যাস ক্যারিয়ারকে,' মন্তব্য করল ডেভিড রামস্। কনসোল হেলম্-এ দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, ম্যারাবু মার্ভেলের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে।

'দুটো হেলিকপ্টার আর একটা কাটারকে বাতিল লোহায় পরিণত করেছে মাত্র বিশ মিনিটের মধ্যে,' বলল মুরল্যান্ড, চোখ ঘুরিয়ে ভাসমান আবর্জনা দেখছে। 'ম্যারাবু মার্ভেল যতটা না কুৎসিত, তারচেয়ে অনেক বেশি বিপজ্জনক।'

'এখন আমরা ছাড়া ওটাকে আর থামাবার কেউ নেই,' বলল রানা, চোখে বিনকিউলার সেঁটে তাকিয়ে আছে এক মাইল দূরের ছোট্ট একটা দ্বীপের দিকে। দ্রুতগতিতে ওই দ্বীপটার দিকেই এগোচ্ছে ম্যারাবু মার্ভেল। 'আমার ধারণা, ওই দ্বীপটাকে পাশ কাটাবার পর জাভালার আর সামনে এগোবার দরকার নেই। বিশ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে আগুন জ্বালতে পারলে সেটা চারদিকে না ছড়াবার কোন কারণ দেখি না।'

মুরল্যান্ড বলল, 'আমরা মাত্র একবার চেষ্টা করার সুযোগ পাব। ব্যর্থ হলে আবার ঘুরে ওটার দিকে এগোনো যাবে না। ট্যাংকারের স্পীড খুব বেশি। আমরা সারফেসে উঠে ওটাকে পাশ কাটাব, তারপর আবার ডুব দিয়ে দ্বিতীয়বার আঘাত করার জন্যে ফিরে আসব, এ সম্ভব নয়। তার আগেই দ্বীপটাকে পিছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে যাবে ওরা।'

তার দিকে ফিরে নিঃশব্দ হাসি দিয়ে মুক্তো ঝরাল রানা। 'সেক্ষেত্রে, এসো, প্রথমবারই সফল হই।'

তারপর ওদের দু'জনেরই মনে হলো বোট ও ট্যাংকারের মধ্যবর্তী দূরত্ব কমিয়ে আনতে সারাটা জীবন লেগে যাচ্ছে। এক সময় যখন এলএনজি ট্যাংকারের স্টারবোর্ড বো থেকে দুশো গজ দূরে চলে এল বেইবি বাব্‌ল্, ডেভিস রামস্ আস্তে করে থ্রটল টেনে নিয়ে ব্যালাস্ট ট্যাংক পাম্পের সুইচ অন করল। পরমুহূর্তে যেন কোন দানবের একটা হাত বেইবি বাব্‌ল্‌কে পানির নিচে টেনে নিল। ডুব দেয়া মাত্র স্পীড আবার বাড়িয়ে দিল রামস্। টপ স্পীডে ছুটল সাবমেরিন। এখন থেকে ভুল করবার কোন অবকাশ নেই।

রামসের সঙ্গে ব্রিজেই থাকল মুরল্যান্ড, মেইন কেবিন হয়ে বো-র কাছে চলে এল রানা, বিরাট ভিউইং পোর্ট দিয়ে বাইরেটা দেখবে। আরাম করে একটা সুইড কাউচে বসল ও, আর্মরেস্ট থেকে তুলে নিল একটা ফোন সেট। 'আমরা সংযুক্ত?' জিজ্ঞেস করল।

'স্পীকারে তোমাকে পাচ্ছি,' জানাল মুরল্যান্ড।

রামস্ আওড়াল, 'ওয়ান হানড্রেড ফিফটি ইয়ার্ডস। অ্যান্ড ক্লোজিং।'

'দৃষ্টিসীমা চল্লিশ ফুটেরও কম,' রিপোর্ট করল রানা। 'রেডারে কড়া নজর রাখো।'

'কমপিউটরে ট্যাংকারের একটা ইমেজ পাচ্ছি আমরা,' ব্রিজ থেকে জানাল মুরল্যান্ড। 'খোলের কোন অংশে আঘাতটা লাগল, তোমাকে আমরা জানাব।'

তিন মিনিট নয়, যেন তিনটে বছর কাটল।

'দূরত্ব একশো গজ,' রানাকে রিপোর্ট করল রামস্। 'সারফেসের ওপর ট্যাংকারের ছায়া দেখতে পাচ্ছি।'

ঘোলা পানির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা। প্রায় এক মিনিটের মাথায় সাদা ফেনা, আর তারপরই ফেনার ভেতর ম্যারাবু মার্ভেলের খোল দেখতে পেল। মাত্র ত্রিশ ফুট দূরে ও দশ ফুট ওপরে ট্যাংকারের প্লেটও ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠল। 'পেয়েছি ওটাকে!' তীক্ষ্ণ গলায় বলল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে জোড়া প্রপেলারকে উল্টো দিকে ঘোরাল রামস্, ম্যারাবু মার্ভেলের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটার আগেই গতি হারাল বেইবি বাব্‌ল্।

'বোট আরও দশ ফুট নামান, রামস্।'

'দশ ফুট নামাই,' স্বগতোক্তি করল রামস্, বেইবি বাব্‌ল্‌কে নামিয়ে আনল ম্যারাবু মার্ভেলের স্টারবোর্ড সাইডের সরাসরি নিচে। প্রপেলারের তৈরি কম্পন যেন দূরবর্তী পালস্, তবে একটু পরই সেটা মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা বিকট গর্জনের মত বাজতে লাগল কানে। কিছু একটা ধরা পড়ল রানার চোখে, খোলের

তলায় ফুটে আছে বিরাট একটা বস্তু, জাহাজের তলির কাছে। কিন্তু তারপর জিনিসটা দৃষ্টিপথ থেকে হারিয়ে গেল।

রামসের চোখ দুটোর বর্ধিত অংশ রানা। প্রকাণ্ড ব্রোঞ্জ প্রপেলারগুলো দৃষ্টিপথে চলে এলে একমাত্র ও-ই সিকি সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে জানাতে পারবে। প্রকাণ্ড ট্যাংকারের গতি ওর দৃষ্টিপথকে ঝাপসা করে তুলছে। কার্পেটে শুলো রানা, ভিউইং পোর্ট থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে চোখ, চোখের চারধার কুঁচকে সবুজাভ পানির ভেতর ম্যাগনেটিক এক্সপ্লোসিভ চার্জ খুঁজছে স্পার-এর শেষ মাথায়—স্পারটা বেইবি বাব্‌ল্-এর বো থেকে সামনের দিকে লম্বা হয়ে আছে। কিন্তু দেখতে পেল না, অস্থির পানিতে ঝাপসা হয়ে আছে।

'আপনি রেডি, রামস্?'

'ইয়েস!' আটকে রাখা দম ছাড়ল রামস্।

'বো-তে আপনি স্টারবোর্ড প্রপ দেখতে পাবেন আমি দেখতে পাবার তিন সেকেন্ড পর।'

অপেক্ষা। রানার হাতের গিঁট সাদা হয়ে গেল, মুঠোর ভেতর ফোনের রিসিভার ভেঙে না গেলেই হয়। তারপর সবুজাভ পর্দা ফাঁক হলো একরাশ সাদা বুদ্বুদ বিস্ফোরিত হওয়ায়। 'এখন!' চেঁচিয়ে উঠল রানা।

রামস্ বজ্রাঘাতের মত ক্ষিপ্র, থ্রটলগুলো সামনে ঠেলে দিল। বোটের সামনের দিকে একটা সংঘর্ষজনিত ধাক্কা অনুভব করল সে। থ্রটল্ টেনে আনল সঙ্গে সঙ্গে, প্রার্থনা করছে যেন দেরি করে না ফেলে।

অসহায় এবং অরক্ষিত, রানা শুধু তাকিয়ে দেখতে পারে; খোলের স্টীল প্লেটে ম্যাগনেটিক চার্জ আঘাত করল, সেঁটে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর বিচ্ছিন্ন হলো রামস্ রিভার্সে ফুল স্পীড দিতে। প্রকাণ্ড প্রপেলার খুলে এল নিয়ন্ত্রণবিহীন একটা উইন্ডমিলের মত, সাগর ঘেঁষা নদীর পানিকে চকমকে ফেনায় পরিণত করছে।

বিরাট আকারের ব্লেড বা পাতগুলো ছুটে আসতে দেখে আঁতকে উঠল ওরা। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ওগুলোকে এড়াবার সাধ্য বেইবি বাব্‌লের নেই। সংঘর্ষ ঘটলে ভেঙে সহস্র টুকরো হয়ে যাবে বোট। ওরা পরিণত হবে ব্লেন্ডারে মিহি করা মাংসে। তবে একেবারে শেষ পলকে গর্জে উঠল বেইবি বাব্‌লের ডিজেল এঞ্জিন, ওটার নিজস্ব প্রপেলারগুলো ভয়ানক উন্মত্ততার সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে পানি কাটতে শুরু করল। লাফ দিয়ে পিছাল সাবমেরিন। একই সঙ্গে এলএনজি ট্যাংকারের পঞ্চাশ-ফুট-ডায়ামিটার প্রপেলার চোখের পলকে বো ভিউ পোর্টকে পাশ কাটাল মাত্র দু'ফুট জায়গা ছেড়ে, সাবমেরিনকে কাঁপিয়ে দিল ঘূর্ণিঝড়ে পড়া একটা গাছের মত।

ত্রিশ সেকেন্ড পর সোজা হলো বেইবি বাব্‌ল্। 'এখনই সময়, ববি,' ফোনে বলল রানা।

'তোমার ধারণা আমরা নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছি?'

'তোমাদের এই বোট এক হাজার ফুট নিচের ওয়াটার প্রেশার সহ্য করতে পারলে একশো গজ দূরের একটা বিস্ফোরণও সহ্য করতে পারবে।'

কালো রিমোট কন্ট্রোলটা দু'হাতে ধরে আছে মুরল্যান্ড। খুদে একটা লিভারে চাপ দিল সে। ভোঁতা অথচ জোরালো একটা আওয়াজ শোনা গেল। আওয়াজটাকে অনুসরণ করে এল প্রেশার ওয়েভ, সেটা বিশ ফুট উঁচু ঢেউ ও স্রোতের আকৃতি নিয়ে আঘাত করল সাবমেরিনকে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হলো পানি।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডেক লেভেলের ওপর মাথা তুলল রানা। 'বোট সারফেসে তুলুন, রামস্, দেখি কাজের কাজ কিছু করা গেছে কিনা।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল। 'সারফেসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা চার্জ ফাটিয়ে দেবে তুমি।'

পনেরো

জাভালার মনে হলো, কেউ তার সঙ্গে কৌতুক করছে। ম্যারাবু মার্ভেলের গভীরে বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনেছে সে, ঝাঁকিটাও অনুভব করেছে, অথচ তারপরও এতটুকু উদ্বিগ্ন নয়–কারণ, বিশ মাইলের মধ্যে কোন ভেসেল বা এয়ারক্রাফট তার ওপর হামলা করার সাহস পাবে না। তারপর, জাহাজ যখন অনির্ধারিত বাঁক নিতে শুরু করল, এঞ্জিন রুমের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কোর্সে ফেরো, ইডিয়েট! দেখছ না আমরা ঘুরে যাচ্ছি?'

'কিসের আওয়াজ বলতে পারব না,' এঞ্জিন রুম থেকে জবাব ভেসে এল, 'তবে ওই আওয়াজটার পর আমরা আমাদের স্টারবোর্ড প্রপেলার হারিয়েছি।' চীফ এঞ্জিনিয়ার ভয়ানক উদ্বিগ্ন। 'আমি পোর্ট এঞ্জিন বন্ধ করার আগেই ওটার প্রপেলার জাহাজকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

'রাডার-এর সাহায্যে বিকল্প ব্যবস্থা করো।'

'সম্ভব নয়। তার আগে পোর্ট রাডারে কিছু একটা আটকেছে, পুরোপুরি জ্যাম, জাহাজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার জন্যে ওটাও কম দায়ী নয়।'

'তুমি এ-সব আমাকে কি শোনাচ্ছ?' খেঁকিয়ে উঠল জাভালা, এই প্রথম অস্থিরতা অনুভব করছে সে।

'সার, এ আমাদেরকে মেনে নিতে হবে,' ভয়ে ভয়ে হলেও, চীফ এঞ্জিনিয়ার স্পষ্ট স্বরেই কথা বলছে, 'হয় আমাদেরকে এভাবে লাটিমের মত ঘুরতে হবে, নয়তো পুরোপুরি থেমে স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে হবে। এটাই সত্যি কথা, নিজেদের ইচ্ছায় কোথাও আমরা যেতে পারব না।'

এটাই পথের শেষ, অথচ পরাজয় মেনে নিতে রাজি নয় জাভালা। 'এত কাছে এসে হার মানব? ওই দ্বীপটাকে পাশ কাটাতে পারলে সুন্দরবনের হৃদয়ে পৌঁছে যাব আমরা। তারপর আগুন ধরাতে কেউ আমাদেরকে বাধা দিতে পারবে না। নদী ওখানে সরু, আগুনের কুণ্ড দুই তীরকেই নাগালের মধ্যে পেয়ে যাবে। এখানে, এই চওড়া নদীর একধারে আগুন ধরানো আর না ধরানো একই কথা। বনভূমিও এদিকে তেমন ঘন নয়।'

'সার, আপনি আমার কথা ভাল করে শুনছেন না। স্টারবোর্ড রাডার পোর্টের দিকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বেঁকে জ্যাম হয়ে গেছে, আর আমার স্টারবোর্ড প্রপেলার অকেজো হয়ে গেছে শ্যাফট ভেঙে যাওয়ায়। আমার ধারণা, এই গ্যাস ক্যান থেকে যত তাড়াতাড়ি নেমে যেতে পারব, আমাদের নিরাপত্তার জন্যে সেটা ততই ভাল হবে।'

জাভালা উপলব্ধি করল চীফ এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। পানির ওপর চোখ বুলাল সে। পিছনে ওটা একটা প্রাইভেট ইয়ট না? বোটটা দেখতে অদ্ভুত তো। দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে, এই সময় তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করল তার। যে ইয়টটাকে অদ্ভুত দর্শন বলে মনে হচ্ছিল, চোখের পলকে পানির নিচে ডুব দিল সেটা।

বেইবি বাবল্ পানির তলায় এমনভাবে ছুটছে, ওটা যেন একটা মাছ। রামস্ ভারি খুশি, কেননা তার ধারণা হয়েছে সাধের বোটটার হয়তো সত্যি কোন ক্ষতি হবে না। রেডার স্ক্রীনের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেমের সাহায্যে এগোচ্ছে সোজা ম্যারাবু মার্ভেলকে লক্ষ্য করে। 'আঘাতটা কোথায় লাগাতে চান?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'এঞ্জিন রুমের নিচে, স্টার্নের পোর্টসাইডে–ওই ট্যাংকগুলোর নিচের খোলে কোন বিস্ফোরণ ঘটাতে চাই না। বেশি সামনের দিকে বিস্ফোরণ ঘটলে গোটা জাহাজ বিস্ফোরিত হবে। তার রেজাল্ট কল্পনা করতে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। আটটা অগ্নিকুণ্ড চার দিকে ছুটবে দু'মাইল পর্যন্ত, যাবার পথে জলপ্রপাতের মত ঢেলে দিয়ে যাবে জ্বলন্ত তরল গ্যাস। শুধু সুন্দর বন নয়, কয়েকশো গ্রাম, কয়েক লক্ষ একর ধান খেত পুড়িয়ে আগুন কোথায় গিয়ে নিভবে একমাত্র আল্লাহই তা বলতে পারবেন।'

'আর আমাদের তৃতীয় ও শেষ চার্জটা?'

'একই এরিয়ায়, তবে স্টারবোর্ড সাইডে। আমরা যদি স্টার্নে বড় একটা গর্ত তৈরি করতে পারি, খুব তাড়াতাড়ি ডুবে যাবে ম্যারাবু মার্ভেল। আগুন থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা করার এটাই সবচেয়ে ভাল উপায়, ওটাকে ডুবিয়ে দেয়া।'

'মিসাইল আসছে!' চিৎকার করে জানাল রামস্। ভাগ্য ভাল, সাবমেরিনে লাগল না। জলমগ্ন কন্ট্রোল কেবিনকে এক হাত দূরে রেখে পাশ কাটাল, বিস্ফোরিত হলো একশো ফুটেরও কম দূরত্বে পানির সঙ্গে সংঘর্ষে।

'বুঝে ফেলেছে আমরাই ওদের বোট ভেঙেছি, তাই ক্ষেপে গিয়ে আন্ডারওয়াটার মিসাইল ছুঁড়ছে,' ভারী গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'ঢিল মারলে পাটকেল তো খেতেই হবে।'

'কিন্তু ওদের পাটকেল এখনও আমাদেরকে লাগেনি,' বলল রানা। 'তাছাড়া, ট্যাংকারটাকে দেখে মনে হচ্ছে পানিতে একটা প্রকাণ্ড লাশ ভাসছে।'

'জাহাজটার রক্তখেকো ইঁদুরগুলো যদি পালাতে শুরু করে থাকে,' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড, 'ওদেরকে আমি পানিতে বোট নামাতে দেখছি না কেন?'

আবার অবজার্ভেশন ভিউ পোর্টের সামনে চলে এল রানা। ওর ধারণা কোবরা ক্লাবের সদস্যরা নিশ্চয়ই পালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রশ্ন হলো কিভাবে পালাবে, কোথায় পালাবে? বোট না নামানোর তাৎপর্য কি? সাঁতার কেটে তীরে উঠবে, বাঘের পেটে যাবে বলে?

আবার ম্যারাবু মার্ভেলের খোল ভিউপোর্ট ঢেকে দিল। 'দেখতে পাচ্ছি, রামস্!'

এঞ্জিন রিভার্স করে গতি কমাল রামস্, অবিশ্বাস্য দক্ষতার সঙ্গে ম্যারাবু মার্ভেলের পাশে নিয়ে এল বেইবি বাব্‌লকে। তারপর স্পীড আবার বাড়িয়ে স্টার্ন সেকশনের পাশে চলে এল, যেখানে এঞ্জিন রূম মেশিনারি রাখা হয়।

কন্ট্রোল কেবিনে রয়েছে ববি মুরল্যান্ড, কমপিউটরাইজড্ আন্ডারওয়াটার রেডার সিস্টেম পরীক্ষা করছে গভীর মনোযোগের সঙ্গে। ধীরে ধীরে একটা হাত তুলল সে, তারপর নাড়ল সেটা। 'ত্রিশ ফুট পাশে চলে আসছে।'

রামস্ বেইবি বাব্‌লকে ঘোরাল। স্পার-এর শেষ মাথায় আটকানো চার্জ সরাসরি তাক করা হলো উল্টোদিকের অরক্ষিত এঞ্জিন রূমে। ম্যাগনেটিক চার্জ আঘাত করল খোলে। পরমুহূর্তে লাকশারি সাব দ্রুত পিছিয়ে এল। নিরাপদ দূরত্বে সরে আসার পর দাঁত থেকে নিঃশব্দে সাদা দ্যুতি ছড়াল মুরল্যান্ড। 'গুডবাই, টা-টা।' ডেটোনেটর সুইচে চাপ দিল সে। আরেকটা ভোঁতা আওয়াজ ভেসে এল কানে। প্রায় একই সঙ্গে বেইবি বাব্‌লকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল প্রেশার ওয়েভের ধাক্কা।

'হাইলি অ্যাডভান্সড্ এক্সপ্লোসিভ,' বলল রানা। 'যে গর্তটা তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করছি, টর্পেডো ছুঁড়েও অত বড় গর্ত তৈরি করা যায় না।'

'ববি, তুমি আর আমি ভিজলে কোন সমস্যা আছে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিসের সমস্যা!' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল মুরল্যান্ড।

দ্রুত ওয়েট সুট পরল ওরা। ডাইভ গিয়ারে সজ্জিত হতে তিন মিনিটের বেশি লাগল না। সেফটি এস্কেপ চেম্বার হয়ে পানিতে বেরিয়ে এল দু'জন। স্পার-এর মাথায় আরেকটা চার্জ ফিট করে ফিরে আসতে ওদের সময় লাগল মাত্র সাত মিনিট। এয়ারলকের ভেতর ঢুকেছে ওরা, অমনি শেষ আঘাতটা হানার জন্যে বেইবি বাব্‌লকে নিয়ে ম্যারাবু মার্ভেলের দিকে ছুটল রামস্।

কন্ট্রোল কেবিনে ফিরে এল মুরল্যান্ড ও রানা। ইতিমধ্যে ট্যাংকারের খোলে চার্জ আটকে বেইবি বাব্‌লকে পিছিয়ে আনতে শুরু করেছে রামস্।

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল মুরল্যান্ড। রামস্ বলামাত্র রিমোট কন্ট্রোলের খুদে লিভারে চাপ দিল সে। চার্জ বিস্ফোরিত হলো, ম্যারাবু মার্ভেলে তৈরি হলো আরেকটা গর্ত।

'হাতের কাজ দেখার জন্যে সারফেসে একবার উঠব নাকি?' রানাকে জিজ্ঞেস করল রামস্।

'এখুনি নয়। তার আগে আমার একটা কাজ আছে।'

পায়ের তলায় হুইল হাউসের ডেক ঝাঁকি খেলো; দ্বিতীয় চার্জের বিস্ফোরণে ট্যাংকারের গায়ে তৈরি হলো আরেকটা গর্ত। জাভালার মনে হলো ঠিক তার

পায়ের তলায় বিস্ফোরণটা ঘটেছে। স্টার্ন সুপারস্ট্রাকচার থরথর করে কেঁপে উঠল। জাভালা দেখতে পাচ্ছে না, তবে কাছে ও দূরের যে-সব জেলেরা নৌকা নিয়ে এলাকা ছেড়ে পালাতে পারেনি তারা দেখল কিম্ভূতকিমাকার ট্যাংকারের বো ধীরে ধীরে পানি ছেড়ে ওপরে উঠতে শুরু করেছে।

জাভালা ভেবেছিল বিস্ফোরণের ফলে যতই ক্ষতি হোক, ট্যাংকার অচল হয়ে পড়বে না, দ্বীপটাকে পাশ কাটিয়ে আরও দশ কিলোমিটার এগিয়ে নদীর সরু অংশে ঠিকই পৌঁছাতে পারবে তারা। শুধু ওখানে আগুন ধরালেই কাজ হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই; কাজেই সময়ের আগে এবং জায়গামত না পৌঁছে গোণা-গুণতি কয়েকটা গাছে আগুন লাগিয়ে শত্রুর চোখে হাস্যাস্পদ আর মনিবের চোখে ঘৃণ্য অদক্ষ প্রমাণিত হতে রাজি নয় সে।

কিন্তু পরবর্তী বিস্ফোরণটা তার চিন্তা-ভাবনা এলোমেলো করে দিল। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে ম্যারাবু মার্ভেলের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেল। ট্যাংকারটা দুশো ফুট পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে।

এঞ্জিনের আওয়াজ আগেই থেমে গেছে। ব্রিজে, ক্যাপটেনের চেয়ারে বসে মুখ ও হাত থেকে রক্ত মুছছে জাভালা, উইন্ডশীল্ডের ভাঙা কাঁচের টুকরো এসে চামড়া কেটে দিয়ে গেছে। তার ধারণা, এঞ্জিন রূম থেকে ওরা কেউ পালাতে পারেনি। দুটো গর্ত থেকে টন-কে-টন পানি ঢুকছে ভেতরে, পালাবার সময়ই পায়নি তারা।

দাঁড়াল জাভালা। এক হাতে কপালের ক্ষতটায় তোয়ালে চেপে ধরে আছে, অপর হাতটা বাড়িয়ে একটা কেবিনেটের দরজা খুলল। প্যানেল ভর্তি সুইচগুলোর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল সে। তারপর হাত লম্বা করে টাইমার সেট করল বিশ মিনিটে। মাথাটা ঠিক মত কাজ করছে না, ভেবে দেখল না অতিকায় ট্যাংকগুলোর প্রোপেইন বিস্ফোরিত হবার আগেই ম্যারাবু মার্ভেল পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। বিশ মিনিট খুব কম সময় নয়।

জাহাজের বাইরের দিকের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল শেরম্যান, জাভালার সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। তার সারা শরীরে দশ-বারোটা ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে।

'এলিভেটরে চড়োনি?' জিজ্ঞেস করল জাভালা, জানে উত্তরটা কি হবে।

'ওটা চলছে না,' শেরম্যান হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'দশটা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো আমাকে।'

'তোমার উচিত ছিল সরাসরি এস্কেপ সাব-এ চলে যাওয়া।'

'আপনাকে ছাড়া কোথাও আমি যাব না।'

'তোমার এই বিশ্বস্ততার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

'আপনি চার্জ সেট করেছেন?'

'বিশ মিনিট পর সবগুলো এক সঙ্গে ফাটবে।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে শেরম্যান বলল, 'একমাত্র ভাগ্যই বলতে পারে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারব কিনা।'

অকস্মাৎ কেঁপে উঠল জাহাজ। পিছন দিকে কাত হয়ে পড়ল বেশ কিছুটা।

'লোকজন সব পালাতে পেরেছে?' জিজ্ঞেস করল জাভালা।

'আমার ধারণা, যারা পেরেছে তারা এতক্ষণ সাব-এ পৌঁছে গেছে। তবে মারা গেছে বেশ কয়েকজন। সার, আমাদের কিন্তু দেরি করা উচিত হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ, চলো।'

এস্কেপ সাব-এর খোলা হ্যাচে পৌঁছাল ওরা হাঁটু সমান পানি ভেঙে। ট্যাংকারের স্টার্ন দ্রুত ডুবে যাচ্ছে।

হ্যাচ গলে মেইন প্যাসেঞ্জার কেবিনে সবার শেষে নামল জাভালা। চীফ এঞ্জিনিয়ারকে দেখা গেল ওখানে, মুখোমুখি সীটে বসে রয়েছে আরও দু'জন। জাভালা ধরে নিল তার টীমের বাকি সবাই মারা গেছে।

চীফ এঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে কন্ট্রোল ককপিটে ঢুকল জাভালা। পাশাপাশি বসল ওরা। ব্যাটারির সুইচ অন করা হলো।

ওদের মাথার ওপর থেকে ম্যারাবু মার্ভেলের কর্কশ ধাতব গোঙানি ভেসে আসছে, বো শূন্যে উঠছে বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছে গোটা কাঠামো। আর মাত্র কয়েক মিনিট, তারপরই গোত্তা খেয়ে নদীর গভীরে নেমে যাবে ট্যাংকার।

প্রপালশান মোটর চালু করতে যাবে জাভালা, বুদ্বুদ আকৃতির উইন্ডশীল্ডের বাইরে চোখ পড়তে ঘোলা জলের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত আকৃতির একটা জলযানকে এগিয়ে আসতে দেখল সে। প্রথমে ভাবল কোন লঞ্চ বা ছোট স্টীমার হবে, যুদ্ধের মাঝখানে পড়ে ডুবে যাচ্ছে। তারপরই অদ্ভুতদর্শন ইয়টটার কথা মনে পড়ে গেল তার, যেটাকে সে পানির নিচে ডুব দিতে দেখেছিল। জলযানটা যত কাছে আসছে, ততই স্পষ্ট হচ্ছে লম্বা ধাতব স্পার, বো থেকে বেরিয়ে আছে। অকস্মাৎ রহস্যময় বোটটার উদ্দেশ্য জাভালার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

ছুটে এসে আঘাত করল বেইবি বাব্‌ল্-এর স্পার। এলএনজি ট্যাংকারের খোল আর এস্কেপ সাব যেখানে জোড়া লেগে এক হয়ে আছে, ঠিক সেখানে, ওই জোড়া লাগানোর মেকানিজমে লাগল আঘাতটা। রিলিজ পিনগুলো জ্যাম করে দিয়েছে। জাভালার মুখ আড়ষ্ট হয়ে গেল, যেন প্লাস্টার করা একটা ডেথ মাস্ক। উন্মত্তের মত রিলিজ মেকানিজমের হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু তার ভাগ্যের চাকা থেমে গেছে, আর ঘুরবে না।

চীফ এঞ্জিনিয়ার চিৎকার করছে, 'আমরা খোল থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছি না কেন?' আতংকে বিকৃত হয়ে উঠল গলা। 'তাড়াতাড়ি করুন। তা না হলে জাহাজের নিচে চাপা পড়ে সাব চ্যাপ্টা হয়ে যাবে!'

হাতল ধরে এখনও টানা-হ্যাঁচড়া করছে জাভালা, সবুজাভ ঘোলা পানির দিকে তাকাতে অদ্ভুতদর্শন জলযানটার বিরাট ভিউ পোর্টে একজন লোককে বসে থাকতে দেখল সে। চেহারাটা চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। সেই কালো চুল, বড় আকৃতির চোখে হিম দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে নির্মম এক চিলতে হাসির রেখা। 'রানা!' হাঁপিয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তে সাবকে তলায় নিয়ে দ্রুতবেগে নামতে শুরু করল ট্যাংকার। জাভালার চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল বেইবি বাব্‌ল্, মাসুদ রানা, পৃথিবীর সৌন্দর্য, আলো ও বাতাস, তার পরিচিত গোটা জগৎ–চিরকালের জন্যে।

নদীর নিচে শুধু চ্যাপ্টা নয়, পলিমাটির অনেক গভীরে কবর হয়ে গেল তার। কবরের ঢাকনি হিসেবে থাকল আট গম্বুজ বিশিষ্ট ম্যারাবু মার্ভেল।

ষোলো

এ নিয়ে প'রপর তিন দিন কংগ্রেশন্যাল কমিটির শুনানি চলছে। অন্যান্য দিনের মত আজও সকাল থেকে জেরা করা হচ্ছে লীফ গডফ্রে হেরকুলকে, মাঝখানে লাঞ্চের জন্যে এক ঘণ্টা বিরতি ছিল, এখন বাজে রাত ন'টা। সব মিলিয়ে আট ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয়েছে দুনিয়ার অন্যতম ধনী রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীকে।

হেরকুল একা নয়, তার সঙ্গে অ্যাটর্নিদের একটা বাহিনীও উপস্থিত। কিন্তু কমিটির চেয়ারপারসন তাদেরকে প্রায় কোন কথাই বলতে দিচ্ছে না। তার যুক্তি হলো, প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফ্যালকন করপরেশন আর ব্যক্তি হিসেবে সিনেটর হেরকুলের বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ সহ গুরুতর অসংখ্য অপরাধের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কমিটির কাছে, সেগুলো সম্পর্কে যা কিছু বলবার একমাত্র সিনেটর হেরকুলকেই বলতে হবে, অন্য কারও আইনী ম্যারপ্যাচের কথা কমিটি শুনতে আগ্রহী নয়।

কি কি অকাট্য প্রমাণ?

প্রথম প্রমাণ: ফ্যালকন হেডকোয়ার্টারের কমপিউটরে হানা দিয়ে নুমার কমপিউটর জাদুকর ল্যারি কিং যুক্তরাষ্ট্রের আটচল্লিশটা রাজ্যের একটা ম্যাপ পেয়েছে, সেই ম্যাপে দেখা যাচ্ছে এক ঝাঁক কালো রেখা দেশ ও বিদেশের তেলখনি থেকে রিফাইনারি, রিফাইনারি থেকে বড় বড় শহর পর্যন্ত বিস্তৃত। এটা হলো হেরকুল ও ফ্যালকনের নেতৃত্বে গঠিত একটা কার্টেলের অয়েল ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম। এই তেলখনিগুলো বেশিরভাগ তেলশূন্য, ঘুষ দিয়ে এ-ধরনের রিপোর্ট আদায় করা হয় এক্সপার্টদের কাছ থেকে, তারপর সেগুলো কিনে নিয়ে মাটির তলায় পাইপ লাইন বসিয়ে রিফাইনারিতে ক্রুড অয়েল নিয়ে যাওয়া হয়।

দ্বিতীয় প্রমাণ: একটা কমপিউটর ডিস্ক, যাতে আছে হেরকুল ও ফ্যালকনের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহীতা রাজনীতিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের নামের তালিকা।

তৃতীয় প্রমাণ: ভারতে পালিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে তাড়া খেয়ে পালায় পাকিস্তানে, কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাকে গ্রেফতার করে তুলে দিয়েছে সিআইএ-র হাতে। নাম বোরহানউদ্দিন রাখাইন। বোরহান স্বীকার করেছে, চট্টগ্রামের বহির্নোঙ্গরে নোঙর ফেলা সুপারট্যাংকার ব্রাইট ব্লুর খোলে লিমপেট মাইন ফিট করতে গিয়ে নৌ-বাহিনীর ফ্রগম্যানদের হাতে যে পাঁচজন ডুবুরি ধরা পড়েছে তারা তারই দলের, রাখাইন সম্প্রদায়ের লোক। এক প্রশ্নের উত্তরে বোরহান জানিয়েছে, ফ্যালকন করপরেশনের সম্পর্ক আছে এরকম একটা ভারতীয় কোম্পানির কাছ থেকে আগেও সে প্রচুর টাকা পেয়েছে। এবারকার এই কাজটার জন্যে তাকে দেয়া হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা।

শুনানি চলাকালে বাংলাদেশে হেরকুলের ডান হাত কাকাস জাভালা আর তার

মার্সেনারিরা কি কাণ্ড করেছে, তারও বিস্তারিত একটা রিপোর্ট পড়ে শোনানো হলো।

কাকাস জাভালা মারা গেছে, সুন্দরবন অক্ষত আছে, এ-খবর শুনে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার অবস্থা হলো হেরকুলের। অ্যাটর্নিরা হৈ-চৈ তুলে দাবি জানাল, উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, আজকের মত শুনানি এখানে শেষ করা হোক।

লরেলি রাজি হলো, তবে শর্ত দিল, 'কিন্তু কাল সকালে আমরা ন'টা থেকে বসব, এক ঘণ্টা আগে। এবং কাল সিনেটর হেরকুল চুপ করে থাক্‌লে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবেন–সেটা একশো বছরের জেলও হতে পারে।'

পরদিন সকালে বেড রূমে লীফ গডফ্রে হেরকুলের লাশ পাওয়া গেল। এফবিআই এক্সপার্টরা লাশ পরীক্ষা করে জানাল, 'আত্মহত্যা। কপালে, ক্ষতের পাশে প্রচুর গান পাউডার রয়েছে।'

নুমা বিল্ডিঙে ঢুকে এবার সরাসরি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের চেম্বারে চলে এল রানা ও মুরল্যান্ড, আশপাশে কোথাও ল্যারি কিংকে দেখতে পেল না। নুমা চীফ তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জর্জ রেডক্লিফকে নিয়ে ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। ঘন ঘন পাইপে টান দিচ্ছিলেন, সেটা নামিয়ে চেয়ার ছেড়ে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়লেন, করমর্দনের জন্যে বাড়িয়ে দিলেন হাতটা। 'গ্রেট জব, রিয়েলি আ গ্রেট জব,' পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি। রানার হাতটা বারবার ঝাঁকাচ্ছেন। 'আইডিয়াটা সত্যি ব্রিলিয়ান্ট–একটা স্পারের মাথায় আন্ডারওয়াটার এক্সপ্লোসিভ ভর্তি ম্যাগনেটিক ক্যানিস্টার। জাহাজটার অর্ধেক স্টার্ন উড়িয়ে দিয়েছে, অথচ প্রোপেইন ট্যাংকগুলোকে বিপদের মধ্যে ফেলেনি।'

'আসলে ভাগ্যগুণে ওটা কাজ করেছে,' নিজের কৃতিত্ব চিরকালই ছোট করে দেখাতে অভ্যস্ত বিনয়ী মাসুদ রানা।

রেডক্লিফও রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। 'নদী পরিষ্কার করতে নিশ্চয়ই খুব ঝামেলা হবে, তাই না, মিস্টার রানা?'

'তা তো একটু হবেই। তবে এ-ও ভেবে দেখতে হবে পরিণতি আরও কত ভয়ংকর হতে পারত।'

'তোমার বসের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে,' অ্যাডমিরাল বললেন। 'কোন স্যালভিজ কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার নেই, নুমাই নিজ খরচে কাজটা করে দেবে। ট্যাংকগুলোর মাথা সারফেস থেকে মাত্র ত্রিশ ফুট নিচে। ডাইভারদের জন্যে পাইপ ফিট করা কোন সমস্যা নয়, তারপর পাম্প করে অন্য একটা এলএনজি ট্যাংকারে সব গ্যাস সরিয়ে নিলেই হবে।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার হ্যামিলটন।'

'প্লেন জার্নি করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ তোমরা,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'ভাইকিংদের গুপ্তধন আর ডক্টর ইসলামের ফর্মুলা খুঁজতে বেরুবার আগে যাও দুটো দিন বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

'গুপ্তধন খুঁজতে হবে না, মিস্টার হ্যামিলটন,' বলল রানা। 'ডক্টর ইসলাম ম্যাপ এঁকে বলে দিয়ে গেছেন কোথায় আছে।'

'ভাল কথা,' রেডক্লিফ বললেন, 'কিং বলছিল সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়, মিস্টার রানা।'

নুমা হেডকোয়ার্টারের কমপিউটর ফ্লোরে এসে ল্যারি কিংকে ছোট একটা স্টেট রূমে পেল রানা, ডক্টর সিরাজুল ইসলামের লেদার ব্রিফকেসের ভেতর একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। রানাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে, হাত তুলে ব্যাগের ভেতরটা ইঙ্গিতে দেখাল। 'একেবারে সময় মত এসেছ, দোস্ত। এখন থেকে ঠিক ত্রিশ সেকেন্ড পর এটায় তেল ভরা শুরু হবার কথা।'

'তারমানে আগের মতই নির্দিষ্ট একটা টাইমটেবল্ ধরে ঘটছে ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ, ঘড়ির কাঁটা ধরে। ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা পরপর তেলে ভরে উঠতে শুরু করে।'

'কোন ধারণা আছে, ব্যাপারটা সব সময় আটচল্লিশ ঘণ্টা পর পর কেন ঘটছে?'

'এটা নিয়ে কাজ করছে ভীনাস,' বলল কিং, ভারী স্টীলের দরজা বন্ধ করে দিল–এ-ধরনের দুর্ভেদ্য দরজা শুধু ব্যাংক ভল্টে ব্যবহার করা হয়। 'সেজন্যেই তোমাকে আমি স্টেট রূমে ডেকেছি। আগুন লাগলে গুরুত্বপূর্ণ ডাটা নষ্ট হতে পারে, তাই এটার দেয়াল ইস্পাতের তৈরি। রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, সাউন্ড, লাইট–এই দেয়াল ভেদ করে কিছুই ঢুকতে পারবে না।'

'অথচ তারপরও ব্যাগটা তেলে ভরে যাচ্ছে?'

'নিজের চোখেই দেখো।' হাতঘড়ির ওপর চোখ রাখল কিং, আঙুলের গিঁট দিয়ে শেষ কয়েকটা সেকেন্ড গুণছে। 'এবার!' হিস হিস করল সে।

রানার চোখের সামনে ডক্টর ইসলামের লেদার কেস তেলে ভরে উঠছে, যেন অদৃশ্য কোন হাত থেকে ঢালা হচ্ছে জিনিসটা। 'এ কোন ধরনের চালাকি না হয়ে যায় না।' মাথা নাড়ছে রানা।

'ভুল।' ঢাকনি বন্ধ করে দিল মুরল্যান্ড। 'এর মধ্যে কোন চালাকি নেই।'

'কিন্তু···তাহলে কিভাবে?'

'ভীনাস আর আমি অবশেষে উত্তরটা খুঁজে পেয়েছি। ডক্টর ইসলামের এই কেস আসলে একটা রিসিভার।'

'কিছুই বুঝলাম না,' বলল রানা, বিমূঢ়।

ভারী স্টীল ডোর খুলে রানাকে নিয়ে নিজের সফিস্টিকেটেড কমপিউটর সিস্টেমের কাছে ফিরে এল কিং। নিজের স্টেজে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল রূপসী, উদ্ভিন্নযৌবনা শ্রীমতী ভীনাসকে। ওদেরকে দেখে হাসল সে। 'হাই, রানা, আই মিসড্ ইউ।'

হেসে ফেলল রানা। 'আমি ফুল আনতে পারতাম, কিন্তু তুমি তো ধরতে পারবে না।'

'বস্তু বা পদার্থ না থাকাটা হাসির কোন ব্যাপার নয়, এই আমি তোমাকে বলে দিলাম।'

'ভীনাস,' বলল কিং, 'রানাকে শোনাও ডক্টর ইসলামের লেদার কেস সম্পর্কে

আমরা কি জানতে পেরেছি।'

'আমার সার্কিট বোর্ডকে প্রবলেমটা দিতে,' বলল ভীনাস, 'সমাধান পেতে এক ঘণ্টাও লাগেনি।' রানার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল সে, ওর প্রতি যেন তার বিশেষ অনুভূতি আছে। 'কিং তোমাকে বলেছে কেসটা আসলে একটা রিসিভার?'

'হ্যাঁ, কিন্তু কি ধরনের রিসিভার?'

'কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন।'

রানা ভীনাসের দিকে তাকিয়ে থাকল। 'তা সম্ভব নয়। বর্তমান ফিজিক্সের বাস্তবতায় টেলিপোর্টেশন অসম্ভব।'

'অ্যানালিসিস শুরু করার সময় আমি আর কিং-ও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এটা ফ্যাক্ট, বাস্তব সত্য। এই কেসে যে তেল আসছে সেটা এমন কোন একটা চেম্বারে প্রথমে রাখা হচ্ছে যে চেম্বারে এই তেলের প্রতিটি অ্যাটম ও মলিকিউল গণনা করা হয়। তারপর তেলটাকে বদলে কোয়ান্টাম অবস্থায় নিয়ে গিয়ে রূপান্তর ঘটানো হয় রিসিভিং ইউনিটে–সেন্ডিং চেম্বারের হিসাব অনুসারে অ্যাটম ও মলিকিউলের সংখ্যা ঠিক রেখে। বুঝতেই পারছ, অসম্ভব জটিল একটা পদ্ধতিকে তোমার সামনে জলবৎ তরলং করে পরিবেশন করছি। আমার কাছে এখনও যেটা অবিশ্বাস্য ঠেকছে, নিরেট বাধার ভেতর দিয়ে কিভাবে পাঠানো হচ্ছে তেলটা, তা-ও আলোর গতিতে।'

'জানো তুমি কি বলছ?' জিজ্ঞেস করল রানা, নিজেকে সম্মোহিত মনে হচ্ছে ওর।

'অবশ্যই আমরা জানি,' জবাব দিল ভীনাস। 'এটা অবিশ্বাস্য সায়ান্টিফিক ব্রেকথ্রুর একটা প্রমাণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, তবে এ নিয়ে খুব বড় কিছু আশা না করাটাই ভাল। মানুষকে টেলিপোর্টেশনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে পাঠিয়ে দেয়া কোনকালেই সম্ভব হবে না। এমনকি, এ যদি সম্ভব হয় যে একজন মানুষকে এক হাজার মাইল দূরে পাঠিয়ে দেয়া গেল এবং এক হাজার মাইল দূর থেকে তাকে গ্রহণও করা গেল, তারপর অ্যাটম ও মলিকিউল একত্রিত করে আবার রি-ক্রিয়েট করলাম তাকে, তাহলেও সমস্যা দেখা দেবে–তার মন ও মাথায় গাঁথা স্মৃতি ও তথ্য তো টেলিপোর্টেড হবে না, যা সে সারা জীবন ধরে সঞ্চয় করেছে। রিসিভিং চেম্বার থেকে সদ্যোজাত একটা শিশুর ব্রেইন নিয়ে বেরিয়ে আসবে সে। তেল কি? লিকুইড হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য মিনারেল দিয়ে তৈরি। মানুষের তুলনায় তেলের মলিকিউলার-এর গঠন অনেক অনেক কম জটিল।'

একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা, মরিয়া হয়ে টুকরোগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে। 'এটা খুবই বিস্ময়কর যে ডক্টর ইসলাম যখন একটা বৈপ্লবিক ডাইনামিক এঞ্জিন তৈরি করছিলেন, প্রায় ওই একই সময়ে কাজ করার মত একটা টেলিপোর্টারও আবিষ্কার করে গেছেন।'

'ওই ভদ্রলোক ছিলেন বিরল একটা প্রতিভা,' বলল ভীনাস। 'এখন দেখো তোমরা তাঁর সেন্ডিং চেম্বারটা খুঁজে পাও কিনা। ওটা পেলে পরীক্ষা করে দেখতাম, তাঁর এই আবিষ্কার কিভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়।'

'ভাইকিং জলদস্যুদের গুপ্তধনের যে ম্যাপ তিনি দিয়ে গেছেন, আমার ধারণা সেখানেই পাওয়া যাবে তাঁর গোপন ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরিটাও,' বলল রানা। 'আর ওই ল্যাবেই টেলিপোর্টেশনের সেন্ডিং চেম্বারটা থাকার কথা।'

'ভেরি গুড। পেলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো,' বলল ভীনাস।

'অবশ্যই। আশা করি কালই সব পেয়ে যাব আমরা,' বলল রানা। 'ম্যাপ যখন আছে, খুঁজে বের করতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

ছাব্বিশ ফুট লম্বা নুমার একটা ওঅর্ক বোট নিয়ে রওনা হয়েছে ওরা, হাডসন নদী ধরে উজানের দিকে যাচ্ছে। সেনসর থেকে আসা সিগন্যাল সাইড-স্ক্যান সোনার-এর রেকর্ডিং ইউনিটে পাঠানো হচ্ছে, মুরল্যান্ড তাকিয়ে আছে রঙিন থ্রী ডাইমেনশনাল ডিসপ্লে-র দিকে, তাতে নদীর তলা, জলমগ্ন পাথর, গভীর গহ্বরের মুখ ইত্যাদি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

হাল ধরেছে তৃষা, রানার পরামর্শ অনুসারে খুব সাবধানে চালাচ্ছে ওঅর্ক বোটটাকে। আজ খাকি শর্টস পরেছে সে, শার্টটা নীল সুতি। পিঠে বিশাল একটা বেণী ঝুলছে, যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। সব মিলিয়ে ভারি আকর্ষণীয়া লাগছে তাকে, তবে সেটা উপভোগ করার সুযোগ নেই রানার। কারণ ওঅর্ক বোটের বো-র কাছে একটা লন চেয়ারে বসে আছে ও, হাতে কাপ ভর্তি কালো কফি।

নদীর দু'পাশ তৈরি হয়েছে আগ্নেয়গিরি থেকে বেরিয়ে আসা লাভা পাথর দিয়ে। যতদূর দৃষ্টি যায় পাহাড়ী এলাকা। গাছপালা প্রায় নেই বললেই চলে।

'বাবার ফার্ম পড়বে আর দুশো গজ সামনে,' ওদেরকে জানাল তৃষা।

'কোন রীডিং, ববি?' উইন্ডশীল্ড খুলে যেতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'পাথর আর পলি,' সংক্ষেপে জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'পলি আর পাথর।'

'পাথরের তৈরি ঢাল-এর খোঁজে চোখ খোলা রাখো।'

'তোমার ধারণা ডক্টর ইসলামের ম্যাপে যে গহ্বর বা গুহার কথা বলা হয়েছে সেটা মাদার নেচার ঢেকে দিয়েছে?'

'আমার ধারণা কোন মানুষ–ডক্টর ইসলাম নিজে।'

'একশো গজ,' সাবধান করার সুরে বলল তৃষা।

দশ মিনিট পর এক গাদা পাথরের একটা স্তূপ সত্যি সত্যি ফুটে উঠল ডিসপ্লেতে, দেখে মনে হলো পাথরগুলো মানুষের হাতে সাজানো। পাথরের গায়ে অস্পষ্ট বাটালির দাগ। কিন্তু সোনার কোন টানেল বা গুহার লক্ষণ প্রকাশ করছে না। তবে রানা যুক্তি দেখাল, পানির নিচে নিজেদেরকে নেমে দেখতে হবে, কারণ এই জায়গাটা ডক্টর ইসলামের স্টাডি-র ঠিক নিচে–অন্তত ম্যাপে সেরকমই দেখা যাচ্ছে।

ওয়েট সুট, অক্সিজেন বটল, ওয়েট বেল্ট, দস্তানা, ফিন আর হুড পরে তৈরি হলো ওরা। পানির ওপর পিঠ দিয়ে আছাড় না খেয়ে একটা মই বেয়ে পানির দশ ফুট নিচে নেমে এল– আগে রানা, পিছনে মুরল্যান্ড।

পাথরের স্তূপটা বিশাল, দু'জন দু'দিক থেকে কাজ শুরু করল। আধ ঘণ্টা

পর পর বোটে ফিরে এল ওরা, প্রতিবার একমত হলো যথেষ্ট পাথর সরানো হয়নি। সারাটা দিন এই রকম চলল। দুপুরের দিকে ওরা আবিষ্কার করল, স্তূপটা আসলে প্রায় এক মাইল লম্বা, শ্যাওলায় ঢাকা পড়ে থাকায় প্রথমে বোঝা যায়নি। কোন মানুষ এটা তৈরি করেনি। হতে পারে টানেল থেকে বেরুবার সময় কিছু পাথর সরানো হয়েছিল, পরে আবার তা সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

বেলা দুটোর পর ক্লান্ত হয়ে বোটে ফিরে এসে বসে থাকল মুরল্যান্ড। তৃষাকে বলল, 'কোথাও আমাদের নির্ঘাত ভুল হয়েছে। এত বড় পাথরের স্তূপের তলায় গুহার মুখটা ঢেকে রেখে গেছেন ডক্টর ইসলাম, এ স্রেফ সম্ভব নয়।'

ঠিক এই সময় পানির ওপর মাথা তুলে অক্সিজেন মাস্ক খুলে রানা বলল, 'একটা টানেল পেয়েছি!'

আর কিছু বলতে হলো না। তিন মিনিট পর দেখা গেল রানার পিছু নিয়ে স্রোতের বিরুদ্ধে এগোচ্ছে মুরল্যান্ড ও তৃষা। চারদিকে পাথুরে আবর্জনা, শ্যাওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে। টানেলটা সরু। রানা শুধু মুখটা উন্মুক্ত করেছে। ভেতরটা ফাঁকাই ছিল। কতদূর এল, তৃষার কোন ধারণা নেই। হঠাৎ অনুভব করল তার একটা হাত ধরে টান দিচ্ছে রানা। নিজেকে ওর হাতে ছেড়ে দিল সে। কয়েক সেকেন্ড পর রানার সঙ্গে সে-ও পানির ওপর মাথা তুলল।

তিনজনের মাথা একযোগে উঠে এল পানি থেকে। মাউথপীস খুলল ওরা, পিঠ থেকে অক্সিজেন বটল নামাল, হেলমেট খুলল, তারপর চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ল। এটা অবিশ্বাস্য আকৃতির বিশাল এক গুহা। ওদের মাথার ওপর ছাদটা দুশো ফুট ওপরে। কি আবিষ্কার করেছে পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও হকচকিয়ে গেছে ওরা।

সতেরো

পানি থেকে চার ফুট উঁচু বিশাল একটা কারনিসে কাঠের তৈরি ছয়টা বোট পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়েছে দোলনাকৃতির কাঠামোতে আটকে—ছয় জাহাজের একটা মিছিলের মত লাগছে দেখতে। বোটগুলো ওক কাঠের তৈরি, সবচেয়ে বড়টা ষাট ফুট লম্বা। টানেলের পানিতে পড়া রোদের প্রতিফলন সুগঠিত খোলগুলোর গায়ে আলো ফেলে বিচিত্র সব নকশা তৈরি করছে।

'ওগুলো ভাইকিংদের জাহাজ,' বিহ্বল তৃষা ফিসফিস করল। 'কতকাল আগে থেকে এখানে আছে অথচ কেউ জানে না।'

'তোমার বাবা জানতেন,' বলল রানা। 'তিনি প্রাচীন জলদস্যুদের শিলালিপি আর নিকট অতীতের ভাইকিংদের সাংকেতিক ভাষার অর্থ বের করে এই গুহার সন্ধান পেয়েছিলেন। আমরা নদী হয়ে এই গুহায় ঢুকেছি; কিন্তু তিনি ঢুকেছিলেন ওপর থেকে। তবে এই টানেলটার কথাই বলে গেছেন।'

'চলো, ঘুরেফিরে দেখা যাক,' বলল মুরল্যান্ড।

কারনিসে উঠল ওরা। একটা র‍্যাম্প পাওয়া গেল, সবচেয়ে বড় জাহাজটায় উঠে গেছে। গুহার ভেতর আলো খুব কম, তারপরও ফ্লোরবোর্ডে ছড়ানো-ছিটানো জিনিসগুলো চিনতে পারল ওরা। প্রাচীন একটা মমি পাওয়া গেল, কাঠের কফিনে শুয়ে আছে। মমির চারপাশে প্রচুর ফাঁকা জায়গা, ভরা হয়েছে শুধু বহুরঙা কাঁচের টুকরো দিয়ে। ভুলটা একটু পরই ভাঙল ওদের। ওগুলো কাঁচ নয়, অতি মূল্যবান পাথরের স্তূপ। হীরা, চুনি, পান্না, নীলা, গোমেদ থেকে শুরু করে ওদের চেনা সমস্ত পাথর রাশি রাশি স্তূপ হয়ে পড়ে আছে কফিনের ভেতর, ওজন করলে এক মণের বেশি হবে তো কম নয়।

এরকম কফিন ও মমি একটা নয়, এবং সবগুলোতেই রয়েছে বিপুল স্বর্ণালঙ্কার আর মূল্যবান রত্নের স্তূপ। কোন সন্দেহ নেই এরা সবাই এক একজন কুখ্যাত জলদস্যু ছিল। সারা জীবন ধরে দুনিয়ার বিভিন্ন জলসীমায় দস্যুতা করে যা সঞ্চয় করেছে সব সঙ্গে নিয়ে শুয়ে আছে এখানে, যাতে মরণের পরেও তাদেরকে কোন রকম আর্থিক সংকটে পড়তে না হয়।

ছোট ছোট দশটা কফিন পাওয়া গেল, প্রতিটি সোনার তৈরি। মুরল্যান্ড ধারণা করল প্রতিটি কফিনের ওজন হবে দুই মণ। তৃষা বলল, 'এগুলো সম্ভবত বোম্বেটেদের ছেলেদের মমি।'

'এসো, বাকি বোটগুলো দেখি।' ওদেরকে নিয়ে বড় জাহাজটা থেকে নেমে এল রানা।

দ্বিতীয় বোটটা পঞ্চাশ ফুট লম্বা। ভেতরে কিছুই পাওয়া গেল না। এক এক করে বাকি চারটে বোটও খালি পেল ওরা। শেষ বোটটা থেকে নেমে আসার সময় দেখা গেল রানা মাথা চুলকাচ্ছে।

'কি হলো, রানা?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'বোটগুলো একদম খালি, এটা ঠিক যেন মিলছে না—মানে, মানাচ্ছে না,' ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে বলল রানা।

'পাঁচটা বোটের কোথাও কিছু নেই, নিজের চোখে দেখার পরও এ-কথা বলছ?'

'আচ্ছা, আমরা কি বোটগুলোর কার্গো হোল্ড সার্চ করেছি?'

তৃষা ও মুরল্যান্ড দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর একযোগে মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'দেখা উচিত না?'

সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ওরা। কার্গো হোল্ডের হ্যাচের ঢাকনি সরাতে কিছুই দেখা গেল না, কারণ ভেতরটা অন্ধকার। পকেট থেকে লাইটার বের করে প্রথমে ধাপ বেয়ে নিচে নামল মুরল্যান্ড। এক মিনিট পর নিচে থেকে সে বলল, 'হুজুর, সেলাম বারে বার!'

'কি বলছে ও?' তৃষা হতভম্ব। 'বাংলায়?'

'রানাকে সালাম করছি,' নিচে থেকে আবার বলল মুরল্যান্ড। 'ওকে যে আমি চিরকাল ওস্তাদ মানি, সেটা শুধু শুধু না। আর একটু হলে আমরা পাঁচ হাজার মণ সোনা হারাচ্ছিলাম।'

'ও পাগল হয়ে গেছে,' নার্ভাস হেসে বলল রানা। 'এত সোনা কোত্থেকে আসবে!'

সিঁড়ি বেয়ে হোল্ডে নামবে কি, তৃষা আর রানা বলতে গেলে একরকম স্বেচ্ছায় হড়কে নিচে পড়ল।

তারপর রানা উপলব্ধি করল, কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলেনি প্রিয় বন্ধু ববি। ওর হিসেবটা বরং রক্ষণশীলই। অলংকারের স্তূপ নয়, নিরেট সোনার ইঁট, একেকটার ওজন দশ কেজির কম হবে না, হোল্ডের মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত সাজানো। থাক করে রাখা ইঁটের পাহাড়ের ফাঁকে সরু প্যাসেজ, ভেতরে ঢুকে ঘুরেফিরে দেখল ওরা। সোনার ইঁট একটা দেখাও যা, হাজারটা দেখাও তাই, তবু ওদের মন আর চোখের সাধ মিটছে না। একে একে আরও চারটে জাহাজের কার্গো হোল্ডে নেমে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল ওরা, এক সঙ্গে এত সোনা দেখে আবেগে আপ্লুত।

জাহাজ থেকে কারনিসে নেমে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। কিছুক্ষণ পর একটা সাইড টানেল থেকে বেরিয়ে এসে মুরল্যান্ড বলল, 'আমি আরেক রহস্যের সমাধান খুঁজে পেয়েছি।'

'আরেক রহস্য?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখানেই কোথাও যদি ডক্টর ইসলামের গোপন ল্যাব থেকে থাকে, তাঁর ইলেকট্রিক এনার্জির উৎসটা কোথায়, সেটাই আমি পাশের ওই গুহায় খুঁজে পেয়েছি। তিনটে পোর্টেবল জেনারেটিং ইউনিট; যে পরিমাণ ব্যাটারির সঙ্গে কানেকশন দেয়া আছে, ছোট একটা শহরের চাহিদা মেটাতে পারবে।' ডকের দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সে, ওদিকে মোটা ইলেকট্রিকাল কেবল্ ঝুলে থাকতে দেখা যাচ্ছে, শেষ মাথাটা সবচেয়ে বড় জাহাজটার ভেতর।

'ওই জাহাজের কার্গো হোল্ড কিন্তু দেখা হয়নি!' রুদ্ধশ্বাসে বলল তৃষা। 'আমার ধারণা শুধু ওটাতেই কোন সোনা নেই, তার মানে বাবার গোপন ল্যাবটা বোধহয় ওখানেই।'

রাম্প বেয়ে আবার ওরা বড় জাহাজটায় উঠে এল। হ্যাচের ঢাকনি খুলে রানা বলল, 'লেডিস ফার্স্ট।'

বুকে হাত দুটো বেঁধে তৃষা যেন তার হৃৎপিণ্ডের লাফালাফি কমাতে চাইছে। তার বহুদিনের ইচ্ছে যে জায়গায় বসে বাবা সারা জীবন বিজ্ঞানের সাধনা করে গেছেন নিজের চোখে সেই জায়গাটা একবার দেখা। তারপরও কেন কে জানে তার ভয় ভয় করছে। রানা যেন একটা ভূতের আস্তানায় নামতে বলেছে তাকে। তবে পিছাল না, সাহস করে ধাপ বেয়ে নেমে এল নিচে। ওর পিছু নিয়ে রানাও নামল, দেয়াল হাতড়াতে আলোর সুইচটা পেয়ে গেল।

কার্গো হোল্ডটা ছোট ছোট কমপার্টমেন্টে ভাগ করা। ওরা নেমেছে একটা শোবার ঘরে। বিশ্রাম নেয়ার সব ব্যবস্থাই আছে এখানে। পাশের কমপার্টমেন্টটা আকারে প্রথমটার চেয়ে বড়। এটা একটা ওঅর্কশপ ও কেমিস্ট্রি ল্যাবরেটরি। কেমিক্যাল ল্যাব অ্যাপারেটাস যা যা দরকার হয়, সবই সাজানো দেখল ওরা। ওঅর্কশপ অংশে ভারী কিছু মেশিন দেখা গেল, আরও আছে লেদ ও ড্রিল মেশিন। তিন তিনটে কমপিউটর স্টেশন রয়েছে এখানে, এক ঝাঁক প্রিন্টার ও স্ক্যানারসহ। কিছু টেস্ট টিউব মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেছে।

পাশের কামরাটাকে বলা যায় ডক্টর ইসলামের থিঙ্ক ট্যাংক। গাদা গাদা প্ল্যান, ব্লুপ্রিন্ট, ড্রইং ছাড়াও রয়েছে প্রায় একশো নোটবুক। টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে ডজন ডজন ডিজাইন।

'চলো বাকি কামরাগুলো দেখি,' তাগাদা দিল রানা। 'আমি দেখতে চাই কোথায় উনি টেলিপোর্টেশন সেন্ডিং চেম্বারটা বানিয়েছিলেন।'

ওয়াটারটাইট বাল্কহেডের ভেতর দিয়ে একটা এয়ার ট্যাংকে ঢুকল ওরা, যে-ধরনের এয়ার ট্যাংক সাধারণত কোন সাবমেরিনে ব্যবহার করা হয়। এই এয়ার ট্যাংক জলদস্যুদের নয়, অন্যান্য জিনিসের মত এটাকেও এখানে আমদানি করেছেন ডক্টর ইসলাম। এই এয়ার ট্যাংকের ভেতরই ডক্টর ইসলাম তাঁর টেলিপোর্টেশন ইন্সট্রুমেন্ট আর ইকুইপমেন্ট রেখে গেছেন। দুটো প্যানেল দেখা গেল, ডায়াল আর সুইচ গিজ গিজ করছে; আর রয়েছে একটা কমপিউটর ডেস্ক ও এনক্লোজড চেম্বার। এই চেম্বারের ভেতরই সেন্ডিং স্টেশন।

চেম্বারের ভেতর, মেঝেতে পঞ্চান্ন গ্যালনের ড্রামটা দেখে রানার চোখে-মুখে আনন্দের অভিব্যক্তি ফুটল, ড্রামের গায়ে লেখা রয়েছে–সুপার স্লিক। ড্রামটার সঙ্গে একটা টাইমিং ডিভাইস আর কয়েক প্রস্থ টিউব জোড়া লাগানো হয়েছে, ওগুলোকে আবার সংযুক্ত করা হয়েছে মেঝেতে বসানো গোলাকার একটা রিসেপ্টকল-এর সঙ্গে। 'এখন আমরা জানি ডক্টর ইসলামের লেদার কেসে কোত্থেকে তেল যাচ্ছে।'

'কিন্তু এটা কি পদ্ধতি? কিভাবে কাজ করছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে আমার চেয়ে যোগ্য কাউকে দরকার হবে।'

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এটা সত্যি কাজ করে।'

'দেখে যতই সাধারণ আর নগণ্য বলে মনে হোক,' বলল রানা, 'তুমি এমন একটা সায়েন্টিফিক অ্যাচিভমেন্টের দিকে তাকিয়ে আছ যেটা সমস্ত ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেমকে ভবিষ্যতে বদলে দেবে।' এগিয়ে এসে ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে দাঁড়াল রানা। টাইমিং ডিভাইসে সিকোয়েন্স সেট করা রয়েছে আটচল্লিশ ঘণ্টায়। সেটাকে বদলে দশ ঘণ্টায় সেট করল ও।

'কি করছ?' কৌতূহলী মুরল্যান্ড জানতে চাইল।

'কিং আর তার ভীনাসকে একটা মেসেজ পাঠালাম।' হেসে উঠল রানা।

তারপর ওরা আরেক কমপার্টমেন্টে চলে এল। এখানেই ওদের জন্যে সত্যিকার চমক অপেক্ষা করছিল।

এখানে যত ক্যানভাস আছে, যে-কোন মিউজিয়ামের দশটা রুম অনায়াসে সাজানো যাবে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, টিশান, রাফায়েল, রেমব্র্যান্ডট, ভারমিয়ার, রুবেন্স সহ অন্যান্য আরও ত্রিশজন চিত্রশিল্পীর বিখ্যাত সব শিল্পকর্ম। মোনালিসাকে দেখে হাঁ হয়ে গেল তিনজনই।

'তারমানে কি লোকে যেটাকে এতদিন মোনালিসা বলে জেনে এসেছে সেটা নকল?'

'শুধু মোনালিসা নয়। এখানে যত শিল্পকর্ম দেখছি আমরা, এগুলোই আসল।

এগুলো যদি মিউজিয়ামে থেকে থাকে, বুঝতে হবে সব নকল। ডক্টর ইসলাম সেই কথাই লিখে গেছেন।'

'এগুলো বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যাবে জানো?' মুরল্যান্ড মুখ খুলে বাতাস টানছে।

'আন্দাজ করতে রাজি নই,' বলল রানা। 'নির্ঘাত ভুল করব।' 'নিজেকে আমার আলীবাবা মনে হচ্ছে, দোস্ত।'

রানার বাহু খামচে ধরে তৃষা বলল, 'আমি এরকম কিছু ভুলেও আশা করিনি।'

এক ঘন্টা পর আবার বিশাল কারনিসে বেরিয়ে এল ওরা। সবাই যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে।

ডক্টর সিরাজুল ইসলামের স্টাডিতে বসে একটা কেমিক্যাল অ্যানালিসিস জার্নাল পড়ছেন ডক্টর ফিরোজ ফাহিম। অকস্মাৎ ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন তিনি। কামরার মাঝখানের কার্পেট মেঝে থেকে ক্রমশ উঁচু হচ্ছে। এক সময় ওটাকে ছুঁড়ে ফেলা হলো এক পাশে। তারপর একটা ট্র্যাপডোরের ঢাকনি খুলে গেল। নিচে থেকে উঠে এল রানার মাথা। 'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত,' সহাস্যে বলল ও। 'তবে আপনাকে জানাতে এলাম যে ডক্টর ইসলামের গোপন ল্যাব আর ট্রেজার, সবই আমরা খুঁজে পেয়েছি।'

***